Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআনের আলোকে শয়তান

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাদিয়া নওরীন

রোলঃ ২৩১০০১২১২৩১

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআনের আলোকে শয়তান

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাদিয়া নওরীন

রোলঃ ২৩১০০১২১২৩১

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " কুরআনের আলোকে শয়তান " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সাদিয়া নওরীন, আইডিঃ ২৩১০০১২১২৩১ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ কুরআনের আলোকে শয়তান ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারাফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

সাদিয়া নওরীন

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

সাদিয়া নওরীন

আইডিঃ ২৩১০০১২১২৩১

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

শয়তান.....5

যেখানে এবং যেসময় তাদের পাওয়া যায়.....9

শয়তানের কদর্যতা.....11

শয়তানের প্রকৃতি.....12

শত্রুতার কারণ, ইতিহাস ও মাত্রা.....13

শয়তানের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য.....16

মানুষকে পথভ্রষ্ট করতে শয়তানের কৌশলসমূহ.....33

এমন কিছু বিষয় উল্লেখ করছি, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স) আমাদের জানিয়েছেন.....51

সন্দেহে নিপতিত পরিস্থিতি থেকে কিছু সতর্কতা.....66

মানুষ কতৃক কিছু বিদআত.....68

ওয়াসওয়াসায় আক্রান্ত ব্যক্তির অজুহাতের জবাব.......69

খেলাধুলা বিষয়ে ইসলামের মৌলিক নীতিমালা এবং শয়তানের ধোঁকা.....71

শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মুমিনের হাতিয়ার.....74

শয়তান সৃষ্টির পেছনে হিকমাহ.....83

শয়তানকে কিয়ামত পর্যন্ত হায়াত দেওয়ার হিকমাহ.....89

শয়তান কতটুকু সফল হবে?.....91

কুরআনে শয়তানের ধোঁকাসমূহ.....94

শয়তান যাদের পরাজিত করতে পারে না.....95

আমাদের করণীয়, সতর্কবার্তা.....96

শয়তান

আল-কুরআনুল কারীম এ (كلمة الشيطان / শয়তান) শব্দ বার বার এসেছে। সাধারণভাবে শয়তান মানুষকে পথভ্রষ্ট করতে চায়।সাধারণভাবে তরজমায় শয়তান শব্দটি বিভিন্ন রূপে (একবচন + বহুবচন + অন্যান্য সংযুক্ত রূপ) এসেছে।

কুরআন-হাদিস থেকে জানা যায় যে, শয়তান আল্লাহর একটি সৃষ্টি। তার বুঝজ্ঞান ও চলনশক্তি আছে। অজ্ঞ লোকেরা যে দাবি করে, সে নফসের খারাপ দিক অথবা মানুষের পশুবৃত্তি-তা একেবারেই ভুল কথা।

শয়তান হলো জিন। এর প্রমাণ হিসেবে এই আয়াত উল্লেখ করা যায়,

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُوا۟ لِءَادَمَ فَسَجَدُوٓا۟ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَٰفِرِينَ ٣٤

"আর যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম, 'তোমরা আদমকে সিজদা করো।' তখন তারা সিজদা করল, ইবলিস ছাড়া। সে অস্বীকার করল এবং অহংকার করল। আর সে হলো কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত।" [সূরাহ আল বাকারাহ ২:৩৪]

শয়তান আল্লাহর কাছ থেকে কোনো রহমত পাওয়ার আশা থেকে নিরাশ হয়ে গেছে। তাই আল্লাহ্ তাকে নাম দিয়েছেন ইবলিস। আরবি ভাষায় তাকে আল-বালাস البلس বলে, যার মাঝে ভালো কিছু নেই। আর আবলসা أبلس অর্থ হলো নিরাশ হওয়া বা পেরেশান হওয়া।

পূর্বেকার অনেক আলিম বলেছেন যে, শয়তান তার প্রতিপালকের অবাধ্য হওয়ার আগে তার নাম ছিল আযাযিল। এই তথ্যের সত্যতা আল্লাহই ভালো জানেন।

শয়তানের ব্যাপারে আল্লাহ্ আমাদেরকে কুরআনে অনেকবার অবহিত করেছেন। এই শয়তান জিনদের অন্তর্ভুক্ত। জীবনের প্রথমদিকে সে আল্লাহ্ ইবাদাত করত। আসমানে ফেরেশতাদের মাঝে বসবাস করত। আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছিলেন। কিন্তু গর্ব, অহংকার ও হিংসার বশবর্তী হয়ে এই শয়তানই পরবর্তীতে আদম (আ)-কে সিজদাহ করতে অস্বীকৃতি জানায় এবং আল্লাহর অবাধ্য হয়। ফলে আল্লাহ্ তাকে তাঁর রহমত থেকে বিতাড়িত করেন।

আরবিতে সাধারণভাবে শয়তান বলতে যেকোনো অহংকারী বিদ্রোহীকে বোঝানো হয়। বিশেষভাবে তা এই একজনের ব্যাপারে ব্যবহারের কারণ হলো, স্বয়ং প্রতিপালকের বিরুদ্ধে তার অহংকার ও বিদ্রোহ কতটা গুরুতর তা বোঝানো।

সূরাহ আন-নিসা'র ৭৬ নং আয়াতে তাকে তাগূত বলা হয়েছে।

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّٰغُوتِ فَقَٰتِلُوٓاْ أَوۡلِيَآءَ ٱلشَّيۡطَٰنِۖ إِنَّ كَيۡدَ ٱلشَّيۡطَٰنِ كَانَ ضَعِيفًا

"যারা ঈমান এনেছে তারা লড়াই করে আল্লাহর পথে, আর যারা কুফরি করেছে তারা লড়াই করে তাগূতের পথে। সুতরাং তোমরা লড়াই করো শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে। নিশ্চয় শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল।" [সূরাহ আন-নিসা ৪:৭৬]

আল্লাহ তাআলা ইবলিসকে ফেরেশতাদের মধ্য থেকে আলাদা করার প্রসঙ্গে আল্লাহ্ কুরআনে বলেন,

۞ وَإِذۡ قُلۡنَا لِلۡمَلَٰٓئِكَةِ ٱسۡجُدُواْ لِأٓدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّآ إِبۡلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلۡجِنِّ فَفَسَقَ عَنۡ أَمۡرِ رَبِّهِۦٓۗ أَفَتَتَّخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتَهُۥٓ أَوۡلِيَآءَ مِن دُونِي وَهُمۡ لَكُمۡ عَدُوُّۢۚ بِئۡسَ لِلظَّٰلِمِينَ بَدَلٗا ٥٠

"আর যখন আমি ফেরেশতাদের বলেছিলাম, তোমরা আদমকে সিজদা করো। অতঃপর তারা সিজদা করল, ইবলিস ছাড়া। সে ছিল জিনদের একজন। সে তার রবের নির্দেশ অমান্য করল।" [সূরাহ আল-কাহফ ১৮:৫০]

এছাড়াও আরেকটি বিশুদ্ধ হাদিস থেকে প্রমাণিত হয় যে, জিনেরা মানুষ ও ফেরেশতাদের থেকে আলাদা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

أنَّ الملائكةَ خُلِقوا من نور، وأنَّ الجنَّ خُلِقوا من نار، وأنَّ آدمَ خُلِق من طينٍ

“ফেরেশতাদের সৃষ্টি করা হয়েছে নূর থেকে, জিনদের সৃষ্টি করা হয়েছে আগুন থেকে আর আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি থেকে। (সহিহ মুসলিম)

আর তাছাড়া আল্লাহ্ সরাসরি উল্লেখ করেছেন যে, ইবলিস হলো জিন।

إِلَّآ إِبۡلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلۡجِنِّ

"...ইবলিস ছাড়া। সে ছিল জিনদের একজন।" [সূরা আল-কাহফ ১৮:৫০]

জিন এবং তাদের মধ্যকার শয়তানেরা পানাহার করে। তাদের খাদ্য হাড় বা গোবর।

নবিজি (স) আমাদের আরো জানিয়েছেন যে, শয়তান বাম হাতে আহার করে। তিনি আমাদেরকে শয়তানের কাছ থেকে আলাদা হতে আদেশ করেছেন। সহিহ মুসলিমে ইবনু উমর (র) হতে বর্ণিত আছে নবিজি (স) বলেছেন,

إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ.

"যখন তোমাদের কেউ খাবে, তখন ডান হাতে খাবে। আর যখন পান করবে, তখন ডান হাতে পান করবে। কারণ শয়তান বাম হাতে আহার করে ও পান করে।"

মুসনাদ আহমাদে আছে,

إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ، فَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ حِينَ يَدْخُلُ وَحِينَ يَطْعَمُ، قَالَ الشَّيْطَانُ :لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ هَاهُنَا .وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عِنْدَ دُخُولِهِ، قَالَ :أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ .وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عِنْدَ مَطْعَمِهِ، قَالَ :أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ.

"কেউ ঘরে প্রবেশ করার সময় ও আহার করার সময় যদি আল্লাহর নাম নেয়, শয়তান (তার সঙ্গীদের) বলে, 'এখানে তোমাদের জন্য কোনো থাকার বা আহারের ব্যবস্থা নেই।' কিন্তু সে যদি ঘরে প্রবেশ করে আল্লাহর নাম নিতে ভুলে যায়, তাহলে শয়তান বলে, 'আমি তোমাদের জন্য থাকার ব্যবস্থা পেয়েছি।' আর সে যদি খাওয়ার সময় আল্লাহর নাম নিতে ভুলে যায়, তাহলে শয়তান বলে, 'আমি তোমাদের জন্য আহার্য পেয়েছি।" [মুসনাদ আহমাদ ১৪৭২৯; সনদ হাসান]

এই হাদিসটি সহিহ মুসলিমেও আছে। এখান থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, শয়তানেরা পানাহার করে।

এতে কোনোই সন্দেহ নেই যে, জিন এবং তাদের মধ্যকার শয়তানেরা মরণশীল। নিম্নের আয়াতটি তাদের উপরও প্রযোজ্য-

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴿٢٦﴾ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَـٰلِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴿٢٧﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٨﴾

"জমিনের উপর যা কিছু রয়েছে, সবই ধ্বংসশীল। আর থেকে যাবে শুধু তোমার মহামহিম ও মহানুভব রবের চেহারা। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?" [সূরাহ আর-রহমান ৫৫:২৬-২৮]

সহিহ বুখারিতে ইবনু আব্বাস (র) থেকে বর্ণিত আছে নবিজি (স) বলেছেন,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْ تُضِلَّنِي، أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ يَمُوتُونَ.

"হে আল্লাহ্! আমি আপনার ইযযাতের উসিলায় আশ্রয় প্রার্থনা করি, যিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, যিনি মৃত্যুবরণ করেন না, অথচ জিন ও মানুষ মৃত্যুবরণ করে।"

জিনদের আয়ুর ব্যাপারে আমরা শুধু ইবলিসের আয়ুই জেনে থাকি। আল্লাহ্ তা 'আলা তাকে কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ দিয়েছেন । আল্লাহ্ বলেন,

﴿قَالَ أَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٤﴾ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ﴿١٥﴾

"সে বলল, 'সেদিন পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দিন, যেদিন তাদেরকে পুনর্জীবিত করা হবে।' তিনি বললেন, 'নিশ্চয় তুই অবকাশপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।" [সূরাহ আল-আ'রাফ ৭:১৪-১৫]

অন্যান্য জিনদের আয়ুষ্কাল আমাদের জানা নেই। তবে তাদের আয়ুষ্কাল মানুষের চেয়ে বেশি।

যেখানে এবং যেসময় তাদের পাওয়া যায়

জিনেরা মানুষের সাথে একই পৃথিবীতে বাস করে। তাদের বেশিরভাগকে পাওয়া যায় ধ্বংসস্তূপ ও পরিত্যক্ত এলাকাগুলোতে। আর পাওয়া যায় বিভিন্ন নাপাক জায়গায়, যেমন টয়লেট, ভাং এর আস্তানা, উটের আস্তাবল ইত্যাদিতে। এছাড়া কবরস্থানেও তাদের পাওয়া যায়। ইবনু তাইমিয়াহ (রহ) বলেছেন, 'যেসব লোক শয়তানের সাথে ঘনিষ্ঠ, তারা এসব জায়গায় থাকে।'

হাদিসে এসেছে টয়লেট ও কবরস্থানে সালাত আদায় না করার জন্য। টয়লেটে নাপাকি থাকে আর কবরে সালাত পড়া শিরকের দিকে নিয়ে যায়। এ দুটি জায়গাই শয়তানের আস্তানা।

শয়তানি কার্যকলাপের জায়গাগুলোতেও তারা থাকে, যেমন বাজার। নবিজি (স)এক সাহাবিকে এই উপদেশ দিয়েছেন,

لَا تَكُونَنَّ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ السُّوقَ، وَلَا آخِرَ مَنْ يَخْرُجُ مِنْهَا؛ فَإِنَّهَا مَعْرَكَةُ الشَّيْطَانِ، وَبِهَا يَنْصِبُ رَايَتَهُ

“যদি সম্ভব হয়, তাহলে তুমি বাজারে প্রবেশ করা প্রথম ব্যক্তি হয়ো না। আর সেখান থেকে বের হওয়া শেষ ব্যক্তি হয়ো না। কারণ সেগুলো শয়তানের জায়গা আর সেখানে সে তার ঝাণ্ডা উঁচু করে।” হাদিসটি সহিহ মুসলিমে রয়েছে। [সহিহ মুসলিম:২৪৫১]

মানুষ যেসব ঘরে থাকে, শয়তানেরাও সেসব ঘরে থাকে। ঘরে প্রবেশের সময়। আল্লাহর নাম নেওয়া, ঘরে যিকির-আযকার, কুরআন তিলাওয়াত (বিশেষত সূরাহ বাকারাহ ও আয়াতুল কুরসি) ইত্যাদির মাধ্যমে শয়তানকে ঘরে প্রবেশ করতে বাধা দেওয়া যায়। নবিজি (স) বলেছেন, অন্ধকার নামার পর পর শয়তানেরা অধিক হারে ছড়িয়ে পড়ে, ঘোরাফেরা করে। তাই তিনি আদেশ দিয়েছেন এসময় বাচ্চাদের ঘরের ভেতরে নিয়ে আসতে। হাদিসটি সহিহ আল-বুখারি ও সহিহ মুসলিমে রয়েছে।

কায়েস বিন আবূ হাজেম (রহ) বলেন, যে ঘরে কেউ ঘুমায় না , শয়তান সেখানে ঘুমায়।শয়তানেরা আজান সহ্য করতে পারে না, আজান শুনলে পালিয়ে যায়। আর রামাদান মাসে তারা শিকলবদ্ধ থাকে।

নবিজি (স) আমাদের জানিয়েছেন যে, জিনদের পোষা পশু রয়েছে এবং মানুষের পোষা পশুর মল হলো তাদের খাদ্য।শয়তান কিছু কিছু প্রাণীর সাথে থাকে। যেমন- উট।

নবিজি (স) বলেছেন,

إِنَّ الْإِبِلَ خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِينِ، وَإِنَّ وَرَاءَ كُلِّ بَعِيرٍ شَيْطَانًا.

“নিশ্চয় উটদের সৃষ্টি করা হয়েছে শয়তান থেকে। আর প্রতিটি উটের পেছনে রয়েছে একটি শয়তান।”

এ কারণে নবিজি (স) আমাদেরকে উটের চারণভূমিতে সালাত পড়তে নিষেধ করেছেন।

মুসনাদ আহমাদ ও সুনান আবু দাউদে আছে নবিজি (স) বলেছেন,

صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؛ فَإِنَّ فِيهَا بَرَكَةً، وَلَا تُصَلُّوا فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ؛ فَإِنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِينِ.

"উটের চারণভূমিতে সালাত আদায় কোরো না, কারণ তারা শয়তান থেকে উদ্ভূত। বরং ভেড়ার মাঠে সালাত আদায় করো, কারণ তারা বরকতময়।”

যারা দাবি করে যে উটের জায়গায় সালাত আদায় নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ হলো তাদের মলমূত্র নাপাক, তাদের দাবি এই হাদিসের মাধ্যমে খণ্ডিত হয়। যেসকল পশুর মাংস খাওয়া হালাল, তাদের মলমূত্র নাপাক নয়।

শয়তানের কদর্যতা

শয়তান অত্যন্ত কুৎসিত। এমন হওয়াটাই স্বাভাবিক। জাহান্নামের যাক্কুম গাছের ডালকে আল্লাহ্ শয়তানের মাথার সাথে তুলনা করেছেন। জান্নাতের নিয়ামতের বর্ণনা দেওয়ার পর আল্লাহ্ বলেন,

أَذَٰلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقُّومِ ﴿٦٢﴾ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِّلظَّـٰلِمِينَ ﴿٦٣﴾ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تخرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ﴿٦٤﴾ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ ﴿٦٥﴾

"আপ্যায়নের জন্য এগুলো উত্তম না যাক্কুম বৃক্ষ? নিশ্চয় আমি তাকে জালিমদের জন্য করে দিয়েছি পরীক্ষা। নিশ্চয় এ গাছটি জাহান্নামের তলদেশ থেকে বের হয়। এর ফল যেন শয়তানের মাথা।" [সূরাহ আস-সফফাত ৩৭:৬২-৬৫]

সহিহ মুসলিমে ইবনু উমর (র) থেকে বর্ণিত আছে নবিজি (স) বলেছেন,

لَا تَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ، وَلَا غُرُوبَهَا؛ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بِقَرْنَيِ الشَّيْطَانِ

"সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় সালাত আদায় কোরো না। নিশ্চয়ই এটি উদিত (ও অস্তমিত) হয় শয়তানের দুই শিংয়ের মাঝ দিয়ে।" [সহিহ মুসলিম: ৮২৮]

সহিহ আল-বুখারি ও সহিহ মুসলিমে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, নবিজি (স) বলেন,

إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ.

"যখন সূর্যের এক কিনারা উদিত হবে তখন তা পরিষ্কারভাবে উদিত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা সালাত আদায় বন্ধ রাখো। আবার যখন সূর্যের এক কিনারা অস্ত যাবে, তখন তা সম্পূর্ণ অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত তোমরা সালাত আদায় বন্ধ রাখো।" [সহিহ আল-বুখারি: ৩২৭২]

এমন নির্দেশের কারণ হলো, মুশরিকদের একটা শ্রেণি সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় একে সিজদাহ করে। এসময় শয়তান সেই দিকে নিজেকে অধিষ্ঠিত করে, যাতে যারা সিজদাহ করছে তাদের সিজদাহ তার দিকেই হয়।

নবিজি (স) আমাদের সেসময় সালাত পড়তে নিষেধ করেছেন।

শয়তানের প্রকৃতি

আল্লাহ জিনদের মুমিন বা কাফির হওয়ার সামর্থ্য দিয়েছেন। অকৃতজ্ঞ হওয়ার আগ পর্যন্ত শয়তানও আল্লাহর ইবাদাত করত, যেমনটা ফেরেশতারা করে থাকে। এরপর সে মন্দকে বেছে নিল এবং তা নিয়েই খুশি হয়ে গেল। এ পথেই এগিয়ে যেতে লাগল, যদিও এটা তার শাস্তির কারণ হবে। সে মন্দ কাজ করে সন্তুষ্ট এবং অন্যদেরও মন্দ কাজের দিকে ডাকে,

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ٨٢إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ٨٣

‘সে বলল, 'আপনার ক্ষমতা-সম্মানের শপথ! অবশ্যই আমি তাদের সবাইকে পথভ্রষ্ট করব,তবে তাদের মধ্যে আপনার একনিষ্ঠ বান্দারা ব্যতীত।' [সূরাহ স্বদ ৩৮:৮২-৮৩]

মানুষের ক্ষেত্রেও একই। নফস যদি মন্দ হয়ে যায়, তাহলে সে মন্দ কাজগুলোকেই পছন্দ করে এবং এতে আনন্দ খুঁজে পায়, যদিও এই কাজ তার ক্ষতি ছাড়া অন্য কোনো উপকারে আসে না ।

শত্রুতার কারণ, ইতিহাস ও মাত্রা

মানুষ ও শয়তানের মাঝে শত্রুতার কারণ বহুকাল আগে সংঘটিত হয়েছিল এক ঘটনার মাঝে। এ জন্য আমাদের সেই সময়কালের ঘটনায় ফিরে যেতে হবে,যখন আল্লাহ্ আদম (আ) এর আকৃতি সৃষ্টি করেছেন কেবল, তাঁর রূহ তখনও ফুঁ দেননি। আদমের কাছে ঘোরাঘুরি করে শয়তান বলল, “(হে আদম!) তোমাকে যদি আমার উপর কর্তৃত্ব দেওয়া হয়, তাহলে আমি তোমাকে অমান্য করব। আর যদি আমাকে তোমার উপর কর্তৃত্ব দেওয়া হয়, তাহলে আমি তোমাকে ধ্বংস করে দেব।”

সহিহ মুসলিমে আনাস (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবিজি ﷺ বলেছেন,

لَمَّا صَوَّرَ اللَّهُ آدَمَ فِي الْجَنَّةِ تَرَكَهُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَتْرَكَهُ، فَجَعَلَ إِبْلِيسُ يُطِيفُ بِهِ، يَنْظُرُ مَا هُوَ، فَلَمَّا رَآهُ أَجْوَفَ عَرَفَ أَنَّهُ خُلِقَ خَلْقًا لَا يَتَمَالَكُ

"আল্লাহ্ যখন জান্নাতে আদমের আকৃতি সৃষ্টি করলেন, তিনি তাঁকে যতক্ষণ ইচ্ছে করলেন রেখে দিলেন। ইবলিস তাঁর আশেপাশে ঘুরে বোঝার চেষ্টা করল তিনি আসলে কী। ইবলিস দেখল তিনি ভেতর থেকে ফাঁপা। তখন সে এই সিদ্ধান্তে আসলো যে, নতুন সৃষ্টিটিকে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে না পারার স্বভাব দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে।”

আল্লাহ্ যখন আদমের রূহ এর মধ্যে তাঁর ফুঁ দিলেন, তিনি ফেরেশতাদের আদেশ দিলেন আদমকে সিজদাহ করতে। ইবলিস ফেরেশতাদের সাথে থেকে আল্লাহর ইবাদাত করত, তাই আদেশটি তার উপরও বর্তায়। কিন্তু ইবলিস নিজেকে বিরাট হনু ভাবত। তাই অহংকারবশতঃ সে আদমকে সিজদাহ করতে অস্বীকৃতি জানাল। সে দাবি করল, "আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে।”

আদম (প্রায়) যখন চোখ খুললেন, তিনি এক অসাধারণ দৃশ্য দেখতে পেলেন। ফেরেশতারা তাঁকে সিজদাহ করছে। কিন্তু তিনি এমন এক শত্রুকেও পেলেন, যে তাঁকে ও তাঁর বংশধরদের পথভ্রষ্টতা ও ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর।

শয়তানের অহংকারের কারণে তাকে জান্নাত থেকে বহিষ্কার করা হলো। কিন্তু সে আল্লাহর কাছ থেকে ওয়াদা নিল যে, তাকে কিয়ামত পর্যন্ত আয়ু দেওয়া হবে।

قَالَ أَنظِرْنِىٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١٤قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ١٥

সে বলল, ‘আমাকে সেদিন পর্যন্ত অবকাশ দিন, যেদিন তারা পুনরুত্থিত হবে।’ তিনি বললেন, ‘নিশ্চয় তুমি অবকাশপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত। ” [সূরাহ আল-আ'রাফ ৭:১৪-১৫]

অভিশপ্ত শয়তান নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করল যে, সে আদমের বংশধরদের পথভ্রষ্ট করবে এবং তাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করবে।

قَالَ فَبِمَآ أَغْوَيْتَنِى لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَٰطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ١٦ثُمَّ لَـَٔاتِيَنَّهُم مِّنۢ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَـٰنِهِمْ وَعَن شَمَآئِلِهِمْ ۖ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَـٰكِرِينَ ١٧

"সে বলল, 'আপনি আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, সে কারণে অবশ্যই আমি তাদের জন্য আপনার সোজা পথে বসে থাকব। তারপর অবশ্যই তাদের নিকট উপস্থিত হব, তাদের সামনে থেকে ও তাদের পেছন থেকে এবং তাদের ডান দিক থেকে ও তাদের বাম দিক থেকে। আর আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না।” [সূরাহ আল-আ'রফ ৭:১৬-১৭]

উলামায়ে কেরামগণ কুরআন এর আয়াত বিভিন্নভাবে তর্জমা করেছেন। তাদের মধ্যে একজন এর মত হলো

তাদের সামনে থেকে ও তাদের পেছন থেকে এবং তাদের ডান দিক থেকে ও তাদের বাম দিক থেকে - এ দ্বারা বুঝানো হয়েছে

তাদের সামনে থেকে- এর অর্থ মুমিনদের দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট করবে , পরকাল সর্ম্পকে সন্দেহ সৃষ্টি করবে ।

তাদের পেছন থেকে- এর অর্থ মুমিনকে দুনিয়াবি বিষয়ে প্রতি তীব্র ভাবে অকাংক্ষিত করবে ।

তাদের ডান দিক থেকে- এর অর্থ মুমিনদের দীন ও নেক আমল এর গুরুত্ব সম্পরকে সন্দেহ সৃষ্টি করবে ।

তাদের বাম দিক থেকে- এর অর্থ মুমিনদের অসৎ কাজ করার নির্দেশ দিবে এবং সেসব কাজ তাদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলবে।
কিন্তু শয়তান উপর থেকে আসবে বলেনি। কারণ সে জানে আল্লাহ তা'আলা আমাদের উপরে আছেন।আল্লাহ তা'আলা উপর থেকে আমদের জন্য রহমত প্রেরণ করেন।

অতএব বলা যেতে পারে শয়তান মানবজাতিকে সর্বদিক থেকেই ধোকায় আচ্ছন্ন রাখে।আদম সন্তানদের পথভ্রষ্ট করতে সে কেমন আদাজল খেয়ে লাগবে। সে তাদেরকে সম্ভাব্য সকল দিক থেকে আক্রমণ করবে। আয-যামাখশারি (র) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন,

"সে চারদিক থেকেই আসবে, যেভাবে শত্রুরা সাধারণত এসে থাকে। তাদের প্রতি তার ওয়াসওয়াসা এমনই। সে যতভাবে পারে, ততভাবে তাদের প্রলুব্ধ করবে।

যেমনটা এসেছে এই আয়াতে,

وَٱسْتَفْزِزْ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِى ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَوْلَـٰدِ وَعِدْهُمْ ۚ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَـٰنُ إِلَّا غُرُورًا ٦٤

'তোমার কণ্ঠ দিয়ে তাদের মধ্যে যাকে পারো প্ররোচিত কর, তাদের উপর ঝাপিয়ে পড় তোমার অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে এবং তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে অংশীদার হও এবং তাদেরকে ওয়াদা দাও'। আর শয়তান প্রতারণা ছাড়া তাদেরকে কোন ওয়াদাই দেয় না।[সূরাহ বনি ইসরাইল ১৭:৬৪]"

শয়তানের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

শয়তানের উদ্দেশ্যকে ২ ভাগে ভাগ করা যেতে পারে ।

দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য

শয়তানের দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য একটি। এটা তার চূড়ান্ত মনোবাসনা। আর তা হলো মানবজাতিকে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে ও জান্নাত থেকে বঞ্চিত হতে দেখা।

إِنَّ ٱلشَّيْطَـٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَدْعُوا۟ حِزْبَهُۥ لِيَكُونُوا۟ مِنْ أَصْحَـٰبِ ٱلسَّعِيرِ ٦

নিশ্চয় শয়তান তোমাদের শত্রু; কাজেই তাকে শত্রু হিসাবেই গ্রহণ কর। সে তো তার দলবলকে ডাকে শুধু এজন্য যে, তারা যেন প্রজ্জলিত আগুনের অধিবাসী হয়। [সূরাহ ফাতির ৩৫:৬]

স্বল্পমেয়াদী লক্ষ্য

উপর্যুক্ত লক্ষ্যটি শয়তানের একমাত্র দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য। কিন্তু তার অনেক স্বল্পমেয়াদী লক্ষ্য রয়েছে।

- **বান্দাকে কুফর ও শিরকে লিপ্ত করা**

এটা করা হয় মানুষকে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোনো স্বত্ত্বা বা মূর্তিপূজার দিকে আহ্বান করার মাধ্যমে। শয়তান মানুষকে আল্লাহর প্রতি কুফরি এবং তাঁর হুকুম পালনে অবাধ্যতার দিকে ডাকে।

كَمَثَلِ ٱلشَّيْطَـٰنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَـٰنِ ٱكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّى بَرِىٓءٌ مِّنكَ إِنِّىٓ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ١٦

“(এরা) শয়তানের ন্যায়। সে মানুষকে বলেছিল, 'কুফরি করো।' অতঃপর যখন সে কুফরি করল তখন সে বলল, 'আমি তোমার থেকে মুক্ত; নিশ্চয় আমি সকল সৃষ্টির রব আল্লাহকে ভয় করি।” [সূরাহ আল-হাশর ৫৯:১৬]

- **সে মানুষকে কুফরে লিপ্ত করতে না পারলে গুনাহে লিপ্ত করে**

শয়তান যদি বান্দাকে শিরক-কুফরে লিপ্ত করতে না পারে, তবুও সে হতাশ হয় না। সে এর চেয়ে অল্পতেই তুষ্ট হয়। আর তা ঘটে যখন বান্দা গুনাহে লিপ্ত হয় এবং আল্লাহ্ আদেশ পালনে অবাধ্যতায় শামিল হয়। এছাড়া সে মুমিনদের মাঝে শত্রুতা ও ঘৃণার বীজ বপন করে। সুনান আত-তিরমিযি ও সুনান ইবনু মাজাহতে হাসান ইসনাদ সহকারে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

أَلَا إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يُعْبَدَ فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَبَدًا، وَلَكِنْ سَيَكُونُ لَهُ طَاعَةٌ فِي بَعْضِ مَا تَحْتَقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ، فَيَرْضَى.

"নিশ্চয় শয়তান তোমাদের এ ভূমিতে আর কখনও পূজিত হওয়ার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে। কিন্তু এমন কিছু কাজে তাকে মান্য করা হবে, যাকে তোমরা সামান্য বলে মনে করে থাকো। আর এতে সে খুশি হবে।”

সহিহ আল-বুখারি ও অন্যান্য জায়গায় হাদিসটি এভাবে এসেছে,
إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ

“নিশ্চয় শয়তান আরব উপদ্বীপে কোনো সালাত আদায়কারী কর্তৃক উপাসিত হওয়ার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে। কিন্তু সে তাদের মাঝে উস্কানি প্রদান করবে।”

এর অর্থ হলো, সে তাদের মাঝে ঘৃণা ও শত্রুতা উস্কে দেবে এবং তাদেরকে পরস্পরের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করবে। আল্লাহ্ কুরআনে এটিই বলেন,

إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِى ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ٩١

শয়তান তো চায়, মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণে ও সালাতে বাঁধা দিতে। তবে কি তোমরা বিরত হবে না।" [সূরাহ আল-মায়িদাহ ৫:৯১]

শয়তান সব রকমের মন্দের আদেশ দেয়।

إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِٱلسُّوٓءِ وَٱلْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٦٩

"নিশ্চয় সে তোমাদেরকে আদেশ দেয় মন্দ ও অশ্লীল কাজের এবং আল্লাহর ব্যাপারে এমন কিছু বলতে, যা তোমরা জানো না।" [সূরাহ আল-বাকরাহ ২:১৬৯]

মোটকথা, আল্লাহ্ যা কিছু ভালোবাসেন, শয়তান তা ঘৃণা করে। আর-রহমান যেসব অবাধ্যতাকে ঘৃণা করেন, শয়তান সেসব ভালোবাসে।

- **বান্দাকে আল্লাহর আনুগত্য করতে বাধা দেওয়া**

শয়তানের ব্যাপারে আল্লাহর এই বাণীতে,

قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١٦﴾ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ

"সে বলল, 'আপনি আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, সে কারণে অবশ্যই আমি তাদের জন্য আপনার সোজা পথে বসে থাকব। তারপর অবশ্যই তাদের নিকট উপস্থিত হবো, তাদের সামনে থেকে ও তাদের পেছন থেকে এবং তাদের ডান দিক থেকে ও তাদের বাম দিক থেকে। আর আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না।" [সূরাহ আল-আ'রফ ৭:১৬-১৭]

"আমি তাদের জন্য আপনার সোজা পথে বসে থাকব" কথাটির অর্থ হতে পারে "আমি আপনার পথে সেঁটে থাকব (তাদের পথভ্রষ্ট করার জন্য)," "তাদেরকে আমি আপনার পথ থেকে দূরে রাখব," অথবা "আমি তাদেরকে এ পথ থেকে বিচ্যুত করব।"

পূর্বেকার আলিমগণ 'সরল পথ'কে নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, যদিও সবগুলোর সারকথা মোটামুটি একই। ইবনু আব্বাস (র) বলেছেন, এটি হলো স্পষ্ট দ্বীন। ইবনু মাসউদ (র)-এর মতে এটি হলো আল্লাহর কিতাব। জাবির (র) বলেছেন এটি ইসলাম। আর মুজাহিদ বলেছেন এটি হলো “সত্য”।

শয়তান সব রকম ভালো কাজের পথের বসে থাকে এবং মানুষকে তা থেকে বিচ্যুত করতে চেষ্টা করে।

- **নেক আমলগুলো ধ্বংস করে দেওয়া**

শয়তান যদি মানুষকে নেক আমল করা থেকে বাধা দিতে ব্যর্থ হয়, তাহলে এমন কিছু করার সর্বাত্মক চেষ্টা করে যাতে মানুষ নেক আমলের সাওয়াব লাভ করা থেকে বঞ্চিত হয়। এক সাহাবি রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এসে বললেন, "শয়তান আমার এবং আমার সালাত ও তিলাওয়াতের মাঝে এসে আমাকে সন্দেহে ফেলে দেয়।" নবিজি (স) তাঁকে বললেন,

ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خَنْزَبٌ، فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ، وَاتْفُلْ عَنْ يَسَارِكَ ثَلَاثًا.

"এ হলো খানযাব নামক শয়তান। তোমার যদি এরকম হয়, তাহলে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইবে এবং বাম দিকে তিনবার শুকনো থুতু দেবে।"

সেই সাহাবি এমনটা করার পর জানালেন যে, আল্লাহ্ সেই শয়তানকে তাঁর থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন। হাদিসটি সহিহ মুসলিমে এসেছে।

কোনো মুসলিম সালাত শুরু করলে শয়তান এসে তাকে ওয়াসওয়াসা দিতে থাকে এবং আল্লাহর স্মরণের পরিবর্তে নানা দুনিয়াবি বিষয় স্মরণ করাতে থাকে। সহিহ মুসলিমে এসেছে নবিজি ﷺ বলেছেন,

إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ، أَدْبَرَ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ صَوْتَهُ .فَإِذَا سَكَتَ رَجَعَ فَوَسْوَسَ، فَإِذَا سَمِعَ الْإِقَامَةَ ذَهَبَ حَتَّى لَا يَسْمَعَ صَوْتَهُ، فَإِذَا سَكَتَ رَجَعَ فَوَسْوَس

“নিশ্চয় শয়তান যখন আজান শোনে, সে পেছন ঘুরে পালাতে থাকে ও বাতাস ছড়াতে থাকে যাতে তা শোনা না যায়। আজান শেষ হলে সে সালাত আদায়কারীদের কাছে ওয়াসওয়াসা দিতে ফিরে আসে। ইকামাত শুরু হলে সে আবারও তা না শুনতে পাওয়ার জন্য বায়ু ছড়াতে ছড়াতে পালাতে থাকে। ইকামাত শেষ হলে সে আবার ফিরে এসে ওয়াসওয়াসা দিতে থাকে (যাতে সালাত থেকে তাদের মনোযোগ সরানো যায়) ।"

আরেক বর্ণনায় আছে,

فَإِذَا قُضِيَ التَّأْذِينُ أَقْبَلَ، حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ، حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ، حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ، يَقُولُ لَهُ :اذْكُرْ كَذَا، اذْكُرْ كَذَا، لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ مِنْ قَبْلُ، حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى.

("আজান শেষ হলে সে ফিরে এসে ব্যক্তি ও তার নফসের মাঝে এসে বলে, “এটা স্মরণ করো, ওটা স্মরণ করো' যা সে (সালাত শুরু করার) আগে ভাবেনি। এভাবে একসময় সে কতটুকু সালাত পড়েছে, তা ভুলে যায়।” [সহিহ আল-বুখারি ও মুসলিম ৩৮৯]

- **আর-রহমানের প্রতি সকল অবাধ্যতাই শয়তানের প্রতি আনুগত্য**

আল্লাহ্ কুরআনে বলেন,

إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦٓ إِلَّآ إِنَـٰثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَـٰنًا مَّرِيدًا ١١٧لَّعَنَهُ ٱللَّهُ ۘ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ١١٨

তাঁর পরিবর্তে তারা দেবীরই পূজা করে এবং বিদ্রোহী শয়তানেরই পূজা করে। আল্লাহ তাকে লা’নত করেন এবং সে বলে, ‘আমি অবশ্যই আপনার বান্দাদের এক নির্দিষ্ট অংশকে আমার অনুসারী করে নেব’। [সূরাহ আন-নিসা ৪:১১৭-১১৮]

অতএব, আল্লাহ্ ছাড়া আর যা কিছুরই ইবাদাত করা হোক না কেন—ভাস্কর্য, মূর্তি, সূর্য, চাঁদ, নিজের কামনা-বাসনা, কোনো মানুষ, কোনো মতাদর্শ-সবই আসলে শয়তানের ইবাদাত। কেউ মানুক না মানুক, এটাই সত্য। কারণ শয়তানই এই কাজের আদেশ করেছে। উদাহরণস্বরূপ, ফেরেশতাপূজারীরাও আসলে শয়তানেরই পূজা করে। আল্লাহ্ কুরআনে বলেন,

وَيَوۡمَ يَحۡشُرُهُمۡ جَمِيعٗا ثُمَّ يَقُولُ لِلۡمَلَٰٓئِكَةِ أَهَٰٓؤُلَآءِ إِيَّاكُمۡ كَانُواْ يَعۡبُدُونَ ٤٠قَالُواْ سُبۡحَٰنَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمۖ بَلۡ كَانُواْ يَعۡبُدُونَ ٱلۡجِنَّۖ أَكۡثَرُهُم بِهِم مُّؤۡمِنُونَ ٤١

আর স্মরণ করুন, যেদিন তিনি তাদের সকলকে একত্র করবেন, তারপর ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন, 'এরা কি তোমাদেরই ইবাদত করত?ফেরেশ্তারা বলবে, 'আপনি পবিত্র, মহান! আপনিই আমাদের অভিভাবক, তারা নয়; বরং তারা তো ইবাদাত করত জিনদের। তাদের অধিকাংশই জিনদের প্রতি ঈমান রাখত। [সূরাহ সাবা ৩৪:৪০-৪১]

অতএব, ফেরেশতারা কখনওই কাউকে আদেশ করেনি তাদের উপাসনা করতে। বরং জিন শয়তানেরা এই আদেশ করত, যাতে পূজারীর সামনে উপস্থিত হওয়া জিনদের উদ্দেশ্যে পূজা করা হয়। একইভাবে, প্রতিটি মূর্তিরই শয়তান আছে যারা তাকে পূজা করতে উৎসাহিত করে।

এ থেকে বলা যায় যে, শয়তান সবরকম খারাপ কাজের আদেশ ও উৎসাহ দেয়। বিপরীতে সবরকম ভালো কাজ করা থেকে নিষেধ করে। এমনকি সে ভালো কাজকে ভয় করে। মানুষকে সে বদ আমল করার ও নেক আমল ত্যাগ করার হুকুম দেয়।
আল্লাহ্ বলেন,

ٱلشَّيۡطَٰنُ يَعِدُكُمُ ٱلۡفَقۡرَ وَيَأۡمُرُكُم بِٱلۡفَحۡشَآءِۖ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغۡفِرَةٗ مِّنۡهُ وَفَضۡلٗاۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٢٦٨

"শয়তান তোমাদেরকে দরিদ্রতার প্রতিশ্রুতি দেয় এবং অশ্লীল কাজের আদেশ করে। আর আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।" [সূরাহ আল-বাকরাহ ২:২৬৮]

শয়তান মানুষকে দরিদ্রতার ভয় দেখায়। সে তাদের বলে, "আল্লাহর রাস্তায় খরচ করলে তো তোমরা গরীব হয়ে যাবে।" আর সে মানুষকে অশ্লীল কাজের দিকে ডাকে। সে মানুষকে সবরকমের পাপাচার ও অশ্লীলতার দিকে আহ্বান করে, কৃপণ ও চরিত্রহীন হতে বলে।

- **মানসিক ও শারীরিকভাবে মানুষের ক্ষতি করা**

শয়তান যেমন কুফর ও গুনাহের মাধ্যমে মানুষকে পথভ্রষ্ট করতে চায়, তেমনিভাবে তাকে মানসিক ও শারীরিকভাবেও ক্ষতিগ্রস্ত করতে চায়। এ ধরনের আক্রমণের ব্যাপারে যেসব বিষয় আমরা জানি, তার কয়েকটি হলো

- নবিজি (স)-কে আক্রমণ

পরে আমরা একটি হাদিস উল্লেখ করব, যেখানে নবিজি ﷺ এর মুখে শয়তানের আগুন ছুঁড়ে মারার প্রচেষ্টার কথা বর্ণিত হয়েছে।

- শয়তানের পক্ষ থেকে স্বপ্ন

শয়তান ঘুমন্ত মানুষকে স্বপ্ন দেখাতে পারে। এর মাধ্যমে সে তাদের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত করতে চেষ্টা করে।

নবিজি (স) বলেছেন যে, স্বপ্ন তিন রকমের। একটি আর-রহমানের পক্ষ থেকে, একটি শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে, একটি ব্যক্তির নিজের পক্ষ থেকে।

সহিহ আল- বুখারিতে বর্ণিত আছে রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الرُّؤْيَا يُحِبُّهَا، فَإِنَّهَا مِنَ اللَّهِ، فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ عَلَيْهَا، وَلْيُحَدِّثْ بِهَا .وَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ، فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا، وَلَا يَذْكُرْهَا لِأَحَدٍ، فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ.

"যদি তোমাদের কেউ তার পছন্দনীয় কোনো স্বপ্ন দেখে, তাহলে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে। তার উচিৎ আল্লাহর প্রশংসা করা এবং অন্যদের কাছে তা বর্ণনা করা। সে যদি অপছন্দনীয় কিছু দেখে, তাহলে তা শয়তানের পক্ষ থেকে। তার উচিৎ আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা এবং তা কাউকে না বলা। তাহলে এটি কখনই তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।”

- ঘর পুড়িয়ে ফেলা

শয়তান যেসব প্রাণীর সাথে থাকে, তাদেরকে সে নিজ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারে। সুনান আবু দাউদ ও সহিহ ইবনু হিব্বানে এসেছে রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

إِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوا سُرُجَكُمْ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدُلُّ مِثْلَ هَذِهِ عَلَى هَذَا، فَتُحْرِقُكُمْ

“রাতে ঘুমানোর সময় বাতিগুলো নিভিয়ে দেবে। কারণ শয়তান এগুলো (ইঁদুর)-কে এর (বাতির) দিকে নিয়ে যায় এবং ফলে সে তোমাদের (ঘরবাড়ি) জ্বালিয়ে দেয়।”

- মানুষের মৃত্যুর সময় শয়তান তার সাথে লড়াই করা এবং তাকে ধোঁকায় ফেলতে চাওয়া

নবিজি (স) এ থেকে আল্লাহর আশ্রয় কামনা করতেন। তিনি বলতেন,
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّي، وَالْهَدْمِ، وَالْغَرَقِ، وَالْحَرِيقِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا.

"হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে আশ্রয় কামনা করি পতিত হওয়ার মাধ্যমে মৃত্যুবরণ করা থেকে। আমি আপনার কাছে আশ্রয় কামনা করি আমার ঘর আমার উপর পতিত হওয়া থেকে। আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি খাদে পতিত হওয়া থেকে, ডুবে যাওয়া থেকে, পুড়ে যাওয়া থেকে ও বার্ধক্যের জীর্ণতা থেকে। আমি আপনার কাছে আশ্রয় কামনা করি মৃত্যুর সময় শয়তানের ক্ষতি থেকে। আমি আপনার কাছে আশ্রয় কামনা করি শত্রুর কাছ থেকে পলায়নরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা থেকে। আমি আপনার কাছে আশ্রয় কামনা করি বিষধর প্রাণীর দংশনে মৃত্যুবরণ করা থেকে।”

- জন্মের সময় শিশুর ক্ষতি করা

كُلُّ بَنِي آدَمَ يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، إِلَّا مَرْيَمَ وَابْنَهَا.
“সকল আদমসন্তানই মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় শয়তান তাকে স্পর্শ করে, শুধু মারইয়াম ও তাঁর পুত্রকে ছাড়া।” [সহিহ মুসলিম]

সহিহ আল-বুখারিতে এসেছে,
كُلُّ بَنِي آدَمَ يَطْعُنُ الشَّيْطَانُ فِي جَنْبَيْهِ كُلُّ بَنِي آدَمَ يَطْعُنُ الشَّيْطَانُ فِي جَنْبَيْهِ بِإِصْبَعِهِ حِينَ يُولَدُ، غَيْرَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، ذَهَبَ يَطْعُنُ فَطَعَنَ فِي الْحِجَابِ.
“যখন কোনো মানুষ জন্ম নেয়, তার শরীরের দুই পাশে শয়তান দুই আঙুল দিয়ে খোঁচা দেয়। শুধু ঈসা ইবনু মারইয়াম ছাড়া। সে তাকে খোঁচা মারতে গিয়ে অতপর পর্দার উপর খোঁচা মেরেছিল।”

আল-বুখারির আরেক বর্ণনায় এসেছে,

،مَا مِنْ بَنِي آدَمَ مَوْلُودٌ إِلَّا يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ حِينَ يُولَدُ، فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ غَيْرَ مَرْيَمَ وَابْنِهَا.

"যে আদমসন্তানই জন্ম নেয়, শয়তান তাকে স্পর্শ করে। শিশু জন্মের সময় তাই সজোরে কান্না করে ওঠে। শুধু মারইয়াম ও তাঁর সন্তান বাদে।"

মারইয়াম (আ) ও 'ঈসা (আ)-এর সাথে এমনটা না হওয়ার কারণ হলো মারইয়ামের মায়ের একটি দু'আ,

فَلَمَّا وَضَعَتۡهَا قَالَتۡ رَبِّ إِنِّي وَضَعۡتُهَآ أُنثَىٰ وَٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِمَا وَضَعَتۡ وَلَيۡسَ ٱلذَّكَرُ كَٱلۡأُنثَىٰۖ وَإِنِّي سَمَّيۡتُهَا مَرۡيَمَ وَإِنِّيٓ أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ ٱلشَّيۡطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ ٣٦

তারপর যখন সে তা প্রসব করল তখন সে বলল, 'হে আমার রব! নিশ্চয় আমি তা প্রসব করেছি কন্যারুপে।' সে যা প্রসব করেছে তা সম্পর্কে আল্লাহ্‌ সম্যক অবগত। আর পুত্রসন্তান কন্যা সন্তানের মত নয়। আর আমি তার নাম মারিয়াম রেখেছি [১] এবং অভিসপ্ত শয়তান হতে তার ও তার সন্তানকে আপনার আশ্রয়ে দিচ্ছি। [সূরাহ আলে ইমরান ৩:৩৬]

তিনি ইখলাসের সাথে দু'আ করায় আল্লাহ্‌ তা কবুল করেন এবং মারইয়াম ও তাঁর সন্তানকে শয়তানের স্পর্শ থেকে রক্ষা করেন।

আম্মার ইবনু ইয়াসিরকেও আল্লাহ্‌ শয়তানের কাছ থেকে রক্ষা করেছেন। সহিহ আল-বুখারিতে আছে আবুদ্দারদা (র) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে, যাকে শয়তান থেকে রক্ষা করা হয়েছে যেমনটা নবিজি (স) বলেছিলেন?" আল- মুগিরা (র) বলেন,

الَّذِي أَجَارَهُ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي عَمَّارًا

"নবিজির কথা অনুযায়ী যাকে শয়তান থেকে রক্ষা করা হয়েছে, তিনি হলেন আম্মার।"

- শয়তানের মাধ্যমে প্লেগ রোগ হওয়া

নবিজি (স) বলেছেন,

فَنَاءُ أُمَّتِي بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُونِ .قِيلَ :يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا الطَّعْنُ قَدْ عَرَفْنَاهُ، فَمَا الطَّاعُونُ؟ قَالَ:
.وَخْزُ أَعْدَائِكُمْ مِنَ الْجِنِّ، وَفِي كُلٍّ شَهَادَةٌ

"এই জাতি ধ্বংস হবে অপবাদ ও জিনদের মধ্য হতে যারা মানুষের শত্রু তাদের খোঁচা প্লেগ রোগের মাধ্যমে। এসব রোগের কারণে যার মৃত্যু হবে, সে শহীদ।"[ইসনাদ সহিহ। সহীহুল জামি, খণ্ড ৪, পৃ ৯০]

আল-মুস্তাদরাক আল-হাকিমে এসেছে নবিজি (স) বলেন,

.الطَّاعُونُ وَخْزُ أَعْدَائِكُمْ مِنَ الْجِنِّ، وَهُوَ لَكُمْ شَهَادَةٌ

"প্লেগ হলো জিনদের মধ্য থেকে তোমাদের শত্রুদের পক্ষ থেকে খোঁচা। আর তোমাদের জন্য তা শাহাদাত।"

নবি আইয়ুব (আ)-এর যে রোগ হয়েছিল, তা জিনদের পক্ষ থেকে হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আল্লাহ্ কুরআনে বলেন,

وَٱذْكُرْ عَبْدَنَآ أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥٓ أَنِّى مَسَّنِىَ ٱلشَّيْطَـٰنُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ٤١

"আর স্মরণ করো আমার বান্দা আইয়ুবকে, যখন সে তার রবকে ডেকে বলেছিল, 'শয়তান তো আমাকে কষ্ট ও আজাবের ছোঁয়া দিয়েছে।" [সূরাহ স্বদ ৩৮:৪১]

- অন্যান্য রোগ

নবিজি (স) কিছু নারীর দীর্ঘসময় যাবত রক্তপাতের ব্যাপারে বলেছেন,

إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان

"এটি শয়তানের লাথির কারণে হয়েছে।"

- শয়তানের মানুষের খাদ্য, পানীয় ও বাসস্থানে ভাগ বসানো

মানুষের ক্ষতি করার জন্য শয়তানের একটি পদ্ধতি হলো তাদের খাদ্য, পানীয় ও বাসস্থানে ভাগ বসানো। মানুষ যদি আল্লাহর কোনো হুকুম লঙ্ঘন করে থাকে বা এর প্রতি উদাসীন থাকে, তাহলে শয়তান এমনটা করার সুযোগ পায়। মানুষ যদি আল্লাহ্ হুকুম মেনে চলে আর নিয়মিত তাঁর স্মরণ (যিকর) করে, তাহলে শয়তান তার সম্পদ

বা ঘরবাড়িতে ঢোকার পথ পায় না। শয়তানকে নিজ থেকে খাবার নিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। কেউ খাওয়ার আগে আল্লাহর নাম নিতে ভুলে যাওয়ার মাধ্যমে শয়তানকে খাবার 'সাধলেই' কেবল সে খেতে পারে। আল্লাহর নাম নিয়ে খাওয়া হলে শয়তানের জন্য তা খাওয়া অসম্ভব হয়ে যেত। সহিহ মুসলিমে হুযাইফা (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা নবিজি (স)-এর সাথে একসাথে খেতে বসেছিলেন। নবিজি (স) খাবারে হাত দেবার আগে কেউ খাবারে হাত দেননি। এক বালিকা এমন হন্তদন্ত হয়ে দৌড়ে এলো, যেন তাকে কেউ তাড়া করেছে। সে তাড়াহুড়া করে খাবারে হাত দিতে নিলে নবিজি (স) তার হাত ধরে ফেললেন। এরপর এক বেদুইন এসে একই কাজ করল।

নবিজি (স) বললেন,

،نَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ أَلَّا يُذْكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَذِهِ الْجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلَّ بِهَا
.فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا، وَجَاءَ بِهَذَا الْأَعْرَابِي لِيَسْتَحِلَّ بِهِ، فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ

“যে খাবারের উপর আল্লাহর নাম নেওয়া হয়নি, শয়তানের তা খাওয়ার অনুমতি আছে। সে এই বালিকাটিকে নিয়ে এসেছে, যেন খাবার তার জন্য বৈধ হয়ে যায়। আর সে এই বেদুইনকে নিয়ে এসেছে, যেন খাবার তার জন্য বৈধ হয়ে যায়। তাই আমি তাদের হাত ধরে ফেলেছি। সেই স্বত্ত্বার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ! তাদের হাতের সাথে শয়তানের হাতও আমার হাতে ধরা আছে।"

নবিজি (স) আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন আল্লাহর নাম নিয়ে দরজা আটকানো ও পাত্রের মুখ বন্ধ করার মাধ্যমে শয়তানকে আমাদের সম্পদে প্রবেশ করতে বাধা দিতে। তাহলে শয়তান এগুলো ধরতে পারবে না। নবিজি (স) বলেন,

،أَغْلِقُوا الأَبْوَابَ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا، وَأَوْكُوا قِرَبَكُمْ
وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، وَخَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، وَلَوْ أَنْ تَعْرُضُوا عَلَيْهَا شَيْئًا، وَأَطْفِئُوا
.مَصَابِيحَكُمْ

"আল্লাহর নাম নিয়ে দরজা বন্ধ করো। নিশ্চয় শয়তান বন্ধ দরজা খোলে না। আল্লাহর নাম নিয়ে পাত্রের মুখ বন্ধ করে দেবে, এমনকি সামান্য কিছু তার উপর রেখে হলেও। আর বাতিগুলো নিভয়ে দেবে।” [সহিহ মুসলিম]

এছাড়া মানুষ বাম হাতে পানাহার করলে শয়তানও তাদের সাথে পানাহার করে। দাঁড়িয়ে পান করার ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার। মুসনাদ আহমাদে আইশা (র) থেকে বর্ণিত আছে রাসূলুল্লাহ্ﷺ বলেন,

مَنْ أَكَلَ بِشِمَالِهِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ مَعَ الشَّيْطَانِ، وَمَنْ شَرِبَ بِشِمَالِهِ فَإِنَّمَا يَشْرَبُ مَعَ الشَّيْطَانِ

- **কেয়ামত পর্যন্ত চলমান এক যুদ্ধের সেনাপতি**

পথভ্রষ্ট করার কাজে শয়তান খুবই পারদর্শী। তার রয়েছে সুচারু পরিকল্পনা ও ধোঁকাবাজির বুদ্ধি। কিয়ামত পর্যন্ত সে তার এই কাজ থামাবে না। কুরআন বলে,

قَالَ أَنظِرْنِيٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١٤قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ١٥

"সে বলল, 'সেদিন পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দিন, যেদিন তাদেরকে পুনর্জীবিত করা হবে।' তিনি বললেন, 'নিশ্চয় তুমি অবকাশপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।" [সূরাহ আল-আ'রফ ৭:১৪-১৫]

সে মানুষের মধ্যে যতজনকে সম্ভব, ততজনকে পথভ্রষ্ট করতে তৎপর। এ কাজে সে ক্লান্ত বা বিরক্ত হয় না।

আর কুরআনেও আছে,

وَٱسْتَفْزِزْ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِى ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَوْلَـٰدِ وَعِدْهُمْ ۚ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَـٰنُ إِلَّا غُرُورًا ٦٤

'আর তোমার কণ্ঠ দিয়ে তাদের মধ্যে যাকে পারো পদস্খলিত কর, তোমার অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী দ্বারা তাদেরকে আক্রমণ কর এবং তাদের ধনে ও সন্তান-সন্ততিতে শরীক হয়ে যাও, আর তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দাও।' আর শয়তান ছলনা ছাড়া তাদেরকে কোনো প্রতিশ্রুতিই দেয় না। [সূরাহ বনি ইসরাইল ১৭:৬৪]

তার আরোহী ও পদাতিক সৈনিক রয়েছে। আল্লাহর বান্দাদের মন্দ কাজে প্ররোচিত করতে সে তাদের প্রেরণ করে। কুরআনে এসেছে,

أَلَمْ تَرَ أَنَّآ أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَـٰطِينَ عَلَى ٱلْكَـٰفِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا ٨٣

আপনি কি লক্ষ্য করেননি যে, আমরা কাফেরদের জন্য শয়তানদেরকে ছেড়ে রেখেছি, তাদেরকে মন্দ কাজে বিশেষভাবে প্রলুব্ধ করার জন্য। [সূরাহ মারয়াম ১৯:৮৩]

প্রত্যেক মানুষের সাথে ইবলিসের সহচর আছে, প্রত্যেক মানুষের সাথে একটি জিন শয়তান রয়েছে, যে তাকে কখনও ছেড়ে যায় না।

কুরআনে এসেছে,

وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَـٰنِ نُقَيِّضْ لَهُۥ شَيْطَـٰنًا فَهُوَ لَهُۥ قَرِينٌ ٣٦

আর যে রহমানের যিকর থেকে বিমুখ হয় আমরা তার জন্য নিয়োজিত করি এক শয়তান, অতঃপর সে হয় তার সহচর। [সূরাহ আয- যুখরুফ ৪৩:৩৬]

۞ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَآءَ فَزَيَّنُوا۟ لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِىٓ أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ خَـٰسِرِينَ ٢٥

আর আমরা তাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম মন্দ সহচরসমূহ, যারা তাদের সামনে ও পিছনে যা আছে তা তাদের দৃষ্টিতে শোভন করে দেখিয়েছিল। আর তাদের উপর শাস্তির বাণী সত্য হয়েছে, তাদের পূর্বে চলে যাওয়া জিন ও মানুষের বিভিন্ন জাতির ন্যায়। নিশ্চয় তারা ছিল ক্ষতিগ্রস্ত। [সূরাহ ফুসসিলাত ৪১:২৫]

শয়তান মানুষের এক নশ্বর শত্রু, যে তাকে চিরন্তন ধ্বংসের পথ দেখায়। তা সত্তেও বেশিরভাগ মানুষ তাকে মিত্র হিসেবে গ্রহণ করে। তারা তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে। সে তার দেখানো পথে চলে । এ থেকে বোঝা যায় মানুষ কতটা কাণ্ডজ্ঞানহীন। তাকে একটা চিন্তাক্ষম অন্তর দেওয়ার পরও সে চরমতম শত্রুটিকে পরম মিত্র হিসেবে গ্রহণ করে। আল্লাহ বলেন,

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَـٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُوا۟ لِـَٔادَمَ فَسَجَدُوٓا۟ إِلَّآ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِۦٓ ۗ أَفَتَتَّخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتَهُۥٓ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِى وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّۢ ۚ بِئْسَ لِلظَّـٰلِمِينَ بَدَلًا ٥٠

আর স্মরণ করুন, আমরা যখন ফিরিশতাদেরকে বলেছিলাম, 'আদমের প্রতি সাজদাহ কর', তখন তারা সবাই সাজদাহ করল ইবলীস ছাড়া; সে ছিল জিনদের একজন , সে তার রবের আদেশ অমান্য করল । তবে কি তোমরা আমার পরিবর্তে তাকে এবং তার বংশধরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করবে, অথচ তারা তোমাদের শত্রু । যালেমদের এ বিনিময় কত নিকৃষ্ট ! [সূরাহ আল-কাহফ ১৮:৫০]

যে তাকে মিত্র হিসেবে গ্রহণ করে, সে বিরাট ক্ষতির মুখোমুখি হবে। আল্লাহ্ বলেন,

وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَـَٔامُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ ٱلْأَنْعَـٰمِ وَلَـَٔامُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَـٰنَ وَلِيًّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ١١٩

আমি অবশ্যই তাদেরকে পথভ্রষ্ট করব; অবশ্যই তাদের হৃদয়ে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করব, আর অবশ্যই আমি তাদেরকে নির্দেশ দেব, ফলে তারা পশুর কান ছিদ্র করবে। আর অবশ্যই তাদেরকে নির্দেশ দেব, ফলে তারা আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করবে।' আর আল্লাহর পরিবর্তে কেউ শয়তানকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করলে সে স্পষ্টতই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। [সূরাহ আন-নিসা ৪:১১৯]

এর কারণ হলো শয়তান তাদের নফসকে পথভ্রষ্ট করে ও ধ্বংস করে দেয়, হিদায়াতের নিয়ামত থেকে বঞ্চিত করে, ভ্রান্তি ও সংশয়ের আঁধারে নিক্ষেপ করে। আল্লাহ্ বলেন,

ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَـٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَوْلِيَآؤُهُمُ ٱلطَّـٰغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَـٰتِ ۗ أُو۟لَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ ٢٥٧

"আর যারা কুফরি করে, তাদের অভিভাবক হলো তাগূত। তারা তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারে নিয়ে যায়। তারা আগুনের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।" [সূরাহ আল-বাকারাহ ২:২৫৭]

সে তাদেরকে আখিরাতে জাহান্নামের উপযোগী করার মাধ্যমে চূড়ান্ত ক্ষতি করবে।

إِنَّ ٱلشَّيْطَـٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَدْعُوا۟ حِزْبَهُۥ لِيَكُونُوا۟ مِنْ أَصْحَـٰبِ ٱلسَّعِيرِ ٦

নিশ্চয় শয়তান তোমাদের শত্রু; কাজেই তাকে শত্রু হিসাবেই গ্রহণ কর। সে তার দলকে এজন্যই আহ্বান করে, যাতে তারা জাহান্নামের অধিবাসী হয়।" [সূরাহ ফাতির ৩৫:৬]

শয়তানের অনুসারীদের নামে আখিরাতে যখন জাহান্নাম নির্ধারিত হয়ে যাবে, সে সময় শয়তান তার ওয়ালীদের বলবে,

وَقَالَ ٱلشَّيْطَـٰنُ لَمَّا قُضِىَ ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ ۖ وَمَا كَانَ لِىَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَـٰنٍ إِلَّآ أَن دَعَوْتُكُمْ فَٱسْتَجَبْتُمْ لِى ۖ فَلَا تَلُومُونِى وَلُومُوٓا۟ أَنفُسَكُم ۖ مَّآ أَنَا۠ بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآ أَنتُم بِمُصْرِخِىَّ ۖ إِنِّى كَفَرْتُ بِمَآ أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ ۗ إِنَّ ٱلظَّـٰلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٢٢

আর যখন বিচারের কাজ সম্পন্ন হবে তখন শয়তান বলবে, ‘আল্লাহ্ তো তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সত্য প্রতিশ্রুতি, আমিও তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, কিন্তু আমি তোমাদেরকে দেয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছি। আমার তো তোমাদের উপর কোনো আধিপত্য ছিল না, আমি শুধু তোমাদেরকে ডাকছিলাম তাতে তোমরা আমার ডাকে সাড়া দিয়েছিলে। কাজেই তোমরা আমাকে তিরস্কার করো না, তোমরা নিজেদেরই তিরস্কার কর। আমি তোমাদের উদ্ধারকারী নই এবং তোমরাও আমার উদ্ধারকারী নও। তোমরা যে আগে আমাকে আল্লাহ্র শরীক করেছিলে ,আমি তা অস্বীকার করছি। নিশ্চয় যালিমদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। [সূরাহ ইবরাহিম ১৪:২২]

প্রথমে সে তাদের সবরকম মন্দ কাজের নির্দেশ দিল, তারপর নিজেকে তাদের থেকে মুক্ত ঘোষণা করল।মুমিনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে শয়তান তার অনুসারী দলকে ব্যবহার করে। মানুষ দুই দলে বিভক্ত। এক দল হলো দয়াময় আল্লাহর বান্দা ও মিত্র, আরেকদল শয়তানের মিত্র। শয়তানের অনুসারীরা সকলেই কাফির, তা সে যেই দল-মত-ধর্মেরই অন্তর্ভুক্ত হোক না কেন।

আল্লাহ্ বলেন,

يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ كَمَآ أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَٰتِهِمَآ ۗ إِنَّهُۥ يَرَىٰكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُۥ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۗ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَٰطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٢٧

হে বনী আদম! শয়তান যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রলুব্ধ না করে- যেভাবে সে তোমাদের পিতামাতাকে জান্নাত থেকে বের করেছিল, সে তাদেরকে তাদের লজ্জাস্থান দেখানোর জন্য বিবস্ত্র করেছিল। নিশ্চয় সে নিজে এবং তার দল তোমাদেরকে এমনভাবে দেখে যে, তোমরা তাদেরকে দেখতে পাও না। নিশ্চয় আমরা শয়তানকে তাদের অভিভাবক করেছি, যারা ঈমান আনে না।” [সূরাহ আল-আ'রাফ ৭:২৭]

শয়তান এসব অনুসারীদের মাধ্যমে শক্তি সঞ্চয় করে। অতঃপর মুমিনদের মনে সংশয় আর সন্দেহের আঘাত হেনে তাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে চায়। আল্লাহ বলেন,

وَلَا تَأْكُلُوا۟ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسْقٌ ۗ وَإِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَٰدِلُوكُمْ ۖ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ١٢١

আর যাতে আল্লাহ্‌র নাম নেয়া হয়নি তার কিছুই তোমারা খেও না; এবং নিশ্চয় তা গর্হিত, নিশ্চয়ই শয়তানরা তাদের বন্ধুদেরকে তোমাদের সাথে বিবাদ করতে প্ররোচনা দেয়; আর যদি তোমারা তাদের অনুগত্য কর, তবে তোমারা অবশ্যই মুশরিক ।" [সূরাহ আল-আনআম ৬:১২১]

মুমিনদের মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তুলতে শয়তান তাদের প্ররোচিত করে। আল্লাহ্‌ বলেন,

إِنَّمَا ٱلنَّجْوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَـٰنِ لِيَحْزُنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَلَيْسَ بِضَآرِّهِمْ شَيْـًٔا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٠

গোপন পরামর্শ তো কেবল শয়তানের প্ররোচনায় হয় মুমিনদেরকে দুঃখ দেয়ার জন্য। তবে আল্লাহর অনুমতি ছাড়া শয়তান তাদের সামান্যতম ক্ষতি সাধনেও সক্ষম নয়। অতএব, আল্লাহ্‌র উপরই মুমিনরা যেন নির্ভর করে। [সূরাহ আল-মুজাদালাহ ৫৮:১০]

শয়তান মুশরিকদের উৎসাহিত করত কোনো মুসলিমকে পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে দেখলেই তাকে দেখিয়ে দেখিয়ে কানাকানি করতে, যাতে মুসলিমেরা ভাবে তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে।

সে কাফিরদেরকে আহ্বান করে মুমিনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। আল্লাহ্‌ বলেন,

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱلطَّـٰغُوتِ فَقَـٰتِلُوٓا۟ أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَـٰنِ ۖ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَـٰنِ كَانَ ضَعِيفًا ٧٦

যারা মুমিন তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, আর যারা কফের তারা তাগূতের পথে যুদ্ধ করে । কাজেই তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; শয়তানের কৌশল অবশ্যই। [সূরাহ আন- নিসা ৪:৭৬]

আর শয়তান সবসময় তার অনুসারীদের ব্যাপারে মুমিনদের অন্তরে ভয় সৃষ্টি করতে চায়।

إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ ٱلشَّيْطَـٰنُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُۥ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ١٧٥

সে তো শয়তান। সে তোমাদেরকে তার বন্ধুদের ভয় দেখায়; কাজেই যদি তোমরা মুমিন হও তবে তাদেরকে ভয় করো না, আমাকেই ভয় কর। [সূরাহ আলি ইমরান ৩:১৭৫]

শয়তানের সমর্থক আর বন্ধুরা সংখ্যায় অনেক বেশি।

وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُۥ فَٱتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٢٠

“আর নিশ্চয় তাদের ব্যাপারে ইবলিস তার ধারণা সত্য প্রমাণ করল, ফলে মুমিনদের একটি দল ছাড়া সবাই তার অনুসরণ করল।” [সূরাহ সাবা ৩৪:২০]

মানুষকে পথভ্রষ্ট করতে শয়তানের কৌশলসমূহ

শয়তান কখনওই এসে মানুষকে বলবে না, “এই নেক আমলটা ছেড়ে দাও আর ওই গুনাহটা করো, যাতে তোমার দুনিয়া ও আখিরাত ধ্বংস হয়ে যায়।” সে এমন করলে কেউই তার অনুসরণ করত না। এর বদলে সে আল্লাহর বান্দাদের ধোঁকা দিয়ে কাজ করে। যেমন,

- **অপচয় করানো**

অপচয়কারী শয়তানের ভাই — এ বিষয়ে কুরআনে স্পষ্টভাবে এসেছে:

إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓا۟ إِخْوَٰنَ ٱلشَّيَـٰطِينِ ۖ وَكَانَ ٱلشَّيْطَـٰنُ لِرَبِّهِۦ كَفُورًا ٢٧

নিশ্চয়ই যারা অপব্যয় করে তারা শয়তানের ভাই এবং শয়তান তার রবের প্রতি খুবই অকৃতজ্ঞ। [সূরা আল-ইসরা, ১৭:২৭]

- **অতিরিক্ত খাওয়া**

শইতানের ধোঁকাই পরে মানুষ পেট পূরে খায়। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন:

يَـٰبَنِىٓ ءَادَمَ خُذُوا۟ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ وَلَا تُسْرِفُوٓا۟ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ۞ ٱلْمُسْرِفِينَ ٣١

হে বনী আদম! প্রত্যেক সালাতের সময় তোমরা সুন্দর পোষাক গ্রহণ কর। আর খাও এবং পান কর কিন্তু অপচয় কর না । নিশ্চয় তিনি অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না। [সূরা আল-আ’রফ, ৭:৩১]

এ আয়াত থেকে বোঝা যায়, অতিরিক্ত খাওয়া ও সীমালঙ্ঘন ইসলাম অপছন্দ করে।

- **কাজে তারাহুরা করা**

কাজে তারাহুরা করা এটা শইতানের কাজ। কাজে তাড়াহুড়াই কাজ এর শুরুতে আল্লাহর নাম নিতে ভুলে যাওয়া , কাজে ভুল হওয়া ,নামাজে ভুল হওয়া এসবে শইতান খুশি হয় এবং শইতান এটাই চাই। এ প্রসঙ্গে কুরআনে এসেছে:

وَيَدْعُ ٱلْإِنسَـٰنُ بِٱلشَّرِّ دُعَآءَهُۥ بِٱلْخَيْرِ ۖ وَكَانَ ٱلْإِنسَـٰنُ عَجُولًا ١١

আর মানুষ অকল্যাণ কামনা করে , যেভাবে কল্যাণ কামনা করে; মানুষ তো প্রকৃতিগতভাবে খুব বেশি তারাহুড়াকারী। [সূরা আল-ইসরা, ১৭:১১]

আরও এসেছে,

خُلِقَ ٱلْإِنسَـٰنُ مِنْ عَجَلٍ ۚ سَأُو۟رِيكُمْ ءَايَـٰتِى فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ٣٧

মানুষ সৃষ্টিগতভাবে ত্বরাপ্রবন, শীঘ্রই আমি তোমাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী দেখাব; কাজেই তোমরা তাড়াহুড়া কামনা করো না।[সূরা আল-আম্বিয়া, ২১:৩৭]

এগুলো দ্বারা বুঝা যায়, অযথা তারাহুরা মানুষের দুর্বল স্বভাব; তাই ইসলামে ধৈর্য ও স্থিরতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

- **কাজে গড়িমসি ও অলসতা**
- **মন্দকে শোভনীয় করে দেখানো**

এই উপায়টি শয়তান একদম শুরু থেকে এখন পর্যন্ত ব্যবহার করে আসছে। সে মিথ্যেকে সত্যের মতো করে তুলে ধরে। আর সত্যকে দেখায় মিথ্যের মতো করে। মানুষ মন্দ কাজে লিপ্ত হওয়া ও সত্য থেকে দূরে সরে যাওয়ার আগ পর্যন্ত শয়তান চেষ্টা করে মানুষের কাছে বাতিলকে পছন্দনীয় আর হককে অপছন্দনীয় করে তুলতে। আল্লাহকে সে নিজেই বলেছে,

قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغْوَيْتَنِى لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ٣٩إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ٤٠

“সে বলল, 'হে আমার রব! যেহেতু আপনি আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, তাই জমিনে আমি তাদের জন্য (পাপকে) শোভিত করব এবং নিশ্চয় তাদের সকলকে পথভ্রষ্ট করব। তাদের মধ্য থেকে আপনার একান্ত বান্দাগণ ছাড়া।”[সূরাহ আল-হিজর ১৫:৩৯-৪০]

সেই আদম (আ)-এর সময় থেকেই এটা শয়তানের কৌশল। সে মিথ্যেকে সত্য-সুন্দর করে দেখায় আর সত্যকে এমনভাবে বিকৃত করে যে, মানুষ একে ঘৃণা করতে শুরু করে।

تَٱللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰٓ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَـٰنُ أَعْمَـٰلَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٦٣

শপথ আল্লাহ্‌র! আমরা আপনার আগেও বহু জাতির কাছে রাসূল পাঠিয়েছি; কিন্তু শয়তান ঐসব জাতির কার্যকলাপ তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল; কাজেই সে –ই আজ তাদের অভিভাকক আর তাদেরই জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। [সূরাহ আন-নাহল ১৬:৬৩]

এটা মানবজাতির জন্য খুবই মারাত্মক হুমকি। মানুষ যদি বাতিলকে সত্য ও সঠিক বলে দেখে, তাহলে তো সে সেই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতেই তার সকল শক্তি ঢেলে দেবে। অথচ এটাই তাকে তার চূড়ান্ত ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে।

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَـٰلًا ١٠٣ ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ١٠٤

"বলো, 'আমি কি তোমাদেরকে এমন লোকদের কথা জানাব, যারা আমলের দিক থেকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত? দুনিয়ার জীবনে যাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে, অথচ তারা মনে করছে যে, তারা ভালো কাজই করছে!" [সূরাহ আল-কাহফ ১৮:১০৩-১০৪]

এমন লোকেরা আল্লাহর দ্বীন থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করে। তারা আল্লাহর বান্দাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে। কিন্তু তারা মনে করে যে, তারা সত্যের অনুসরণ করছে আর সঠিক পথে আছে।

وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ ٣٧

"আর নিশ্চয় তারাই (শয়তান) মানুষদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বাধা দেয়। অথচ মানুষ মনে করে তারা হিদায়াতপ্রাপ্ত।" [সূরাহ আয-যুখরুফ ৪৩:৩৭]

এই ভ্রান্তির কারণেই কাফিররা খালি এই দুনিয়ার জন্য কাজ করে আর আখিরাতের জন্য কাজ করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আল্লাহ্‌ বলেন,

وَقَيَّضۡنَا لَهُمۡ قُرَنَآءَ فَزَيَّنُواْ لَهُم مَّا بَيۡنَ أَيۡدِيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡ وَحَقَّ عَلَيۡهِمُ ٱلۡقَوۡلُ فِيٓ أُمَمٖ قَدۡ ۞
خَلَتۡ مِن قَبۡلِهِم مِّنَ ٱلۡجِنِّ وَٱلۡإِنسِۖ إِنَّهُمۡ كَانُواْ خَٰسِرِينَ ٢٥

আর আমরা তাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম মন্দ সহচরসমূহ, যারা তাদের সামনে ও পিছনে যা আছে তা তাদের দৃষ্টিতে শোভন করে দেখিয়েছিল। আর তাদের উপর শাস্তির বাণী সত্য হয়েছে, তাদের পূর্বে চলে যাওয়া জিন ও মানুষের বিভিন্ন জাতির ন্যায়। নিশ্চয় তারা ছিল ক্ষতিগ্রস্ত।[সূরাহ ফুসসিলাত ৪১:২৫]

এই সহচররা হলো শয়তান। তাদের সামনে থাকা দুনিয়াকে এই সহচররা চাকচিক্যময় করে দেখায়, ফলে তারা সেটা নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আর তারা তাদের আহ্বান করে আখিরাত অস্বীকার করার দিকে। শয়তান এটাকে তাদের কাছে এত মনোরম ও সঠিক করে দেখায় যে, তারা পুনরুত্থান, বিচারদিবস, জান্নাত, জাহান্নাম অস্বীকার করে।

- **হারাম জিনিসকে সুন্দর নাম দেওয়া**

শয়তানের একটি কৌশল হলো খারাপ কাজগুলোকে শ্রুতিমধুর নাম দেওয়া, যাতে মানুষবিভ্রান্ত হয়ে সেগুলোতে লিপ্ত হয়। এভাবে সে বাস্তবতাকে বিকৃত করে উপস্থাপন করে। উদাহরণস্বরূপ, আদম (আ)-এর জন্য নিষিদ্ধ গাছটিকে শয়তান বলেছিল, “চিরস্থায়ী জীবনের গাছ”, যাতে আদমের কাছে তা লোভনীয় লাগে,

فَوَسۡوَسَ إِلَيۡهِ ٱلشَّيۡطَٰنُ قَالَ يَٰٓـَٔادَمُ هَلۡ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلۡخُلۡدِ وَمُلۡكٖ لَّا يَبۡلَىٰ ١٢٠
অতঃপর শয়তান থেকে তাকে কুমন্ত্রণা দিলো; সে বল্ল,’হে আদম! আমি কি আপনাকে বলে দেব অনন্ত জীবনদায়িনী গাছের কথা ও অক্ষয় রাজ্যের কথা। [সূরাহ ত্বা হা ২০:১২০]

ইবনুল কাইয়িম (রহ) উল্লেখ করেছেন, "হারাম জিনিসগুলোকে সুন্দর সুন্দর নাম দেওয়ার এই স্বভাবটি শয়তানের কাছ থেকে তার অনুসারীরাও লাভ করে। যেমন

মদকে ডাকা হয় 'সকল আনন্দের জননী', সুদকে বলা হয় 'ব্যবসায়িক লেনদেন', খাজনা-করকে ডাকা হয় 'সরকারের অধিকার'।"

আর এই যুগে সুদকে বলা হয় 'লভ্যাংশ', নাচ-গান-নাটককে বলা হয় 'শিল্প'।

- **আশ্বাস ও আশা**

يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ ۖ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَـٰنُ إِلَّا غُرُورًا ١٢٠
সে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাদের হৃদয়ে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করে। আর শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা ছলনামাত্র। [সূরাহ আন-নিসা ৪:১২০]

মুমিনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সে কাফিরদের বিজয়, সাহায্য ও সম্মানের আশ্বাস দিয়েছিলো। তারপর সে তাদের একা ফেলে পলায়ন করে।

وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَـٰنُ أَعْمَـٰلَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّى جَارٌ لَّكُمْ ۖ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّى بَرِىٓءٌ مِّنكُمْ إِنِّىٓ أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّىٓ أَخَافُ ٱللَّهَ ۚ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٤٨

আর স্মরণ কর, যখন শয়তান তাদের জন্য তাদের কার্যাবলীকে শোভনীয় করেছিল এবং বলেছিল, ‘আজ মানুষের মধ্যে কেউই তোমাদের উপর বিজয় আর্জনকারী নেই, আর নিশ্চয় আমি তোমাদের পাশে অবস্থানকারী।’ অতঃপর দু দল যখন পরস্পর দৃশ্যমান হল তখন সে পিছনে সারে পড়ল এবং বলল, ‘নিশ্চয় আমি তোমাদের থেকে সম্পর্কমুক্ত, নিশ্চয় আমি এমন কিছু দেখেছি যা তোমরা দেখতে পাও না। নিশ্চয় আমি আল্লাহ্‌কে ভয় করি, ’আর আল্লাহ্‌ শাস্তি দানে কঠোর । [সূরাহ আল-আনফাল ৮:৪৮]

সে কাফিরদের মধ্যে যারা ধনী, তাদেরকে আরো আরো সম্পদের প্রতিশ্রুতি দেয়, এমনকি এই জীবনের পরেও। তাদের একজন বলেছিল,

وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآئِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّى لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا ٣٦
‘আমি মনে করি না যে, কেয়ামত সংঘটিত হবে। আর আমাকে যদি আমার রবের কাছে ফিরিয়ে নেয়াও হয়, তবে আমি তো নিশ্চয় এর চেয়ে উৎকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল পাব ।’ [সূরাহ আল-কাহফ ১৮:৩৬]

তাছাড়া বর্তমানে আমরা ফরজ কাজের উপর গুরুত্ব না দিয়ে নফল ইবাদাতের উপর বেশি নজর দেই।এটাও শয়তানের ধোঁকা।

- **শয়তান মানুষের কাছে শুভাকাঙ্ক্ষীর রূপ ধরে আসে**

শয়তান মানুষকে আল্লাহর অবাধ্যতার নির্দেশ দেয় আর বলে, এগুলো সে তার ভালোর জন্যই বলছে। সে নাকি তাদের ভালোটাই চায়। সে আদম (আ)-এর কাছেও শপথ করে বলেছিল যে, সে তাঁর ভালো চায়।

وَقَاسَمَهُمَآ إِنِّى لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّـٰصِحِينَ ٢١

আর সে তাদের উভয়ের কাছে শপথ করে বলল, 'নিশ্চয় আমি তোমাদের শুভাকাংখীদের একজন ।' [সূরাহ আল-আ'রফ ৭:২১]

- **শয়তান ধাপে ধাপে কাজ করে**

মানুষকে একবারে পথভ্রষ্ট করে না, আস্তে আস্তে ধাপে ধাপে করে। সে অতিরিক্ত চাপ দিয়ে মানুষকে বিরক্ত করে ফেলে না। মানুষ অবাধ্যতার দিকে এক ধাপ গেলেই পরে শয়তান পরবর্তী ধাপের দিকে ডাকে। এভাবেই সে একসময় মানুষকে সবচেয়ে বড় গুনাহ ও চূড়ান্ত ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। এটাই আল্লাহর অনুমোদন। মানুষ যদি আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়, আল্লাহ তার উপর শয়তানকে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার অনুমতি দেন।

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦ يَـٰقَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِى وَقَد تَّعْلَمُونَ أَنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ ۖ فَلَمَّا زَاغُوٓا۟ أَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ ۚ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَـٰسِقِينَ ٥

আর স্মরণ করুন, যখন মূসা তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমাকে কেন কষ্ট দিচ্ছ অথচ তোমরা জান যে, আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর রাসূল। অতঃপর তারা যখন বাঁকা পথ অবলম্বন করল তখন আল্লাহ্ তাদের হৃদয়কে

বাঁকা করে দিলেন। আর আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে হেদায়াত করেন না। [সূরাহ আস-স্বফ ৬১:৫]

- **কীসে তার কল্যাণ, তা বান্দা ভুলে যায়**

শয়তান ততক্ষণ আদম (আ)-কে ওয়াসওয়াসা দিয়েছে, যতক্ষণ না তিনি আল্লাহর হুকুম ভুলে গেছেন,

وَلَقَدْ عَهِدْنَآ إِلَىٰٓ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِىَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُۥ عَزْمًا ١١٥

আর আমরা তো ইতোপূর্বে আদমের প্রতি নির্দেশ দান করেছিলাম, কিন্তু তিনি ভুলে গিয়েছিলেন; আর আমরা তার মধ্যে সংকল্পে দৃঢ়টা পাইনি।[সূরাহ ত্ব হা ২০:১১৫]

মূসা (আ) -এর সফরসঙ্গী বলেছিল,

قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَآ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّى نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَآ أَنسَىٰنِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَـٰنُ أَنْ أَذْكُرَهُۥ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُۥ فِى ٱلْبَحْرِ عَجَبًا ٦٣

সে বলল, 'আপনি কি লক্ষ্য করেছেন যে, আমরা যখন শিলাখণ্ডে বিশ্রাম করছিলাম তখন মাছের যা ঘটেছিল আমি তা আপনাকে জানাতে ভুলে গিয়েছিলাম শয়তানই সেটার কথা আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল; আর মাছটি আশ্চর্যজনকভাবে নিজের পথ করে সাগরে নেমে গেল। [সূরাহ আল-কাহফ ১৮:৬৩]

আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূল (স)-কে ও সাহাবাগণকে এমন মজলিসে বসতে নিষেধ করেছেন, যেখানে আল্লাহর আয়াত বা নিদর্শনসমূহ নিয়ে ঠাট্টা-মশকরা করা হয়। কিন্তু শয়তান মানুষকে এসব নির্দেশ ভুলিয়ে দিয়ে এমন মজলিসে বসিয়ে রাখে।

وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِىٓ ءَايَـٰتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا۟ فِى حَدِيثٍ غَيْرِهِۦ ۚ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ ٱلشَّيْطَـٰنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ٱلذِّكْرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّـٰلِمِينَ ٦٨

আর আপনি যখন তাদেরকে দেখেন, যারা আমাদের আয়াতসমূহ সম্বন্ধে উপহাসমূলক আলোচনায় মগ্ন হয়, তখন আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবেন, যে পর্যন্ত না তারা অন্য প্রসংগ শুরু করে । আর শয়তান যদি আপনাকে ভুলিয়ে দেয় তবে স্মরণ হওয়ার পর যালিম সম্প্রদায়ের সাথে বসবেন না।[সূরাহ আল-আন'আম ৬:৬৮]

ইউসুফ (আ) কারাগারে থাকার সময়কার কথা। তাঁর এক কারাসঙ্গী শীঘ্রই মুক্তি পেতে যাচ্ছিল। তিনি সেই কয়েদীকে বলে দেন তাঁর ব্যাপারটি যেন সে রাজার কাছে বলে। কিন্তু সেই কয়েদী মুক্তি পাওয়ার পর শয়তান তাকে এ কথা বলতে ভুলিয়ে দেয়। ফলে ইউসুফ (আ) আরো বেশ কয়েক বছর কারাগারে থাকেন।

وَقَالَ لِلَّذِى ظَنَّ أَنَّهُۥ نَاجٍ مِّنْهُمَا ٱذْكُرْنِى عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَىٰهُ ٱلشَّيْطَـٰنُ ذِكْرَ رَبِّهِۦ فَلَبِثَ فِى ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ٤٢

আর ইউসুফ তাদের মধ্যে যে মুক্তি পাবে মনে করলেন, তাকে বললেন, 'তোমার মনিবের কাছে আমার কথা বলো', কিন্তু শয়তান তাকে তার মনিবের কাছে তার বিষয় বলার কথা ভুলিয়ে দিল; কাজেই ইউসুফ কয়েক বছর কারাগারে রয়ে গেলেন। [সূরাহ ইউসুফ ১২:৪২]

শয়তান যদি মানুষের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিতে পারে, তাহলে সে অন্তর থেকে আল্লাহকে স্মরণ করার কথা পুরোপুরি ভুলিয়ে দেবে।

ٱسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَـٰنُ فَأَنسَىٰهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَـٰنِ ۚ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَـٰنِ هُمُ ٱلْخَـٰسِرُونَ ١٩

শয়তান তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে; ফলে তাদেরকে ভুলিয়ে দিয়েছে আল্লাহর স্মরণ। তারাই শয়তানের দল। সাবধান! নিশ্চয় শয়তানের দল ক্ষতিগ্রস্ত । [সূরাহ আল-মুজাদালাহ ৫৮:১৯]

এর আগের আয়াতগুলো থেকে বোঝা যায় যে, এই আয়াতে মুনাফিকদের ব্যাপারে বলা হচ্ছে। আল্লাহকে স্মরণ করার উপায় হলো যিকির করা, যার মাধ্যমে শয়তান দূরীভূত হয়।

إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَٱذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰٓ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّى لِأَقْرَبَ مِنْ هَـٰذَا رَشَدًا ٢٤

'আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে' এ কথা না বলে।" আর যদি ভুলে যান তবে আপনার রবকে স্মরণ করবেন এবং বলবেন, 'সম্ভবত আমার রব আমাকে এটার চেয়ে সত্যের কাছাকাছি পথ নির্দেশ করবেন।' [সূরাহ আল-কাহফ ১৮:২৪]

- **শয়তান কর্তৃক তার অনুসারীদের ব্যাপারে মুমিনদের অন্তরে ভীতি সৃষ্টি করা**

শয়তানের কৌশলগুলোর একটি হলো তার অনুসারীদের ব্যাপারে মুমিনদের অন্তরে ভীতি সৃষ্টি করা। মুমিন তখন ভয়ের কারণে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে না, তাদের সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করে না। এটি শয়তানের সবচেয়ে বড় কৌশলগুলোর একটি। আল্লাহ্‌ এ ব্যাপারে বলেন,

إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ ٱلشَّيۡطَـٰنُ يُخَوِّفُ أَوۡلِيَآءَهُۥ فَلَا تَخَافُوهُمۡ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ١٧٥

সে তো শয়তান। সে তোমাদেরকে তার বন্ধুদের ভয় দেখায়; কাজেই যদি তোমরা মুমিন হও তবে তাদেরকে ভয় করো না, আমাকেই ভয় কর। [সূরাহ আলি ইমরান ৩:১৭৫]

অন্য কথায়, শয়তানকে ভয় করা হয় তার সঙ্গীদের ভয় করার মাধ্যমে। কাতাদাহ (রহ) বলেন,"মানুষের মনে তাদের স্থান উঁচু হয়ে যায়। এ জন্যই আল্লাহ্‌ সত্যিকারের মুমিনদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, তারা যেন শয়তানের দোসরদের ভয় না করে কেবল আল্লাহকেই ভয় করে। ঈমান বাড়লে অন্তর থেকে শয়তানের সঙ্গীদের ব্যাপারে ভীতি দূর হয়ে যায়। আর ঈমান কমলে সেই ভীতি বেড়ে যায়।”

- **মানুষের পছন্দের জিনিসটির মাধ্যমে তাকে বশ করা**

এ ব্যাপারে ইবনুল কাইয়িম (রহ) লিখেছেন,
"শয়তান মানুষের রক্তের মধ্য দিয়ে এমনভাবে চলাচল করে যে, সে নফসের সাথে মিশে যায়। সে তাকে জিজ্ঞেস করে তার পছন্দ-অপছন্দ জেনে নেয়। তারপর সেই জ্ঞানকে তার বিরুদ্ধে ব্যবহার করে। ওর মাধ্যমে শয়তান তার কাছে পৌঁছায়। নিজের ভাই ও দোস্তদেরও এসব জানিয়ে দেয়। মানুষেরাও একে অপরের সাথে শত্রুতা লাগলে এ ওর প্রিয় জিনিসটা দিয়ে ঘায়েল করে। এ এমন এক দরজা, যা দিয়ে প্রবেশ করে কখনও ব্যর্থ হতে হয় না। অন্য সব দরজা আর পথ বন্ধ হয়ে যায়, এটা বন্ধ হয় না।”

এ পথেই সে জান্নাতে আদম-হাওয়ার দিকে অগ্রসর হয়েছিল,
فَوَسۡوَسَ لَهُمَا ٱلشَّيۡطَـٰنُ لِيُبۡدِيَ لَهُمَا مَا وُۥرِيَ عَنۡهُمَا مِن سَوۡءَٰتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَىٰكُمَا رَبُّكُمَا عَنۡ هَـٰذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّآ أَن تَكُونَا مَلَكَيۡنِ أَوۡ تَكُونَا مِنَ ٱلۡخَـٰلِدِينَ ٢٠

তারপর তাদের লজ্জাস্থান, যা তাদের কাছে গোপন রাখা হয়েছিল তা তাদের কাছে প্রকাশ করার জন্য শয়তান তাদেরকে কুমন্ত্রণা দিল এবং বলল, ‘পাছে তোমরা উভয় ফিরিশ্‌তা হয়ে যাও কিংবা তোমরা স্থায়ীদের অন্তর্ভুক্ত হও, এ জন্যেই তোমাদের রব এ গাছ থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন।’ [সূরাহ আল-আ'রফ ৭:২০]

ইবনুল কাইয়িম (রহ) উল্লেখ করেন,
“আল্লাহর এই শত্রু আমাদের আদি পিতামাতাদের পরীক্ষা করে দেখেছে। সে টের পেয়েছে যে, তাঁরা এই সকল নিয়ামতে চিরকাল থাকতে পছন্দ করেন। সে জানত যে, তাঁদেরকে ফাঁদে ফেলার এটাই একমাত্র পথ। সে আল্লাহর কসম করে বলেছিল যে, সে তাঁদের কল্যাণকামী। তাই তাঁদের বলল, 'তোমাদের রব তোমাদেরকে কেবল এ জন্য এ গাছ থেকে নিষেধ করেছেন যে, (খেলে) তোমরা ফেরেশতা হয়ে যাবে অথবা তোমরা চিরস্থায়ীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।' [সূরাহ আল-আ'রফ ৭:২০]”

- **অন্তরে সন্দেহ সৃষ্টি**

মানুষকে পথভ্রষ্ট করার শয়তানি পরিকল্পনার একটি অংশ হলো মুমিনদের অভ সন্দেহ-সংশয় তৈরি করা। নবিজি (স) আমাদের এমন কিছু সংশয়ের ব্যাপারে সাবধান করেছেন।

আল্লাহ্‌ আমাদেরকে সাধারণভাবে এরকম ঘটনা ঘটার বাস্তবতার ব্যাপারে জানিয়েছেন,

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّآ إِذَا تَمَنَّىٰٓ أَلْقَى ٱلشَّيْطَٰنُ فِىٓ أُمْنِيَّتِهِۦ فَيَنسَخُ ٱللَّهُ
مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَٰنُ ثُمَّ يُحْكِمُ ٱللَّهُ ءَايَٰتِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥٢لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَٰنُ فِتْنَةً
لِّلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ ۗ وَإِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ لَفِى شِقَاقٍۭ بَعِيدٍ ٥٣
وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا۟ بِهِۦ فَتُخْبِتَ لَهُۥ قُلُوبُهُمْ ۗ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ
ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ٥٤

"আর আমি তোমার পূর্বে যে রাসূল কিংবা নবি পাঠিয়েছি, সে যখনই (ওহীকৃত বাণী) পাঠ করেছে, শয়তান তার পাঠে (কিছু) নিক্ষেপ করেছে। কিন্তু শয়তান যা নিক্ষেপ করে, আল্লাহ তা মুছে দেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁর আয়াতসমূহকে সুদৃঢ় করে দেন। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, অতি প্রজ্ঞাময়। এটা এজন্য যে, শয়তান যা নিক্ষেপ করে, তা যাতে তিনি তাদের জন্য পরীক্ষার বস্তু বানিয়ে দেন, যাদের অন্তরসমূহে ব্যাধি রয়েছে এবং যাদের হৃদয়সমূহ পাষাণ। আর নিশ্চয় জালিমরা দুস্তর মতভেদে লিপ্ত রয়েছে।

এটা এজন্যও যে, যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, তারা যেন জানতে পারে যে, এটা অবশ্যই তোমার রবের পক্ষ থেকে সত্য। অতঃপর তারা যেন এর প্রতি ঈমান আনে এবং তাদের অন্তর যেন এর প্রতি অনুগত হয়। আর যারা ঈমান এনেছে, নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে সরল পথ প্রদর্শনকারী।" [সূরাহ আল- হাজ্জ ২২:৫২-৫৪]

এই আয়াতে বোঝানো হয়েছে মানুষের নফসের চিন্তাভাবনাকে। অর্থাৎ, নবি- রাসূলদের মনে শয়তান এমন ওয়াসওয়াসা দেওয়ার কৌশল অবলম্বন করত। যেমন, 'তুমি যদি আল্লাহর কাছে আরো গনিমতের মালের জন্য দু'আ করো, তাহলে এটা মুসলিমদের জন্য যথেষ্ট হবে;' 'আল্লাহর কাছে দু'আ করো, যেন সব মানুষ মুসলিম হয়ে যায়;' ইত্যাদি। কিন্তু আল্লাহ্ এসকল ওয়াসওয়াসা মুছে দিয়েছেন এবং নবি- রাসূলদের এক ও একক সত্যের ব্যাপারে সদা সচেতন রেখেছেন। যারা এই আয়াতের অর্থ বলে যে, শয়তান কুরআনে কিছু প্রবেশ করিয়েছে, তাদের ব্যাখ্যা সত্য থেকে বহু দূরে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে গুনাহ থেকে ও দাওয়াতি কাজে ভুল করা থেকে আল্লাহ্ তাআলা রক্ষা করেছেন।

- **মদ, জুয়া, প্রতিমা, ভাগ্যনির্ধারক তীর**

আল্লাহ্ কুরআনে বলেন,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَـٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَـٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَـٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِى ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ٩١

"হে মুমিনগণ, নিশ্চয় মদ, জুয়া, প্রতিমা-বেদী ও ভাগ্যনির্ধারক তীরসমূহ তো নাপাক শয়তানের কর্ম। সুতরাং তোমরা তা পরিহার করো, যাতে তোমরা সফলকাম হও। শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে কেবল শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চার করতে চায়।" [সূরাহ আল-মায়িদাহ ৫:৯০-৯১]

নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সালাত না পড়ার আদেশে কুরআনে আল্লাহ আয়াত নাজিল করলেন

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَـٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا۟ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا۟ ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَـٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا۟ مَآءً فَتَيَمَّمُوا۟ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُوا۟ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ٤٣

হে মুমিনগণ, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হয়ো না, যতক্ষণ না তোমরা বুঝতে পার যা তোমরা বল এবং অপবিত্র অবস্থায়ও না, যতক্ষণ না তোমরা

গোসল কর, তবে যদি তোমরা পথ অতিক্রমকারী হও। আর যদি তোমরা অসুস্থ হও বা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ প্রস্রাব-পায়খানা থেকে আসে কিংবা তোমরা স্ত্রী সম্ভোগ কর, তবে যদি পানি না পাও তাহলে পবিত্র মাটিতে তায়াম্মুম কর*। সুতরাং তোমাদের মুখমন্ডল ও হাত মাসেহ কর। নিশ্চয় আল্লাহ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল।[সূরাহ আন নিসা ৪:৪৩]

শয়তান মানুষকে প্রতিমা, মূর্তি, কবরের উপর উঁচু স্থাপনা বানানোর উৎসাহ দেয়, যাতে আল্লাহর বদলে এগুলোকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়। ভাস্কর্য-মূর্তির পূজা অতীতেও মহামারী ছিল, এখনও আছে। এসকল মূর্তির সাথে সবসময় জিন শয়তান থাকে। কখনও কখনও তারা পূজারীদের সাথে কথাও বলে। তারা আপাত অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়ে পূজারীদের আরো বিভ্রান্ত করে দেয়। পূজারীরা এদের কাছে নিজেদের প্রয়োজন নিয়ে আসে। যুদ্ধের সময় তাদের সাহায্য চায়। পশু বলি ও আর্তি পেশ করে। এদের ঘিরে নাচ-গান করে। এসকল স্থাপনার জায়গায় উৎসব-পার্বণ হয়। অনেক লোক এসব দ্বারা বিভ্রান্ত হয়। রবের প্রতি ইবরাহিম (আ) এর এক দু'আয় তা স্পষ্ট জানা যায়,

وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَٰذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنًا وَٱجْنُبْنِى وَبَنِىَّ أَن نَّعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ٣٥رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ ۖ فَمَن تَبِعَنِى فَإِنَّهُۥ مِنِّى ۖ وَمَنْ عَصَانِى فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٣٦
“হে আমার রব, আপনি এ শহরকে নিরাপদ করে দিন এবং আমাকে ও আমার সন্তানদেরকে মূর্তি পূজা থেকে দূরে রাখুন। হে আমার রব, নিশ্চয় এসব মূর্তি অনেক মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছে।” [সূরাহ ইবরাহিম ১৪:৩৫-৩৬]

জাদু

মানুষকে বিভ্রান্ত করার আরেকটি শয়তানি কৌশলের নাম জাদু। শয়তানেরা এই জিনিসের জ্ঞান শিক্ষা দেয়, যাতে ক্ষতি ছাড়া কিছুই নেই। এই বিদ্যা ব্যবহার করে পরিবারে ভাঙন ধরানো হয়। এটি শয়তানের সবচেয়ে প্রিয় কাজগুলোর একটি, যা পূর্বেই এক হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে।আল্লাহ্ বলেন,

وَٱتَّبَعُوا۟ مَا تَتْلُوا۟ ٱلشَّيَـٰطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَـٰنَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَـٰنُ وَلَـٰكِنَّ ٱلشَّيَـٰطِينَ كَفَرُوا۟ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَآ أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَـٰرُوتَ وَمَـٰرُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ

حَتَّىٰ يَقُولَآ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِۦ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِۦ ۚ وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِۦ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُوا۟ لَمَنِ ٱشْتَرَىٰهُ مَا لَهُۥ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ مِنْ خَلَـٰقٍ ۚ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا۟ بِهِۦٓ أَنفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ١٠٢

“আর তারা অনুসরণ করেছে, যা শয়তানরা সুলায়মানের রাজত্বে পাঠ করত। আর সুলায়মান কুফরি করেনি; বরং শয়তানরা কুফরি করেছে। তারা মানুষকে জাদু শেখাত এবং (তারা অনুসরণ করেছে) যা নাযিল করা হয়েছিল বাবেলের দুই ফেরেশতা হারূত ও মারূতের উপর। আর তারা কাউকে শেখাত না যে পর্যন্ত না বলত যে, 'আমরা তো পরীক্ষাস্বরূপ, সুতরাং তোমরা কুফরি কোরো না।' এরপরও তারা এদের কাছ থেকে শিখত, যার মাধ্যমে তারা পুরুষ ও তার স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাত। অথচ তারা তার মাধ্যমে কারো কোনো ক্ষতি করতে পারত না আল্লাহর অনুমতি ছাড়া। আর তারা শিখত যা তাদের ক্ষতি করত, তাদের উপকার করত না এবং তারা অবশ্যই জানত যে, যে ব্যক্তি তা ক্রয় করবে, আখিরাতে তার কোনো অংশ থাকবে না। আর তা নিশ্চিতরূপে কতই না মন্দ, যার বিনিময়ে তারা নিজদেরকে বিক্রয় করেছে। যদি তারা জানত!” [সূরাহ আল-বাকারাহ ২:১০২]

আইশা (র) বর্ণনা করেন, ইয়াহুদিদের যুরাইক গোত্রের লাবীদ ইবনুল আসলাম নামক এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর জাদু করে। নবিজি নবি ও রাসূল হিসেবে মুহাম্মাদ (স) এর উপর জাদুর কোনো প্রভাব পড়েনি। কারণ এটি শরীর পার করে মনে প্রভাব ফেলতে পারে না। তবে একজন মানুষ হিসেবে নবিজি (স) যেমন রোগে আক্রান্ত হতেন ও আরোগ্য লাভ করতেন, এক্ষেত্রেও তেমনই হয়েছে। কুরআন, সুন্নাহ, ইসলামি শরিয়তকে আল্লাহ্ বিকৃতি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রেখেছেন। আল্লাহ্ বলেন,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَـٰفِظُونَ ٩

নিশ্চয় আমরাই কুরআন নাযিল করেছি এবং আমরা অবশ্যই তার সংরক্ষক । [সূরাহ আল-হিজর ১৫:৯]

- **মানবীয় দুর্বলতা**

ইউসুফ (আ) বলেছেন,

وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّوا۟ لَهُۥ سُجَّدًا ۖ وَقَالَ يَـٰٓأَبَتِ هَـٰذَا تَأْوِيلُ رُءْيَـٰىَ مِن قَبْلُ قَدْ
جَعَلَهَا رَبِّى حَقًّا ۖ وَقَدْ أَحْسَنَ بِىٓ إِذْ أَخْرَجَنِى مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَآءَ بِكُم مِّنَ ٱلْبَدْوِ مِنۢ بَعْدِ
أَن نَّزَغَ ٱلشَّيْطَـٰنُ بَيْنِى وَبَيْنَ إِخْوَتِىٓ ۚ إِنَّ رَبِّى لَطِيفٌ لِّمَا يَشَآءُ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ١٠٠

আর ইউসুফ তার পিতা-মাতাকে উঁচু আসনে বসালেন এবং তারা সবাই তার সম্মানে সাজদায় লুটিয়ে পড়ল । তিনি বললেন, ‘হে আমার পিতা! এটাই আমার আগেকার স্বপ্নের ব্যাখ্যা ; আমার রব এটা সত্যে পরিণত করেছেন এবং তিনি আমাকে কারাগার থেকে মুক্ত করেন এবং শয়তান আমার ও আমার ভাইদের সম্পর্ক নষ্ট করার পরও আপনাদেরকে মরু অঞ্চল হতে এখানে এনে দিয়ে আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আমার রব যা ইচ্ছে তা নিপুণতার সাথে করেন। তিনি তো সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় ।’ [সূরাহ ইউসুফ ১২:১০০]

- **নারী ও দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা**

নবিজি (স) বলেছেন যে, তিনি পুরুষের জন্য নারীর চেয়ে বড় কোনো ফিতনা (পরীক্ষা) রেখে যাননি। এ কারণেই নারীদের উপর মুখমণ্ডল ও হাতের কব্জি ছাড়া সমগ্র শরীর ঢেকে রাখার হুকুম রয়েছে আর পুরুষদের দৃষ্টি অবনত রাখার হুকুম দেওয়া হয়েছে। এছাড়া তিনি গায়রে মাহরাম নারীর সাথে একাকী একত্র হতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, দুইজন গায়রে মাহরাম একত্রিত হলে শয়তান সেখানে তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে উপস্থিত হয়। সুনানে নাসাঈতে সহিহ ইসনাদে বর্ণিত হয়েছে,

الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ

"নারী হলো আবরণে থাকার জন্য। সে যখন ঘর থেকে বের হয়, তখন তার দিকে তাকানো পুরুষদের কাছে শয়তান তাকে আকর্ষণীয় করে দেখায়।”

আজকের এই যুগে আমরা এত বিপর্যয় দেখতে পাওয়ার কারণ হলো রাসূল ﷺ যেভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, অধিকাংশ নারী আজ একদম সেভাবেই ঘর থেকে বের হচ্ছে। পোশাক পরেও উলঙ্গ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের কোম্পানিগুলো বিজ্ঞাপন ও সিনেমায় অশ্লীল কর্মে লিপ্ত উলঙ্গ নারী-পুরুষ দেখিয়ে সবাইকে এসব কাজের দিকে আহ্বান করছে।

দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা সকল পাপের শেকড়। রক্তপাত, অপচয়, অত্যাচার, আত্মীয়তার সম্পর্কচ্ছেদ সহ সকল অনাচার সংঘটিত হয় দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী ও সীমিত আনন্দ ভোগ করার লোভে।

- **গান-বাজনা**

মানুষের অন্তর ও রূহ ধ্বংস করতে শয়তানের দুটি অস্ত্র হলো সঙ্গীত ও বাদ্য-বাজনা। পবিত্র কুরআনে গান-বাজনার সম্পর্কে আয়াত –

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ٦

আর মানুষের মধ্যে থেকে কেউ কেউ আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য অসার বাক্য কিনে নেয় জ্ঞান ছাড়াই এবং আল্লাহর দেখানো পথ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। তাদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি। [সুরা লোকমান ৩১:০৬]

এই আয়াতে অনর্থক কথাবার্তা বলতে গান-বাজনা বোঝানো হয়েছে ।

- **আল্লাহর হুকুম পালন করতে মুসলিমদের উদ্যম নষ্ট করা**

একজন মুসলিম যদি সবসময় ইসলামের শিক্ষা আঁকড়ে ধরে থাকে, শয়তান তাকে বিচ্যুত করার বা তাকে নিয়ে খেলা করার সুযোগ পাবে না। কিন্তু সে তার কোনো আমলে অবহেলা ও অলসতা করলে শয়তান তার উপর একটা সুযোগ পেয়ে যায়। আল্লাহ্ বলেন,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱدْخُلُوا۟ فِى ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَـٰنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ٢٠٨

হে মুমিনগণ! তোমরা পুর্ণাঙ্গভাবে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্কসমূহ অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।[সূরাহ আল-বাকারাহ ২:২০৮]

- **শয়তান যেভাবে মানুষের নফসের কাছে পৌঁছায়**

ওয়াসওয়াসা

শয়তান মানুষের চিন্তা ও অন্তরে পৌঁছতে সক্ষম। সে এটা এমনভাবে করে যে, মানুষ বুঝতে বা টের পায় না। তার সৃষ্টিগত প্রকৃতির কারণেই শয়তান এমনটা পারে। একেই বলে ওয়াসওয়াসা। এমন ফিসফিসানি বা কুমন্ত্রণা, যা অন্তরে প্রবেশ করে। আল্লাহ আমাদেরকে এ ব্যাপারে জানিয়ে শয়তানকে এভাবে উল্লেখ করেছেন,

مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴿٤﴾ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ

"... কুমন্ত্রণাদাতা, যে দ্রুত আত্মগোপন করে। যে মানুষের মনে কুমন্ত্রণা দেয়।" [সূরাহ আন-নাস ১১৪:৪-৫]

ইবনু কাসির এই আয়াতের তাফসীরে লিখেন, "শয়তান মানুষের অন্তরে ওঁত পেতে বসে থাকে। মানুষ উদাসীন হলেই সে ওয়াসওয়াসা দিতে শুরু করে। আর সে আল্লাহকে স্মরণ করলে শয়তান পলায়ন করে।"

সহিহ আল-বুখারিতে এসেছে নবিজি (স) বলেন,

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ

"আদম সন্তানের দেহে শয়তান এমনভাবে চলাচল করে, যেভাবে রক্ত প্রবাহিত হয়

ওয়াসওয়াসার মাধ্যমেই সে আদম (আ)-কে পথচ্যুত করে নিষিদ্ধ ফল খেতে বাধ্য করে।

فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَـٰنُ قَالَ يَـٰٓـَٔادَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكٍۢ لَّا يَبْلَىٰ ١٢٠
"অতঃপর শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিল। বলল, 'হে আদম, আমি কি তোমাকে বলে দিবো অনন্ত জীবনপ্রদ গাছ এবং অক্ষয় রাজত্ব সম্পর্কে?" [সূরাহ ত্বা হা ২০:১২০]

এছাড়া শয়তান মানুষের রূপ ধরে এসেও বিভিন্ন আদেশ-নিষেধ করতে পারে। আমরা প্রত্যেকেই জানি শয়তান আমাদের সাথে কিভাবে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত হয়ে আছে ।আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাঁর শত্রু ইবলিস (শয়তান) সম্বন্ধে জানিয়েছেন। যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইবলিসকে আদম আলাইহিস সালাম-কে সিজদাহ না করার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন, তখন ইবলিস দাবি করল যে, সে আদম থেকে শ্রেষ্ঠ। এবং সে আল্লাহ তাআলার কাছে [কিয়ামাত পর্যন্ত] অবকাশ চাইলে আল্লাহ তাআলা তাকে অবকাশ দিলেন।

শয়তানের অন্যতম আরেকটি অপকৌশল হলো পবিত্রতা অর্জন(উযু,গোসল), সালাত আদায়কালে মুসলিমদের কানে ফিসফিস করা অর্থাৎ এসবে সন্দেহ সৃষ্টি করা।

নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত আছে যে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক এক করে উযুর ধাপগুলো সম্পন্ন করতেন এবং কোনে ধাপই তিনবারের বেশি করতেন না। এমনকি তিনি উল্লেখ করেছেন যে,

فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ
"যে কেউ এর চেয়ে বেশি করে, সে সীমালজ্ঘন ও বাড়াবাড়ি করেছে।" [সুনানু আবি দাউদ,১৩৫; সুনানুন নাসায়ই,১৪০; মুসনাদু আহমাদ,৬৬৮৪।]

অর্থাৎ নবিজি সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মতে তিনি .৮ লিটার পানি দ্বারা উযু এবং ৪ লিটার পানি দ্বারা গোসল করতেন ।শয়তানের ফিসফিসানি দ্বারা প্রভাবিত লোকেরা অনেকে বলে থাকেন , "আমরা আমাদের দীনের সুরক্ষার জন্য সতর্কতা

অবলম্বন করি।” প্রকৃতপক্ষে এর সপক্ষে তারা নবি সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসগুলোকে ব্যবহার করে।

নবি সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ

"তোমাকে যা সন্দেহে ফেলে তা ত্যাগ করো এবং তল যাতে কোনো সন্দেহ নেই তার প্রতি ধাবিত হও।” [সুনানুত তিরমিযি, ২৪৪২; মুসনাদু আহমাদ, ১৬৩০; ইবনু হিব্বান, ৭২২।]

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিরমিযি বলেন, হাদিসটি সহিহ। ইবনু হিব্বান বর্ণনা করেছেন হাসান বিন আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুমার সূত্রে। ইমাম নাসায়িও বর্ণনা করেছেন।

এবং “যে কেউ নিজেকে সন্দেহযুক্ত বিষয় হতে রক্ষা করল, সে তার দীন ও সম্মান রক্ষা করল।”

والإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ

“এবং সেটাই গুনাহ, যেটা কারও অন্তরে সন্দেহ সৃষ্টি করে।” [আল যাওয়াজির,১/২৩২]

এমন কিছু বিষয় উল্লেখ করছি, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স) আমাদের জানিয়েছেন

শয়তান মানুষের ধমনীতে রক্তের মতো প্রবাহিত হতে পারে

সহিহ আল-বুখারি ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন,

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ

"নিশ্চয় শয়তান মানুষের ভেতর দিয়ে সেভাবে চলাচল করে, যেভাবে রক্ত প্রবাহিত হয়।"

সহীহাইনে আরো বর্ণিত আছে যে, উম্মুল মুমিনীন সাফিয়া বিনতু হাইয়্যি (র) বলেছেন, "নবিজি (স) মসজিদে ইতিকাফ করছিলেন। আমি রাতের বেলা তাঁর লুঙ্গি তাঁর কাছে দিয়ে আসতে গেলাম। আমরা কিছুক্ষণ কথাবার্তা বললাম। তারপর আমি যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালাম। তিনিও উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে এগিয়ে দিতে লাগলেন। আমি উসামা ইবনু যায়িদ (র)-এর ঘরে থাকছিলাম। দুইজন আনসার আমাদের পাশ দিয়ে গেলেন। রাসূল (স) তাঁদের দেখতে পেয়ে দ্রুত তাঁদের কাছে গিয়ে বললেন, 'সে আমার স্ত্রী সাফিয়া বিনতু হাইয়্যি।' তাঁরা বললেন, 'সুবহানআল্লাহ! (আমরা বুঝি আপনাকে অনৈতিক ব্যাপারে সন্দেহ করব?)' নবিজি (স) তাঁদের বললেন, 'শয়তান মানুষের ভেতর রক্তপ্রবাহের মতো চলাচল করে। আমি আশংকা করছিলাম যে, সে তোমাদের অন্তরে কুধারণা তৈরি করবে।"

- **শয়তানের দুর্বলতা-অপারগতা**

জিনেরা কিছু ব্যাপারে শক্তিশালী, আবার কিছু ব্যাপারে দুর্বল। আল্লাহ্ বলেন,

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱلطَّـٰغُوتِ فَقَـٰتِلُوٓا۟ أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَـٰنِ ۖ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَـٰنِ كَانَ ضَعِيفًا ٧٦

যারা মুমিন তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, আর যারা কফের তারা তাগূতের পথে যুদ্ধ করে । কাজেই তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; শয়তানের কৌশল অবশ্যই দুর্বল। [সূরাহ আন-নিসা ৪:৭৬]

আল্লাহর নেককার বান্দাদের উপর জিনদের কোনো ক্ষমতা নেই

মানুষকে জোর করে গুনাহ বা কুফরে লিপ্ত করার ক্ষমতা শয়তানকে দেওয়া হয়নি। আল্লাহ্ কুরআনে বলেন,

إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَـٰنٌ ۚ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا ٦٥

‘নিশ্চয় আমার বান্দাদের উপর তোমার কোনো ক্ষমতা নেই।’ আর কর্মবিধায়ক হিসেবে আপনার রবই যথেষ্ট। [সূরাহ আল- ইসরা ১৭:৬৫]

وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُۥ فَٱتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٢٠وَمَا كَانَ لَهُۥ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَـٰنٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْـَٔاخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِى شَكٍّ ۗ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ حَفِيظٌ ٢١

"আর নিশ্চয় তাদের ব্যাপারে ইবলিস তার ধারণা সত্য প্রমাণ করল, ফলে মুমিনদের একটি দল ছাড়া সবাই তার অনুসরণ করল। আর তাদের উপর শয়তানের কোনো কর্তৃত্ব ছিল না। তবে কে আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে আর কে তাতে সন্দেহ পোষণ করে, তা প্রকাশ করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য।” [সূরাহ সাবা ৩৪:২০-২১]

এর অর্থ হলো দলীল-প্রমাণ বা শক্তি-ক্ষমতা কোনো দিক দিয়েই শয়তান তাঁদের উপর কোনো কর্তৃত্ব খাটাতে পারে না। শয়তান নিজেই তা স্বীকার করে, যা এই আয়াতে স্পষ্ট,

قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغْوَيْتَنِى لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ٣٩إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ٤٠

"সে বলল, 'হে আমার রব! যেহেতু আপনি আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, তাই জমিনে আমি তাদের জন্য (পাপকে) শোভিত করব এবং নিশ্চয় তাদের সকলকে পথভ্রষ্ট করব। তাদের মধ্য থেকে আপনার একান্ত বান্দাগণ ছাড়া।”[সূরাহ আল-হিজর ১৫:৩৯-৪০]

তার কর্তৃত্ব কেবল সেসব মানুষ ও জিনের উপরই খাটে, যারা তার আদর্শের ব্যাপারে সন্তুষ্ট এবং তাকে অনুসরণ করতে ও মেনে চলতে আগ্রহী।

আল্লাহ্ বলেছেন,

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ

"নিশ্চয় আমার বান্দাদের উপর তোর কোনো ক্ষমতা নেই, তবে পথভ্রষ্টরা ছাড়া যারা তোকে অনুসরণ করেছে।" [সূরাহ আল-হিজর ১৫:৪২]

দুনিয়ায় যারা শয়তানকে অনুসরণ করে পথভ্রষ্ট ও ধ্বংস হয়েছে, কিয়ামতের দিন শয়তান তাদের বলবে,

وَقَالَ ٱلشَّيْطَـٰنُ لَمَّا قُضِىَ ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ ۖ وَمَا كَانَ لِىَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَـٰنٍ إِلَّآ أَن دَعَوْتُكُمْ فَٱسْتَجَبْتُمْ لِى ۖ فَلَا تَلُومُونِى وَلُومُوٓا۟ أَنفُسَكُم ۖ مَّآ أَنَا۠ بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآ أَنتُم بِمُصْرِخِىَّ ۖ إِنِّى كَفَرْتُ بِمَآ أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ ۗ إِنَّ ٱلظَّـٰلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٢٢

আর যখন বিচারের কাজ সম্পন্ন হবে তখন শয়তান বলবে, ‘আল্লাহ্ তো তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সত্য প্রতিশ্রুতি , আমিও তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, কিন্তু আমি তোমাদেরকে দেয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছি। আমার তো তোমাদের উপর কোনো আধিপত্য ছিল না, আমি শুধু তোমাদেরকে ডাকছিলাম তাতে তোমরা আমার ডাকে সাড়া দিয়েছিলে। কাজেই তোমরা আমাকে তিরস্কার করো না, তোমরা নিজেদেরই তিরস্কার কর। আমি তোমাদের উদ্ধারকারী নই এবং তোমরাও আমার উদ্ধারকারী নও। তোমরা যে আগে আমাকে আল্লাহ্‌র শরীক করেছিলে, আমি তা অস্বীকার করছি। নিশ্চয় যালিমদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। [সূরাহ ইবরাহিম ১৪:২২]

আরেক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন,

إِنَّمَا سُلْطَـٰنُهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُۥ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِۦ مُشْرِكُونَ ١٠٠

তার আধিপত্য তো শুধু তাদেরই উপর যারা তাকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে এবং আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করে।[সূরাহ আন-নাহল ১৬:১০০]

তাদের উপর তার কর্তৃত্ব হলো প্রলোভন ও পথভ্রষ্টতার মাধ্যমে। সে তাদের উত্তেজিত করে তুলে শির্ক-কুফরের দিকে পরিচালিত করে। তারা এতে প্রবেশ করার আগ পর্যন্ত সে তাদের উত্যক্ত করে চলে। আর সে কখনও তাদের পরিত্যাগ করে না।

আল্লাহ্ কুরআনে বলেন,

أَلَمْ تَرَ أَنَّآ أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَـٰطِينَ عَلَى ٱلْكَـٰفِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا ٨٣

"তুমি কি লক্ষ করোনি যে, আমি কাফিরদের জন্য শয়তানদেরকে ছেড়ে দিয়েছি; ওরা তাদেরকে বিশেষভাবে প্ররোচিত করে?" [সূরাহ মারইয়াম ১৯:৮৩]

তাদের উপর তার ক্ষমতা প্রমাণ বা যুক্তিনির্ভর নয়। বরং শয়তান মানুষকে ডাকে, এবং তা তাদের ইচ্ছাশক্তির সাথে মিলে বলেই তারা শয়তানের অনুসরণ করে। তারা নিজেদেরই ক্ষতি করে। শয়তান তাদের কাছে যা চায়, তারা তা দিতে রাজি হয়ে যায়। আর এভাবে তারা তাদের শত্রুকে নিজেদের বন্ধু ও মালিক বানিয়ে নিয়েছে। বন্ধুত্বের জন্য হাত বাড়িয়ে তারা আসলে তার দাস হয়ে যায়। এটা তাদের কর্মের শাস্তি। শয়তানকে মান্য করা ও আল্লাহর সাথে শির্ক করার মাধ্যমে বান্দা যতক্ষণ না নিজেই শয়তানের জন্য পথ করে দিচ্ছে, তার আগ পর্যন্ত বান্দার উপরে শয়তানকে আল্লাহ্ কোনো ক্ষমতাই দেননি। বান্দা যখন শয়তানের আজ্ঞাবহ দাসে পরিণত হয়, কেবল তখনই আল্লাহ্ শয়তানকে ক্ষমতা দেন বান্দাকে পরাস্ত করার।

- **মুমিনের গুনাহের ফলে তার উপর শয়তানের কর্তৃত্ব লাভ**

এক হাদিসে এসেছে, "বিচারক যতক্ষণ কোনো অবিচার না করে, ততক্ষণ আল্লাহ্ তার সাথে আছেন। সে যদি কোনো অবিচার করে, তাহলে আল্লাহ তার থেকে দায়মুক্ত এবং তিনি শয়তানকে তার সঙ্গী বানিয়ে দেন।"

আল্লাহ্ কুরআনে আমাদের আরেক ব্যক্তি সম্পর্কে জানিয়েছেন, যাকে আল্লাহর নিদর্শন দেখানো হয়েছিল এবং সে এ ব্যাপারে জ্ঞান রাখত। কিন্তু একসময় সে এই সবকিছু ত্যাগ করে। ফলে আল্লাহ্ শয়তানকে তার উপর কর্তৃত্ব দিয়ে দেন, যাতে সে তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে। পরবর্তী প্রজন্মগুলোর জন্য তার এই খারাপ পরিণতি শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকল। আল্লাহ্ কুরআনে বলেন,

وَٱتۡلُ عَلَيۡهِمۡ نَبَأَ ٱلَّذِيٓ ءَاتَيۡنَٰهُ ءَايَٰتِنَا فَٱنسَلَخَ مِنۡهَا فَأَتۡبَعَهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ فَكَانَ مِنَ ٱلۡغَاوِينَ ١٧٥وَلَوۡ شِئۡنَا لَرَفَعۡنَٰهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُۥٓ أَخۡلَدَ إِلَى ٱلۡأَرۡضِ وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُۚ فَمَثَلُهُۥ كَمَثَلِ ٱلۡكَلۡبِ إِن تَحۡمِلۡ عَلَيۡهِ يَلۡهَثۡ أَوۡ تَتۡرُكۡهُ يَلۡهَثۚ ذَّٰلِكَ مَثَلُ ٱلۡقَوۡمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِـَٔايَٰتِنَاۚ فَٱقۡصُصِ ٱلۡقَصَصَ لَعَلَّهُمۡ يَتَفَكَّرُونَ ١٧٦

আর তাদেরকে ঐ ব্যক্তির বৃত্তান্ত পড়ে শুনান যাকে আমরা দিয়েছিলাম নিদর্শনসমূহ, তারপর সে তা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, অতঃপর শয়তান তার পিছনে লাগে, আর সে বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়।আর আমরা ইচ্ছে করলে এর দ্বারা তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করতাম, কিন্তু সে যমীনের প্রতি ঝুঁকে পড়ে এবং তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। সুতরাং তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে কুকুরের মত; তার উপর বোঝা চাপালে সে জিহবা বের করে হাঁপাতে থাকে এবং বোঝা না চাপালেও জিহবা বের করে হাঁপায়। যে সম্প্রদায় আমাদের নিদর্শনসমূহে মিত্যারোপ করে তাদের অবস্থানও এরূপ। সুতরাং আপনি বৃত্তান্ত বর্ণনা করুন যাতে তারা চিন্তা করে । [সূরাহ আল-আ'রফ ৭:১৭৫-১৭৬]

এই উপমা তাদের উপর প্রযোজ্য, যারা জেনেবুঝে সত্যকে অস্বীকার করে। যেমন ইয়াহুদিরা জানত যে, মুহাম্মাদ (স) সত্যিই আল্লাহর রাসূল। কিন্তু তবুও তারা তাঁর প্রতি কুফরি করেছে।

কুরআনে এতটুকুই আছে। কেউ বলে থাকেন এখানে বালাম ইবনু বাউরা নামক এক নেককার ব্যক্তির কথা বলা হচ্ছে, যে পরে কাফির হয়ে গিয়েছিল। কেউ বলেন এখানে উমাইয়া ইবনু আবুসসালতের কথা বলা হয়েছে, যে জাহিলি যুগে এক আল্লাহর উপাসনা করত। তার মনে আশা ছিল যে, সে শেষ জামানার নবি হবে। রাসূল (স)-এর সাথে দেখা করার পর সে হিংসাবশত তাঁকে অস্বীকার করে। তবে এ ব্যাপারে বিশুদ্ধ কোনো দলীল নেই যে, ঠিক কোন ব্যক্তির কথা এখানে বলা হচ্ছে। "যাকে আমি আমার আয়াতসমূহ দিয়েছিলাম" কথাটি শয়তানের ব্যাপারে প্রযোজ্য হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। কারণ সে স্পষ্টভাবে সত্যকে জানা ও স্বীকৃতি দেবার পর কুফরি করেছে। নবিজি (স) তাঁর উম্মাতের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি যেসব জিনিসের ভয় করেছেন, তার মাঝে এটি একটি। আল-হাফিয আবু ইয়ালা উল্লেখ করেছেন যে, হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান (র) থেকে বর্ণিত আছে রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

،إِنَّ مَا أَتَخَوَّفُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ، حَتَّى إِذَا رُئِيَتْ بَهْجَتُهُ عَلَيْهِ، وَكَانَ رِدْءًا لِلْإِسْلَامِ اعْتَرَاهُ إِلَى مَا شَاءَ اللَّهُ، انْسَلَخَ مِنْهُ، وَنَبَذَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، وَسَعَى عَلَى جَارِهِ بِالسَّيْفِ، وَرَمَاهُ بِالشِّرْكِ.

"আমি তোমাদের ব্যাপারে যেসব জিনিসের ভয় করি, তার একটি হলো এমন কুরআন তিলাওয়াতকারী, যার চমৎকারিত্বে তোমরা মুগ্ধ হবে। তার চাদর হলো ইসলাম। আর সে তা ততক্ষণ পরিধান করে থাকে, যতক্ষণ আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন। তারপর সে তা পেছনে ছুঁড়ে মারে এবং তার প্রতিবেশীকে মুশরিক হওয়ার অপবাদ দিয়ে তরবারি নিয়ে তাকে আক্রমণ করে।" হুজাইফা বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! কাকে হত্যা করা উচিৎ? আক্রমণকারীকে, না আক্রান্তকে?" রাসূল ﷺ বললেন, "আক্রমণকারীকে।" [তাফসীর ইবনু কাসির, খণ্ড ৩, পৃ ২৫২ ইসনাদ সনদ]

শয়তান আল্লাহর কিছু বান্দাকে ভয় করে এবং তাঁদের কাছ থেকে পালিয়ে যায়। বান্দা যদি দৃঢ়ভাবে ইসলামকে আঁকড়ে ধরে থাকে, অন্তরে বিশুদ্ধ ঈমান রাখে আর আল্লাহর নির্ধারিত সীমাসমূহের ভেতর থাকে, তাহলে শয়তান তার কাছ থেকে পলায়ন করে। নবিজি (স) উমর (র) কে বলেছেন,
إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَفْرَقُ مِنْكَ يَا عُمَرُ

"নিশ্চয় শয়তান তোমার কাছ থেকে পলায়ন করে, হে উমর!" [আহমাদ, ইবনু হিব্বান, তিরমিযি। সহিহ ইসনাদ। সহীহুল জামি, খণ্ড ২, পৃ ৭৪]

তিনি উমর (র)-এর ব্যাপারে আরো বলেছেন,
إِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَى شَيَاطِينِ الإِنْسِ وَالْجِنِّ قَدْ فَرُّوا مِنْ عُمَرَ

"নিশ্চয় জিন ও মানুষের মধ্যকার শয়তানদের আমি উমারের কাছ থেকে পলায়ন করতে দেখি।" [তিরমিযি, সহিহ ইসনাদ। সহীহুল জামি, খণ্ড ২, পৃ ৩২৯]

কিন্তু এই অবস্থা শুধু উমর (র)-এর জন্যই প্রযোজ্য নয়। যারই মজবুত ঈমান থাকে, সে-ই শয়তানকে পরাজিত ও অপমানিত করতে পারে।
হাদিসে এসেছে,

"তোমরা যেভাবে সফরের সময় উটকে দুর্বল করে ফেলো, মুমিন সেভাবে শয়তানকে দুর্বল করে ফেলে।"

মুসলিমের সঙ্গে থাকা জিন শয়তানের উপর মুসলিম ব্যক্তি এমন প্রভাব ফেলতে সক্ষম যে, সেই জিন মুসলিমও হয়ে যেতে পারে। সহিহ মুসলিম ও মুসনাদ আহমাদে এসেছে নবিজি (স) বলেন,

مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ وَكِلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الْجِنِّ

"তোমাদের প্রত্যেকের সাথেই জিনদের মধ্য থেকে এক সহচর থাকে।"

লোকেরা জিজ্ঞেস করল, "আপনার সাথেও, হে রাসূলাল্লাহ?" তিনি জবাব দিলেন,

وَإِيَّايَ، إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ، فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ

"এমনকি আমার সাথেও। তবে আল্লাহ্ আমাকে তার বিরুদ্ধে সাহায্য করেছেন। এখন সে আমাকে কেবল ভালো কাজের উপদেশ দেয়।"

সহিহ মুসলিমে আইশা (র) থেকে বর্ণিত হাদিসে এভাবে এসেছে,

وَلَكِنَّ رَبِي أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ

"কিন্তু আমার প্রতিপালক আমাকে তার বিরুদ্ধে সাহায্য করেছেন এবং সে আত্মসমর্পণ করেছে।"

জিনদেরকে সুলায়মান (আ)-এর অনুগত করে দেওয়া হয়েছিল

সকল জিন ও শয়তানদেরকে আল্লাহ্ নবি সুলায়মান (আ)-এর অনুগত করে দিয়েছিলেন। তারা তাঁর হুকুম অনুযায়ী কাজ করত। অবাধ্যদের তিনি বন্দী করতেন ও শাস্তি দিতেন। আল্লাহ্ কুরআনে বলেন,

فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِى بِأَمْرِهِۦ رُخَآءً حَيْثُ أَصَابَ ٣٦وَٱلشَّيَٰطِينَ كُلَّ بَنَّآءٍ وَغَوَّاصٍ ٣٧وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِى ٱلْأَصْفَادِ ٣٨

"ফলে আমি বায়ুকে তার অনুগত করে দিলাম যা তার আদেশে মৃদুমন্দভাবে প্রবাহিত হত, যেখানে সে পৌঁছতে চাইত। আর (অনুগত করে দিলাম) প্রত্যেক প্রাসাদ নির্মাণকারী ও ডুবুরী শয়তান (জিন) সমূহকেও আর শেকলে আবদ্ধ আরও অনেককে।" [সূরাহ স্বদ ৩৮:৩৬-৩৮]

আল্লাহ্ আরো বলেন,

وَلِسُلَيْمَـٰنَ ٱلرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ ۖ وَأَسَلْنَا لَهُۥ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ ۖ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِۦ ۖ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ١٢

আর সুলাইমানের অধীন করেছিলাম বায়ুকে যা ভোরে একমাসের পথ অতিক্রম করত ও সন্ধ্যায় একমাসের পথ অতিক্রম করত । আমরা তার জন্য গলিত তামার এক প্রস্রবণ প্রবাহিত করেছিলাম এবং তার রবের অনুমতিক্রমে জিনদের কিছু সংখ্যক তার সামনে কাজ করত। আর তাদের মধ্যে যে আমাদের নির্দেশ অমান্য করে, তাকে আমরা জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি আস্বাদন করাব । [সূরাহ সাবা ৩৪:১২]

জিনদেরকে সুলায়মান (আ)-এর অধীন করে দেওয়া হয়েছিল তাঁর একটি দু'আর কারণে। দু'আটি কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে,

قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِى وَهَبْ لِى مُلْكًا لَّا يَنۢبَغِى لِأَحَدٍ مِّنۢ بَعْدِىٓ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ٣٥

"সুলায়মান বলল, 'হে আমার রব, আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমাকে এমন এক রাজত্ব দান করুন, যা আমার পর আর কারও জন্যই প্রযোজ্য হবে না। নিশ্চয়ই আপনি বড়ই দানশীল।" [সূরাহ স্বদ ৩৮:৩৫]

সুলায়মান (আ)-এর এই দু'আর কারণে রাসূল ﷺ শয়তানকে বেঁধে রেখেও তা অন্যদের দেখানো থেকে বিরত হন। সহিহ মুসলিমে আবুদ্দারদা (র) থেকে বর্ণিত আছে রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতের জন্য দাঁড়ানোর পর তাঁকে বলতে শোনা গেল, "আমি তোর হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই।" এর পর তিনি বললেন, "আমি আল্লাহর লা'নতের মাধ্যমে তোকে লা'নত করি।" তিনি তা তিনবার বলার পর এমনভাবে হাত বাড়ালেন,

যেন তিনি কিছু ধরতে যাচ্ছেন। সালাত শেষে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, "হে আল্লাহর রাসূল! সালাতে আপনাকে আমরা এমন কিছু বলতে শুনেছি, যা আগে কখনো বলতে শুনিনি। আর আমরা আপনাকে হাত বাড়িয়ে ধরতে দেখেছি।” নবিজি (স) বললেন,

"আল্লাহর শত্রু ইবলিস আমার মুখে একটি জ্বলন্ত শিখা মারার জন্য এলো। তাই আমি তিনবার বললাম, 'আমি আল্লাহর লা'নতের মাধ্যমে তোকে লা'নত করি।' তারপর আমি তিনবার বললাম, 'আমি তোর হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই।' কিন্তু এর কোনোটাতেই সে পালাল না। তারপর আমি তাকে ধরতে উদ্যত হলাম। আল্লাহর কসম, আমার ভাই সুলায়মানের দু'আর কারণে, না হলে তাকে বন্দী করে মদিনার শিশুদের খেলার বস্তুতে পরিণত করা হতো।”

এমন ঘটনা একাধিকবার ঘটেছে। সহিহ মুসলিমে আবু হুরাইরাহ (র) থেকে এই ঘটনা বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

إِنَّ عِفْرِيتًا مِنَ الْجِنِّ تَفَلَّتَ عَلَيَّ الْبَارِحَةَ لِيَقْطَعَ عَلَيَّ الصَّلَاةَ، فَأَمْكَنَنِي اللَّهُ مِنْهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، حَتَّى تُصْبِحُوا فَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ، فَذَكَرْتُ دَعْوَةَ أَخِي سُلَيْمَانَ :﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي﴾، فَرَدَدْتُهُ خَاسِئًا.

“একটি ইফরীত জিন (এক ধরনের জিন) গতকাল পালিয়ে এসেছিল আমার সালাতে ব্যাঘাত ঘটানোর জন্য। কিন্তু আল্লাহ্ আমাকে তার উপর প্রবল করে দিলেন, ফলে আমি তাকে ধরে ফেললাম। আমি তাকে মসজিদের একটি খুঁটির সাথে বেঁধে ফেলব ভাবছিলাম। কিন্তু তারপর আমার ভাই সুলায়মানের দু'আর কথা আমার স্মরণ হলো, 'হে আমার রব, আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমাকে এমন এক রাজত্ব দান করুন, যা আমার পর আর কারও জন্যই প্রযোজ্য হবে না।' তাই আল্লাহ সেই জিনকে অপমানিত ও ঘৃণিত অবস্থায় ফিরিয়ে দিলেন।” [সহিহ মুসলিম:৫৪১]

- **সুলায়মান (আ)-এর ব্যাপারে ইয়াহুদিদের মিথ্যাচার**

ইয়াহুদি এবং অন্যান্য যারা জিনের মাধ্যমে জাদুটোনা চর্চা করে, তারা দাবি করে সুলায়মান (আ) নাকি জাদুর মাধ্যমে জিনদের বশ করেছিলেন।এর ফলে অনেকেই বলে, জাদু যদি হারামই হবে, তাহলে সুলায়মান (আ) তা চর্চা করলেন কেন? আল্লাহ্ নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন,

وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَـٰبَ كِتَـٰبَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠١

আর যখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদের নিকট একজন রাসূল আসলেন, তাদের কাছে যা রয়েছে তার সত্যায়নকারী হিসেবে, তখন যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিলো তাদের একদল আল্লাহ্‌র কিতাবকে পিছনে ছুঁড়ে ফেললো, যেন তারা জানেই না।[সূরাহ আল-বাকারাহ ২:১০১]

তারপর আল্লাহ্ জানিয়ে দিলেন সুলায়মান (আ)-এর যুগে শয়তানেরা তাদের যা শুনিয়েছিল, তারা তারই অনুসরণ করে। অপরদিকে সুলায়মান (আ) জাদুচর্চা ও কুফরি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও নিরপরাধ।

وَٱتَّبَعُوا۟ مَا تَتْلُوا۟ ٱلشَّيَـٰطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَـٰنَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَـٰنُ وَلَـٰكِنَّ ٱلشَّيَـٰطِينَ كَفَرُوا۟ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَآ أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَـٰرُوتَ وَمَـٰرُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَآ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِۦ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِۦ ۚ وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِۦ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُوا۟ لَمَنِ ٱشْتَرَىٰهُ مَا لَهُۥ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ مِنْ خَلَـٰقٍ ۚ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا۟ بِهِۦٓ أَنفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ١٠٢

আর সুলাইমানের রাজত্বে শয়তানরা যা আবৃত্তি করতো তারা তা অনুসরণ করেছে। আর সুলাইমান কুফরী করেননি, বরং শয়তানরাই কুফরী করেছিল। তারা মানুষকে শিক্ষা দিত যাদু ও (সে বিষয় শিক্ষা দিত) যা বাবিল শহরে হারূত ও মারূত ফিরিশতাদ্বয়ের উপর নাযিল হয়েছিলো। তারা উভয়েই এই কথা না বলে কাউকে শিক্ষা দিত না যে, 'আমরা নিছক একটি পরীক্ষা ; কাজেই তুমি কুফরী করো না ।' তা সত্বেও

তারা ফিরিশতাদ্বয়ের কাছ থেকে এমন যাদু শিখতো যা দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতো । অথচ তারা আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যাতীত তা দ্বারা কারো ক্ষতি করতে পারতো না। আর তারা তা-ই শিখতো যা তাদের ক্ষতি করতো এবং কোনো উপকারে আসত না আর তারা নিশ্চিত জানে যে, যে কেউ তা খরিদ করে, (অর্থাৎ যাদুর আশ্রয় নেয়) তার জন্য আখেরাতে কোনো অংশ নেই। যার বিনিময়ে তারা নিজেদের বিকিয়ে দিচ্ছে, তা খুবই মন্দ, যদি তারা জানতো ! [সূরাহ আল-বাকারাহ ২:১০২]

- **মু'জিযা সংঘটনে অক্ষমতা**

নবি-রাসূলগণ তাঁদের মিশনের সত্যতার প্রমাণ হিসেবে যেরকম মু'জিযা দেখাতেন, জিনেরা সেরকম কোনো মু'জিযা সংঘটিত করতে অক্ষম। আল্লাহ্‌ আয়াত নাযিল করেন,

وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ ﴿٢١٠﴾وَمَا يَنْبَغِى لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٢١١﴾إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ٢١٢

"আর শয়তানরা তা নিয়ে অবতরণ করেনি। আর এটা তাদের জন্য উচিৎ নয় এবং তারা এর ক্ষমতাও রাখে না। নিশ্চয়ই তাদেরকে এর শ্রবণ থেকে আড়ালে রাখা হয়েছে।" [সূরাহ আশ-শু'আরা ২৬:২১০-২১২]

আল্লাহ সমগ্র মানব ও জিন জাতিকে এই আয়াতে চ্যালেঞ্জ করেছেন,

قُل لَّئِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُوا۟ بِمِثْلِ هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِۦ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍۢ ظَهِيرًۭا ٨٨

বলুন, 'যদি কুরআনের অনুরুপ কুরআন আনার জন্য মানুষ ও জিন সমবেত হয় এবং যদিও তারা পরস্পরকে সাহায্য করে তবুও তারা এর অনুরুপ আনতে পারবে না। [সূরাহ আল-ইসরা ১৭:৮৮]

স্বপ্নে নবিজি (স)-এর রূপ ধারণে অপারগতা

শয়তান কারো স্বপ্নে নবিজি (স)-এর রূপ ধরে হাজির হতে পারে না। তিরমিযিতে সহিহ ইসনাদে বর্ণিত আছে নবিজি (স) বলেছেন,

مَنْ رَآنِي فَإِنِّي أَنَا هُوَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لِلشَّيْطَانِ أَنْ يَتَمَثَّلَ بِي

“যে কেউ আমাকে দেখল, সেটি আমিই। কারণ শয়তানেরা আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না।” [সহীহুল জামি, খণ্ড ৫, পৃ ২৪৫]

সহিহ আল-বুখারি ও সহিহ মুসলিমে এসেছে এই শব্দমালায়,

مَنْ رَآنِي فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي

“যে কেউ আমাকে দেখল, সে সত্য দেখল। কারণ শয়তানেরা আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না।” [সহিহ আল বুখারি:৬৯৯৭]

হাদিসের অর্থ সম্ভবত এই যে, শয়তানেরা রাসূল (স)-এর সত্যিকার চেহারা-আকৃতি ধারণ করতে অক্ষম। কিন্তু তারা অন্য রূপ ধারণ করে নিজেদের রাসূল বলে দাবি করতে পারে বটে। তাই যে কেউ স্বপ্নে রাসূল (স)-কে দেখার দাবি করলেই এটা ভাবার কোনো কারণ নেই যে, সে রাসূল (স)-কেই দেখেছে। বরং হাদিসের কিতাবাদিতে নবিজি (স)-এর শারীরিক গঠনের যে বর্ণনা এসেছে, তার সাথে মিলতে হবে। অনেকেই নবিজি (স)-কে স্বপ্নে দেখার দাবি করে, কিন্তু তাদের দেওয়া বর্ণনা নির্ভরযোগ্য কিতাবে আসা বর্ণনার সাথে মেলে না।

আসমানের নির্ধারিত সীমার পর আর যেতে না পারা

يَـٰمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا۟ مِنْ أَقْطَارِ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُوا۟ ۚ لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَـٰنٍ ٣٣فَبِأَىِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٣٤يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ ٣٥

“হে জিন ও মানবজাতি! যদি তোমরা আসমানসমূহ ও জমিনের সীমানা থেকে বের হতে পারো, তাহলে বের হও। কিন্তু তোমরা তো (আল্লাহর দেওয়া) শক্তি ছাড়া বের হতে পারবে না। সুতরাং, তোমাদের রবের কোন নিয়ামতকে তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? তোমাদের উভয়ের প্রতি প্রেরণ করা হবে অগ্নিশিখা ও কালো ধোঁয়া, তখন তোমরা প্রতিরোধ করতে পারবে না।” [সূরাহ আর-রহমান ৫৫:৩৩-৩৫]

জিনদের ক্ষমতা ও গতি স্বত্ত্বেও তারা একটি সীমার বাইরে যেতে অপারগ। এ কাজ করার চেষ্টা করলে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে।

জিনেরা আল্লাহর নাম নিয়ে আটকানো দরজা খুলতে পারে না

নবিজি (স) বলেছেন,

وأَجِيفُوا الأبوابَ، واذكروا اسمَ اللهِ عليها، فإنَّ الشيطانَ لا يفتحُ بابًا أُجيفَ وذُكرَ اسمُ اللهِ عليه

"আল্লাহর নাম নিয়ে দরজা বন্ধ করো। কারণ শয়তান তার উপর বন্ধ করা দরজা (যাতে আল্লাহর নাম নেওয়া হয়েছে) খুলতে পারে না।"[সহিহ ইসনাদ। সহীহুল জামি, খণ্ড ১, পৃ ২২৯]

সহিহ আল-বুখারি ও সহিহ মুসলিমে এই হাদিসটিও রয়েছে,

فَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا، وَأَوْكُوا قِرَبَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، وَخَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، وَلَوْ أَنْ تَعْرُضُوا عَلَيْهَا شَيْئًا، وَأَطْفِئُوا مَصَابِيحَكُمْ

“আল্লাহর নাম নিয়ে দরজা বন্ধ করবে। নিশ্চয় শয়তান বন্ধ দরজা খোলে না। আল্লাহর নাম নিয়ে পাত্রের মুখ বন্ধ করে দেবে, এমনকি সামান্য কিছু তার উপর রেখে হলেও। আর বাতিগুলো নিভিয়ে দেবে।" [সহীহুল জামি, খণ্ড ১, পৃ ২৭০;]

মুসনাদ আহমাদে এই হাদিস রয়েছে,

أَغْلِقُوا أَبْوَابَكُمْ، وَخَمِرُوا آنِيَتَكُمْ، وَأَطْفِئُوا سُرْجَكُمْ، وَأَوْكُوا أَسْقِيَتَكُمْ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا، وَلَا يَكْشِفُ غِطَاءُ، وَلَا يَحُلُّ وِكَاءً

"দরজা বন্ধ করবে, পাত্রের মুখ ঢেকে দেবে, পানির (চামড়ার) পাত্রের মুখ বেঁধে নেবে, বাতি নিভিয়ে দেবে। কারণ শয়তান বন্ধ দরজা খোলে না, ঢাকনা সরায় না, পানির পাত্রের মুখের বাঁধন খোলে না।"[মুসনাদু আহমাদ: ১৪২২৮; সনদ সহিহ]

শয়তানের ব্যাপারে আমাদের প্রতি আল্লাহর সতর্কবাণী

শয়তান মানবজাতির জন্য অনেক বড় এক ফিতনা। তাই কুরআনে তার ব্যাপারে বিস্তারিতভাবে আমাদের সাবধান করা হয়েছে। মানুষকে পথভ্রষ্ট করতে শয়তানের বাসনার ব্যাপারে আল্লাহ আমাদের সতর্ক করেছেন। আল্লাহ বলেন,

يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ كَمَآ أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَٰتِهِمَآ ۗ إِنَّهُۥ يَرَىٰكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُۥ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۗ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَٰطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٢٧

হে বনী আদম! শয়তান যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রলুব্ধ না করে- যেভাবে সে তোমাদের পিতামাতাকে জান্নাত থেকে বের করেছিল, সে তাদেরকে তাদের লজ্জাস্থান দেখানোর জন্য বিবস্ত্র করেছিল । নিশ্চয় সে নিজে এবং তার দল তোমাদেরকে এমনভাবে দেখে যে, তোমরা তাদেরকে দেখতে পাও না। নিশ্চয় আমরা শয়তানকে তাদের অভিভাবক করেছি, যারা ঈমান আনে না। [সূরাহ আল-আ'রফ ৭:২৭]

إِنَّ ٱلشَّيْطَٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُۥ لِيَكُونُواْ مِنْ أَصْحَٰبِ ٱلسَّعِيرِ ٦

নিশ্চয় শয়তান তোমাদের শত্রু; কাজেই তাকে শত্রু হিসাবেই গ্রহণ কর। সে তো তার দলবলকে ডাকে শুধু এজন্য যে, তারা যেন প্রজ্জলিত আগুনের অধিবাসী হয়। [সূরাহ ফাতির ৩৫:৬]

وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَـَٔامُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ ٱلْأَنْعَـٰمِ وَلَـَٔامُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَـٰنَ وَلِيًّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ١١٩

আমি অবশ্যই তাদেরকে পথভ্রষ্ট করব; অবশ্যই তাদের হৃদয়ে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করব, আর অবশ্যই আমি তাদেরকে নির্দেশ দেব, ফলে তারা পশুর কান ছিদ্র করবে। আর অবশ্যই তাদেরকে নির্দেশ দেব, ফলে তারা আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করবে।' আর আল্লাহর পরিবর্তে কেউ শয়তানকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করলে সে স্পষ্টতঃই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। [সূরাহ আন-নিসা ৪:১১৯]

শয়তানের পক্ষ থেকে শত্রুতা কখনও শেষ হবে না বা কমবে না। কারণ সে মনে করে মানুষের আদি পিতা আদম (আ) এর কারণেই তাকে জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত করা হয়েছে এবং আদমের কারণেই সে আল্লাহর লা'নতপ্রাপ্ত। তাই নিঃসন্দেহে সে আদম ও তাঁর বংশধরদের থেকে প্রতিশোধ নিতে চাইবে।

قَالَ أَرَءَيْتَكَ هَـٰذَا ٱلَّذِى كَرَّمْتَ عَلَىَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُۥٓ إِلَّا قَلِيلًا ٦٢

সে বলেছিল, 'আমাকে জানান, এই যাকে আপনি আমার উপর মর্যাদা দান করলেন, কিয়ামতের দিন পর্যন্ত যদি আমাকে অবকাশ দেন, তাহলে শপথ করে বলছি আমি অল্প কয়েকজন ছাড়া তাঁর বংশধরকে অবশ্যই কর্তৃত্বাধীন করে ফেলব ।' [সূরাহ বনি ইসরাইল ১৭:৬২]

আল্লাহ্ কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় শয়তানের ব্যাপারে আমাদের সতর্ক করেছেন। আল্লাহ্ আমাদেরকে শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে আদেশ করেছেন। অথচ আমাদের নফসের থেকে আশ্রয় চেয়ে কিন্তু অনুরূপ কোনো দু'আ করার আদেশ দেননি। খুতবার শুরুর দু'আতেই কেবল রাসূল (স) নফসের খারাবির কথা বলেছেন,

"আমরা নিজেদের নফসের অনিষ্ট ও নিজেদের বদ আমলের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি।"

সন্দেহে নিপতিত পরিস্থিতি থেকে কিছু সতর্কতা

- **পেটের অসুখে উযু ভাঙা নিয়ে সন্দেহ হলে আওয়াজ বা গন্ধ না পাওয়া পর্যন্ত উযু করার প্রয়োজন নেই।**

- **কোন জায়গাই অপবিত্র তা বুজতে অক্ষম হলে সম্পূর্ণ কাপড় ধুয়ে ফেলা।**

- **কাপড় অপবিত্র সন্দেহ হলে অপবিত্র কাপড় খুলে পবিত্র কাপড় পড়ে নামাজ আদায় করবে ।**

- **সালাতে সন্দেহ হলে নিশ্চয়তার উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নিবে এবং সেই অনুযায়ী আমল করবে**

সবসময় চেষ্টা করব সন্দেহযুক্ত বিষয় পরিহার করে সন্দেহমুক্ত বিষয়ের প্রতি জোর দেওয়া ।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে শয়তানের অনুসরণ করা হতে সতর্ক করেছেন এবং তার শত্রু ও বিরোধী হওয়ার আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا

"শয়তান তোমাদের শত্রু; অতএব তাকে শত্রু রূপেই গ্রহণ করো। "[সুরা ফাতির ৩৫:৬]

يَـٰبَنِىٓ ءَادَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ ٱلشَّيْطَـٰنُ كَمَآ أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَٰتِهِمَآ ۗ إِنَّهُۥ يَرَىٰكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُۥ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۗ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَـٰطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٢٧

"হে বনি আদম! শয়তান যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত না করে; যেমন সে তোমাদের পিতামাতাকে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছে।" [সুরা আরাফ ৭ : ২৭]

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে জানিয়েছেন যে-আমাদের পিতামাতা আদম ও হাওয়া আলাইহিস সালাম-এর সাথে শয়তান কীরূপ আচরণ করেছে। তিনি আমাদের

শয়তানের অনুসরণ হতে সতর্ক করেছেন। আমরা শয়তানকে অনুসরণ করলে আমাদের কোনো অজুহাতই কাজে আসবে না।
যে পথে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবিরা চলেছেন, সেটাই হলো আল্লাহর সরলপথ। তিনি বলেছেন,

يسٓ ١وَٱلۡقُرۡءَانِ ٱلۡحَكِيمِ ٢إِنَّكَ لَمِنَ ٱلۡمُرۡسَلِينَ ٣عَلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٖ ٤

"ইয়াসিন। প্রজ্ঞাময় কুরআনের কসম। নিশ্চয় আপনি প্রেরিত রাসূলগণের একজন। সরলপথে প্রতিষ্ঠিত।"[সুরা ইয়াসিন, ৩৬: ১-৪]

إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ

"নিশ্চয় আপনি সরলপথেই আছেন।" [সুরা হাজ্জ, ২২: ৬৭]

وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

"নিশ্চয় আপনি সরলপথ প্রদর্শন করেন।" [সুরা আশ-শুরা, ৪২: ৫২]

- **সালাতে শয়তানের ধোঁকা:**

একদল মানুষ অস্থির হয়ে যাই নামাজের,অজুর নিয়ত শিখতে এবং বলতে। অথচ যেখানে নিয়ত হলো মনের বিষয়।এখন কি করবে বা কেন করবে তা মনে মনে চিন্তা করায় নিয়ত।তাই নামজের নিয়ত বা অজুর নিয়ত নিয়ে যারা সন্দেহে পতিত থাকে তাদের কোথা ভিত্তিহীন ।এবং নামাজের ভিতরকার অবস্থা নিয়ে ও সন্দেহে পতিত হলে নিশ্চয়তার উপর ভিত্তি করে পড়তে হবে ।

মানুষ কতৃক কিছু বিদআত

- অপবিত্র জিনিসে হেঁটে গেলে উযুর উপর প্রভাব
- জুতা পড়ে সালাত আদায় করা
- মহিলাদের লম্বা পোশাকে রাস্তার ময়লা লাগা
- সব জায়গাই সালাত আদায় করা
- সালাতের সময় শিশুদের বহন করা
- মুশরিকদের তৈরি পোশাক ও তাদের থেকে খাবার গ্রহণ
- খোলা পাত্রের অবশিষ্ট পানি ব্যবহার
- অপ্রবহমান রক্ত নিয়ে সালাত আদায়
- বুকের দুধ পান করানো নারীদের পোশাক
- শিরক ও হালাল বিষয় হারাম করার মধ্যে সাদৃশ্য.
- উচ্চারণে ওয়াসওয়াসা ।

এসব নিয়ে মানুষ এখন খুব বেশি বাড়াবাড়ি করে থাকেন। যেটা কখনোই উচিত নয়।

ওয়াসওয়াসায় আক্রান্ত ব্যক্তির অজুহাতের জবাব..

পোশাকের নাপাকির স্থান না জানা থাকলে করণীয়

কেউ যদি তার পোশাকের কোন জায়গা নাপাক হয়েছে তা না জানে, তাহলে তার উচিত সম্পূর্ণ পোশাক ধোয়া। এটা ওয়াসওয়াসার বিষয় নয়। বরং এটা হচ্ছে প্রয়োজনীয় ফরয আদায় করার বিষয়। এক্ষেত্রে তার উচিত পোশাকের নাপাকির জায়গাসমূহ পরিষ্কার করা। কিন্তু যেহেতু সে জানে না ঠিক কোন জায়গা নাপাক হয়েছে, তাই তার উচিত ফরয আদায়ের জন্য পুরো পোশাক ধুয়ে ফেলা।

পোশাক পবিত্র নাকি অপবিত্র

আলিমদের মাঝে এটা একটি বিতর্কিত বিষয়।।

সর্বাধিক বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য মত হচ্ছে, পরিষ্কার কাপড়ের সংখ্যা কম বা বেশি যাই হোক না কেন; একজন বান্দার উচিত পোশাক যাচাই করে সালাত আদায় করা।। অপরদিকে ইবনু উকাইল রহিমাহুল্লাহ বলেছেন যে, যদি কারো পোশাকের সংখ্যা অধিক হয়, তাহলে সে নিশ্চয়তার পথ বেছে নেবে। কিন্তু যদি পোশাক সংখ্যা সীমিত থাকে, তাহলে সবগুলো পোশাকই যাচাই করবে।

শাইখ ইবনু তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন, "অপবিত্রতা এড়িয়ে চলা অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। তাই পোশাক যাচাইয়ের পর যদি কারো মনে হয় পোশাক পবিত্র আছে, তাহলে সে তা পরে সালাত আদায় করবে। সন্দেহের কারণে তার সালাত বাতিল গণ্য হবে না।"

আবু সাওর রহিমাহুল্লাহর মত-পোশাকের পবিত্রতা অনিশ্চিত হলে উলঙ্গ অবস্থায় সালাত আদায় করা-একেবারেই বাতিল। কারণ যদিও-বা কেউ তার পোশাকের অপবিত্রতা সম্পর্কে জানে, কিন্তু আল্লাহ তাআলার সামনে উলঙ্গ হয়ে ও জনসম্মুখে গোপনাঙ্গ অনাবৃত করে সালাত আদায় করার চেয়ে অপবিত্র কাপড়ে সালাত আদায় করা শ্রেয়।যা হোক না কেন, এটি প্রচলিত নিন্দনীয় ওয়াসওয়াসার অন্তর্ভুক্ত।

উযুর পাত্রের পবিত্রতা নিয়ে সন্দেহ

উযুর পাত্রের পবিত্রতা ওয়াসওয়াসার বিষয় নয়। এ বিষয়ে উলামায়ে কিরামের মাঝে অনেক বেশি মতবিরোধ রয়েছে।
ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ বলেন, "এ অবস্থায় একজন বান্দার উচিত তায়াম্মুম করা, এবং সন্দেহযুক্ত পাত্রের পানি ব্যবহার না করা।" অন্য এক বর্ণনায় তিনি বলেন, "বান্দার উচিত পানি ফেলে দিয়ে তায়াম্মুম করা। যেন সে নিশ্চিত হতে পারে যে, তার কাছে ব্যবহারযোগ্য কোনো পবিত্র পানি নেই।"

ইমাম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ বলেন, "যখন পরিষ্কার পাত্রের সংখ্যা অপরিষ্কার পাত্রসংখ্যা ছাড়িয়ে যায়, তখন একজন ব্যক্তি নিরীক্ষণ করে দেখবে কোনটা ব্যবহার করা উচিত। কিন্তু তারা যদি সংখ্যায় সমান হয়, কিংবা পরিষ্কার পাত্রের সংখ্যা অপরিষ্কার পাত্রসংখ্যার চেয়ে কম হয়, তাহলে আর নিরীক্ষণের প্রয়োজন নেই। ইমাম আহমাদের সাথিদের অনেকের মতও অনুরুপ ছিল। যেমন: আবু বাকর, ইবনু শাকিল্লা এবং নাজ্জাদ রহিমাহুমুল্লাহ প্রমুখ একনিষ্ঠ আলিম।

ইমাম শাফিয়ি এবং কয়েকজন মালিকি আলিম বলেছেন যে, ব্যক্তির উচিত সর্বাবস্থাতেই পাত্র নিরীক্ষা করা।এমতাবস্থায় একজন ব্যক্তি যে কোনো পাত্রের পানি দিয়েই উযু করতে পারে। কারণ, পানি তখনই অপবিত্র হয়, যখন তার স্বাদ বা রং পরিবর্তন হয়।

কিবলার দিক নিয়ে বিভ্রান্তি-

আলিমগণ বলেছেন যে, যদি কোনো ব্যক্তি কিবলার দিক নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত থাকে, তাহলে সে তার নিজ বিচার-বুদ্ধির অনুসরণ করে কিবলা নির্ণয় করবে এবং সেদিক ফিরেই সালাত আদায় করবে।

খেলাধুলা বিষয়ে ইসলামের মৌলিক নীতিমালা এবং শয়তানের ধোঁকা

শরীয়তের আলোকে খেলাধুলাকে দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

প্রথমত-এমন খেলা, যা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হয়ে থাকে এবং এর দ্বারা শরীরচর্চা ও জিহাদের প্রস্তুতির কাজ হয়-যেমন: সাঁতার কাটা, লক্ষ্য ভেদ করা, অশ্বারোহণ ইত্যাদি; কিংবা যা শারীরিক বিকাশ সাধনে ভালো ভূমিকা পালন করে; অথবা এমন খেলা, যা জ্ঞানগত বিকাশ সাধন করে; এই জাতীয় খেলা জায়েজ। এই জাতীয় খেলায় নিয়তের উপর সওয়াব পাওয়া যায়-অর্থাৎ নিয়ত ভালো হলে সওয়াব হবে, নয়তো নয়।

দ্বিতীয়ত-এমন খেলা, যার দ্বারা শরীরচর্চা ও জিহাদের প্রস্তুতির কাজ হয় না; এই জাতীয় খেলাকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

ক. এমন খেলা, যা কুরআন-সুন্নাহর নিয়ম দ্বারা সরাসরি নিষিদ্ধ। যেমন: ডাইস তৈরি করে খেলা দাবা, পাশা ইত্যাদি। এই জাতীয় খেলা মুসলিমদের জন্য নিষিদ্ধ।
খ. এমন খেলা, যা কুরআন-সুন্নাহর নিয়ম দ্বারা সরাসরি নিষিদ্ধ নয়; এটিও আবার দুই প্রকার।

প্রথম প্রকার: যেই খেলার সাথে হারাম কিছু মিশ্রিত হয়, অথবা যার ফলাফল হারাম-যেমন কোনো খেলায় পর্দার লঙ্ঘন হওয়া, গান বাজনা অন্তর্ভুক্ত হওয়া, জুয়া অন্তর্ভুক্ত হওয়া ইত্যাদি; অথবা খেলাটি হারামের মাধ্যম হওয়া-অর্থাৎ ঐ খেলাকে কেন্দ্র করে হারামের প্রচার-প্রসার ঘটা। এসব ক্ষেত্রে ঐ খেলায় অংশগ্রহণ সম্পূর্ণ নাজায়েজ।

দ্বিতীয় প্রকার: শর্তসাপেক্ষে হালাল। শর্ত লঙ্ঘিত হলে হারাম। এই শ্রেণির খেলাগুলোর মধ্যে আছে ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস, ভলিবল, ইত্যাদি। শর্তগুলো হলো:

১. আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল না করা। যেমন: খেলায় নির্ধারিত সময়ের কারণে সালাতে বিঘ্ন ঘটা।
২. খেলা জুয়ামুক্ত হতে হবে। সুতরাং কোন খেলায় যদি জুয়া থাকে, সেটা সর্বাবস্থায় হারাম ।

৩. এমন কোনো কিছুকে সম্মান করতে বাধ্য না হওয়া, যার সম্মান করতে ইসলাম অনুমোদন দেয় না-যেমন : জাতীয় সঙ্গীতের সময় দাঁড়িয়ে তা সম্মান করার রেওয়াজ।
৪. পর্দা লঙ্ঘন না হওয়া। সুতরাং যেসব খেলায় পর্দা রক্ষিত হয় না, তা জায়েজ হবে না।
৫. সতর আবৃত থাকা। ফলে ফুটবলের মতো খেলা, যা সাধারণত সতর খুলে খেলা হয়, এমন হলে তা জায়েজ নেই।
৬. জীবনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ না হওয়া। কারণ, নিজের জীবনকে ঝুঁকিতে ফেলা বা ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়ার অনুমতি ইসলামে নেই।
৭. জয়-পরাজয়ের ভিত্তিতে শত্রুতা-মিত্রতা সৃষ্টি না হওয়া। কারণ, মুসলিমদের পারস্পরিক সৌহার্দ-সম্প্রীতি বজায় রাখার প্রতি ইসলামের জোরালো নির্দেশনা রয়েছে।

আমাদের দেশে লুডু বা ছক্কা বলে যেই খেলা প্রচলিত, তা এই পাশা খেলারই অনুরূপ। হাদীসে এসেছে, “যে ব্যাক্তি পাশা খেলল, সে যেন শূকরের গোশত ও রক্তে হাত রাঙাল।”[মুসলিম: ২২৬০]

আরেক হাদীসে পাশা খেলা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, “যে পাশা খেলল, সে আল্লাহ ও তার রাসূলের নাফরমানি করল।” [সুনানে আবু দাউদ: ৪৯৩৮; সহীহ।]

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'চারও ইমামের মাযহাব হলো পাশা খেলা হারাম-যদিও তাতে (অর্থের) বিনিময় না থাকে।'

দাবা খেলার পরিচয় ও হুকুম

প্রচলিত আরেকটি খেলা হলো দাবা। এর কঠোরতা পাশার চেয়ে একটু কম। কারণ, দাবার বিষয়ে পাশার মতো কঠোরতা-আরোপকারী বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণিত হয়নি। দাবার বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যে কয়েকটি হাদীস পাওয়া যায়, সবই যঈফ।

ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'দাবা খেলা বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যা বর্ণিত হয়েছে, সবই বানোয়াট দেশ। তবে হ্যাঁ, সাহাবীদের থেকে এই ব্যাপারে নিষিদ্ধতা বর্ণিত হয়েছে।'

মোটকথা হলো, দাবা খেলা যদি অর্থের বিনিময়ে হয়, তবে জুয়া হওয়ার কারণে নিঃসন্দেহে তা হারাম। আর যদি শুধু এমনি বিনোদনের জন্য হয়, তবে অধিকাংশ আলেমের মতে তা হারাম হবে। তবে সেক্ষেত্রে কেউ কেউ বৈধ হওয়ার মত দিয়েছেন— যেহেতু দাবার বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিশুদ্ধ সনদে কোন হাদীস বর্ণিত হয়নি।

খেলতে গেলে আমরা সময়ের ব্যাপারে অনেক বেশি উদাসীন হয়ে যাই । এতে অনেক বেশি সময়ের অপচয় হয়। যা আমাদের ধর্মের বিরোধী ।এবং এটাও শয়তানের একটা চক্রান্ত ।

শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মুমিনের হাতিয়ার

সাবধানতা ও সতর্কতা

শয়তানের বিরুদ্ধে সাবধানতা জরুরি। তার বিরুদ্ধে জয়লাভ করার জন্য তার উদ্দেশ্য ও কৌশল সম্পর্কে জ্ঞান থাকা জরুরি। মানুষ যদি এসব ব্যাপারে উদাসীন থাকে, তাহলে শয়তান যেকোনো পথে তাকে আক্রমণ করতে পারে।

কুরআন ও সুন্নাহ আঁকড়ে ধরে থাকা

প্রতিরক্ষা হিসেবে সবচেয়ে শক্তিশালী যে জিনিস ব্যবহৃত হয়, তা হলো জ্ঞান ও কাজে আল্লাহর কিতাব ও রাসূল)ﷺ(-এর সুন্নাহ আঁকড়ে ধরে থাকা। কিতাব ও সুন্নাহ আমাদের প্রদর্শন করে সিরাতুল মুস্তাক্বীম বা সরল পথ। আর শয়তান চায় আমাদের সরল পথ থেকে বিচ্যুত করতে।

আল্লাহ্ কুরআনে বলেন,

وَأَنَّ هَٰذَا صِرَٰطِى مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا۟ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِۦ ۚ ذَٰلِكُمْ
وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٥٣

“(আল্লাহ্ বলেন,) 'আর এটি তো আমার সোজা পথ।' সুতরাং তোমরা তার অনুসরণ করো এবং অন্যান্য পথ অনুসরণ কোরো না, তাহলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। এগুলো তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করো।”[সূরাহ আল- আন'আম ৬:১৫৩]

নবিজি (স) এই আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি হাত দিয়ে একটি সরলরেখা টেনে বললেন, "এটি আল্লাহর সরল পথ।” এরপর এর ডানে-বামে অনেকগুলো রেখা এঁকে বললেন, “এই সব পথে শয়তান বসে থেকে (মানুষকে) এর দিকে ডাকছে।" তারপর তিনি উপরের আয়াতটি তিলাওয়াত করেন।

বিশ্বাস, কাজ, কথা, ইবাদাত, আইন ইত্যাদিতে আল্লাহর আদেশ মেনে চললে এবং তাঁর নিষেধকৃত জিনিস থেকে দূরে থাকলে শয়তান থেকে মানুষ সুরক্ষিত থাকবে। আল্লাহ্ কুরআনে বলেন,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱدْخُلُوا۟ فِى ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَـٰنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ
مُّبِينٌ ٢٠٨

"হে মুমিনগণ, তোমরা ইসলামে পূর্ণরূপে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কোরো না। নিশ্চয় সে তোমাদের জন্য স্পষ্ট শত্রু।" [সূরাহ আল-বাকারাহ ২:২০৮]

এই আয়াতে ব্যবহৃত 'আস-সিলম' শব্দের অর্থ ইসলাম। আরেক দল আলিমের মতে এর অর্থ আল্লাহর আনুগত্য। মুকাতিলের মতে এর দ্বারা সকল ভালো কাজ উদ্দেশ্য। এ থেকে বোঝা যায় যে, সাধ্যানুযায়ী ইসলামের সকল বিধানই পালন করতে হবে। একই আয়াতে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। যে ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ করে, সে শয়তান থেকে নিরাপদ দূরত্বে আছে। যে ইসলামের কিছু অংশ অনুসরণ করা ছেড়ে দিল, সে শয়তানের কিছু পদাঙ্ক অনুসরণ করা শুরু করল। অর্থাৎ, আল্লাহর আদেশ-নিষেধের অন্যথা করা মানেই শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করা। যেমন- হারাম ও নাপাক খাদ্য গ্রহণ করাটা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করার অন্তর্ভুক্ত।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِى ٱلْأَرْضِ حَلَٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ١٦٨

"হে মানুষ! জমিনে যা রয়েছে, তা থেকে হালাল পবিত্র বস্তু আহার করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কোরো না। নিশ্চয় সে তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট শত্রু।" [সূরাহ আল-বাকারাহ ২:১৬৮]

কথা-কাজে কুরআন-সুন্নাহ আঁকড়ে ধরে থাকলে এবং প্রতিদিন কুরআন তিলাওয়াতে, কুরআনের আওয়াজে শয়তান দূরীভূত হবে এবং রেগে যাবে।

আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া

শয়তান ও তার সেনাবাহিনী থেকে রক্ষা পাওয়ার শ্রেষ্ঠ উপায় হলো বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া। শয়তানের উপর আল্লাহ্ ক্ষমতাধর।আল্লাহ রক্ষা না করলে ইবলিশ মানুষকে ধ্বংস করে দিতে পারে।তাই বান্দা যদি তাঁর কাছে আশ্রয় নেয়, শয়তান তাকে কীভাবে ধরবে তার প্রেক্ষিতে আল্লাহ বলেন,

خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأْمُرْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَٰهِلِينَ ١٩٩وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ نَزْغٌ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۚ إِنَّهُۥ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٠٠

“তুমি ক্ষমা প্রদর্শন করো এবং ভালো কাজের আদেশ দাও। আর মূর্খদের থেকে বিমুখ থাকো। আর যদি শয়তানের পক্ষ হতে কোনো প্ররোচনা তোমাকে প্ররোচিত করে, তবে তুমি আল্লাহর আশ্রয় চাও। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।” [সূরাহ আল-আ'রফ ৭:১৯৯-২০০]

এমনকি রাসূলুল্লাহ ﷺ কেও আল্লাহ্ আদেশ করেছেন শয়তানের প্ররোচনা ও উপস্থিতি থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে,

وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَٰتِ ٱلشَّيَٰطِينِ ٩٧وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ٩٨

"আর বলো, 'হে আমার রব! আমি শয়তানের প্ররোচনা থেকে আপনার কাছে পানাহ চাই। আর হে আমার রব! আমার কাছে তাদের উপস্থিতি হতে আপনার কাছে পানাহ চাই।” [সূরাহ আল-মুমিনুন ২৩:৯৭-৯৮]

এই আয়াত আমাদের আদেশ দিচ্ছে শয়তানের ওয়াসওয়াসার ফাঁদে না পড়তে। আল্লাহ্ আমাদের আদেশ দিচ্ছেন দুর্লঙ্ঘনীয় শত্রু শয়তানের কাছ থেকে তাঁর কাছে আশ্রয় চাইতে। শয়তান কখনও সৌজন্যমূলক আচরণে গলে যায় না। সে তার শত্রু মানুষের সর্বনাশ ছাড়া আর কিছুতেই শান্ত হয় না।

টয়লেটে প্রবেশের সময় আশ্রয় প্রার্থনা

টয়লেটে প্রবেশ করার সময় পুরুষ শয়তান ও নারী শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় কামনা করা উচিৎ। সহীহাইনে আনাস (র) থেকে বর্ণিত আছে নবিজি ﷺ যখনই প্রাকৃতিক কর্ম সম্পাদনের স্থানে প্রবেশ করতেন, তার আগে বলতেন,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

“হে আল্লাহ্! মর্দা শয়তান ও মাদী শয়তান থেকে আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই।”

মুসনাদ আহমাদ ও সুনান আবু দাউদে সহিহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যাইদ ইবনু আরকাম(র) বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ، فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَقُلْ :اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

"এসব শৌচাগারে শয়তান থাকে। তাই শৌচাগারে প্রবেশের সময় বলবে, 'হে আল্লাহ্! মর্দা শয়তান ও মাদী শয়তান থেকে আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই।'"

রাগের সময় আশ্রয় পার্থনা

এক হাদিসে এসেছে, দুইজন ব্যক্তি পরস্পরের প্রতি এত রেগে গিয়েছিল যে, তাদের দেখে হাদিস বর্ণনাকারীর কাছে মনে হচ্ছিল তারা একজন আরেকজনের নাক কেটে দেবে। নবিজি (স) বললেন, "আমি এমন একটি বাক্য জানি, যা তারা পাঠ করলে রাগ তাদের ছেড়ে চলে যাবে।" লোকেরা জিজ্ঞেস করল, "সেটি কী, হে আল্লাহর রাসূল?" তিনি বললেন, "আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বানির রজীম।" আল-বুখারি, মুসলিম, আবু দাউদ ও আহমাদ এটি বর্ণনা করেছেন।

সহবাসের সময় আশ্রয় প্রার্থনা

আমাদেরকে শেখানো হয়েছে যে, স্বামী যখন স্ত্রীর সাথে সহবাস করবে, তখন পড়বে,

بِاسْمِ اللَّهِ ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

"আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। হে আল্লাহ্! আমাদেরকে শয়তান থেকে দূরে রাখুন এবং আপনি আমাদের যা দেবেন, তা থেকে শয়তানকে দূরে রাখুন।"

এই সহবাসের ফলে সন্তান হলে শয়তান সেই সন্তানের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। হাদিসটি সহিহ আল-বুখারি ও সহিহ মুসলিমে বর্ণিত।

কোনো অপরিচিত ভূমি বা উপত্যকায় প্রবেশের সময় আশ্রয় পার্থনা

কোনো অপরিচিত ভূমি বা উপত্যকায় প্রবেশের সময় আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে হবে। জাহিলি যুগের মুশরিকরা এরকম জায়গায় ঢুকলে সেখানে অবস্থানরত জিন ও শয়তানদের কাছে আশ্রয় চাইত, যাতে তারা তাদের ক্ষতি না করে। তারা বলত, "আমরা এই উপত্যকার নেতার কাছে তাঁর জাতির নির্বোধদের কাছ থেকে আশ্রয় চাইছি।" এর ফলে জিনেরা অহংকারী হয়ে উঠত ও তাদের ক্ষতি করত।

আল্লাহ্ বলেন,

وَأَنَّهُۥ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ٦

"আর নিশ্চয় মানুষদের মধ্যকার কতিপয় লোক জিনদের মধ্যকার কতিপয় লোকের আশ্রয় নিত, ফলে তারা তাদের অহংকার বাড়িয়ে দিয়েছিল।" [সূরাহ আল-জিন ৭২:৬] অন্যভাবে বললে, এতে জিনেরা আল্লাহর অবাধ্যতা বাড়িয়ে দিত।

গাধার ডাক শুনতে পেলে আশ্রয় প্রার্থনা

নবিজি (স) বলেন, “গাধার ডাক শুনলে বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইবে।” আমরা জানি , রাতের বেলা গাধা ডাকার অর্থ হলো সে শয়তান দেখতে পেয়েছে।

কুরআন তিলাওয়াতের আগে আশ্রয় প্রার্থনা

فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَـٰنِ ٱلرَّجِيمِ ٩٨إِنَّهُۥ لَيْسَ لَهُۥ سُلْطَـٰنٌ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ٩٩

"সুতরাং যখন তুমি কুরআন পড়বে, তখন আল্লাহর কাছে বিতাড়িত শয়তান হতে পানাহ চাও। নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের রবের উপর তাওয়াক্কুল করেছে, তাদের উপর শয়তানের কোনো ক্ষমতা নেই।” [সূরাহ আন-নাহল ১৬:৯৮-৯৯]

সন্তান ও পরিবারের জন্য দু'আ

নবিজি (আ) তাঁর নাতি আল-হাসান ও আল-হুসাইনের জন্য এই বলে দু'আ করতেন,

أُعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لامَّةٍ

"আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ কালিমার মাধ্যমে আশ্রয় চাইছি সকল শয়তান থেকে, সকল বিষধর প্রাণী থেকে ও সকল কুদৃষ্টি থেকে।”

এরপর তিনি বলেন, "আমার পিতা ইবরাহিম (আ) এভাবেই ইসমাঈল (আ) ও ইসহাক (আ)-এর জন্য দু'আ করতেন।" এটি সহিহ আল-বুখারি ও সহিহ মুসলিমে এসেছে। আবু বকর আল-আনবারি বলেছেন, এই দু'আয় আল-হাম্মাত হলো আল-হাওয়ামের বহুবচন। এর অর্থ শয়তানি ওয়াসওয়াসা। আর আল-লাম্মাত হলো আল-মুলামা। কিন্তু একে হাম্মাতের সাথে মিলিয়ে সহজে উচ্চারণের জন্য লাম্মাত বলা হয়েছে।

শ্রেষ্ঠ দু'আ হলো কুরআনের শেষ দুই সূরাহ

দু'আ করার সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতি হলো সূরাহ আল-ফালাক ও সূরাহ আন-নাস দিয়ে দু'আ করা। উকবাহ ইবনু আমর (র) থেকে বর্ণিত নবিজি (স) বলেছেন,

إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَتَعَوَّذُوا بِمِثْلِ هَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ

"" قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ' এবং قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ' এর মতো (শ্রেষ্ঠ) আর কোনো দু'আর মাধ্যমে মানুষ কখনও আশ্রয় প্রার্থনা করেনি।” (সুনানে নাসাঈ)

আল্লাহর যিকিরে ব্যস্ত থাকা

জিকির মানুষের অন্তর থেকে শয়তানকে তাড়িয়ে দেয়। সেক্ষেত্রে আমরা لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّٰهُ সবসময় পড়তে পারি।

মুসলিমদের জামা'আহর সাথে যুক্ত থাকা

শয়তানের কূট-কৌশল উন্মোচিত করে দেওয়া

শয়তানের থেকে ভিন্নরকম হওয়া

· **তাড়াহুড়া আসে শয়তানের পক্ষ থেকে**

শয়তানের একটি প্রিয় স্বভাব হলো তাড়াহুড়া, যা মানুষকে ভুল করতে বাধ্য করে। নবিজি (স) বলেন,

الثاني مِنَ الرحمن وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ

"ধীরস্থিরতা আর-রহমানের পক্ষ থেকে আর তাড়াহুড়া শয়তানের পক্ষ থেকে।"

আমাদের জন্য ফরজ হলো এই বৈশিষ্ট্যে শয়তানের চেয়ে আলাদা হওয়া এবং আল্লাহর পছন্দনীয় তরিকায় কাজ করা।

· **হাই তোলা**

শয়তানের একটি প্রিয় কাজ হলো হাই তোলা। এ কারণে নবিজি (স) বলেছেন হাই আসলে যথাসম্ভব চেপে রাখতে। তিনি বলেন,

التَّثَاؤُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَالَ :هَا، ضَحِكَ الشَّيْطَانُ

"হাই তোলা শয়তানের পক্ষ থেকে। যদি তোমাদের কারো হাই উঠে, তা যথাসম্ভব চেপে রাখবে। কেউ যদি হাই তোলার সময় 'হা' জাতীয় শব্দ করে, তাহলে শয়তান তাকে নিয়ে হাসাহাসি করে।" (সহিহ আল-বুখারি ও সহিহ মুসলিম)

কারণ হাই তোলা আলস্যের লক্ষণ। মানুষ অলস হয়ে গেলে শয়তান খুশি হয়। অলসতার কারণে মানুষ নেক আমল করা কমিয়ে দেয়।

তাওবাহ ও ইস্তিগফার করা

শয়তানের প্ররোচনায় পড়ার সাথে সাথেই তাওবাহ ইস্তিগফার করে নিলে শয়তানের চক্রান্ত থেকে বাঁচা সহজ হয়। এটি আল্লাহর তাকওয়াবান বান্দাদের একটি বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ্ বলেন,

إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوۡاْ إِذَا مَسَّهُمۡ طَٰٓئِفٌ مِّنَ ٱلشَّيۡطَٰنِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبۡصِرُونَ ٢٠١

নিশ্চয় যারা তাকওয়া অবলম্বন করছে, তাদেরকে শয়তান যখন কুমন্ত্রণা দেয় তখন তারা আল্লাহকে স্বরণ করে এবং সাথে সাথেই তাদের চোখ খুলে যায় । [সূরাহ আল-আ'রাফ ৭:২০১]

গুনাহ করার কথা চিন্তা করা বা করে ফেলার ব্যাপারে এই আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে। বান্দা তখন আল্লাহর শাস্তি এবং নেক আমলের বিনিময়ে আল্লাহর পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি স্মরণ করে। তাই তারা দ্রুত তাওবাহ করে নিয়ে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চায়। আয়াতের শেষাংশের আক্ষরিক অর্থ "চোখ খুলে যাওয়া" বলতে বোঝানো হয়েছে তারা সঠিক জিনিসটি বুঝতে পারে। শয়তান চায় মানুষের অন্তর্চক্ষুকে সত্য বোঝা থেকে অন্ধ করে রাখতে। এর ফলে লোভ-লালসা ও সন্দেহ-সংশয় দিয়ে অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে যায়।

নবিজি (স) বলেছেন,

إِنَّ الشَّيْطَانَ قَالَ :وَعِزَّتِكَ يَا رَبِّ، لَا أَبْرَحُ أُغْوِي عِبَادَكَ مَا دَامَتْ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ،
قَالَ الرَّبُّ :وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا أَزَالُ أَغْفِرُ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُونِي

"নিশ্চয় শয়তান বলেছে, 'আপনার ইযযাতের কসম, হে প্রতিপালক! আপনার বান্দাদের দেহে প্রাণ থাকা পর্যন্ত আমার প্ররোচনা থামবে না।' প্রতিপালক আল্লাহ বললেন, 'আমার ইযযাত ও জালালের কসম! যারা ক্ষমা চাইতে থাকে, তাদেরকে ক্ষমা করা আমি থামাব না।"

ভুল করে ফেলার সাথে সাথেই যারা তাওবাহ করে, তাদের ক্ষেত্রেই এটি প্রযোজ্য। পিতা আদম (প্রজ্ঞা) এই কাজটিই করেছিলেন। নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে ফেলার পর তাঁকে তাওবাহ করার শব্দ শিক্ষা দেওয়া হয় এবং তিনি তার দ্বারা ক্ষমা চান। আদম ও তাঁর স্ত্রী এই বলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চান,

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَـٰسِرِينَ ٢٣
তারা বলল, ‘হে আমাদের রব! আমারা নিজেদের প্রতি যুলুম করছি। আর যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং দয়া না করেন, তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব ।’ [সূরাহ আল-আ'রফ ৭:২৩]

আর শয়তানের অনুগতদের ব্যাপারে আল্লাহ্ বলেন,

وَإِخْوَٰنُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِى ٱلْغَىِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ٢٠٢
"আর শয়তানের ভাইয়েরা ভ্রষ্টতায় তাদেরকে সহযোগিতা করে। অতঃপর তারা ত্রুটি করে না।" [সুরাহ আল-আ'রাফ ৭:২০২]

"শয়তানের ভাইয়েরা" বলতে বোঝানো হয়েছে মানুষের মধ্য থেকে শয়তানের সহযোগীদের। যেমন এই আয়াতে বলা হয়েছে,

إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓا۟ إِخْوَٰنَ ٱلشَّيَـٰطِينِ ۖ وَكَانَ ٱلشَّيْطَـٰنُ لِرَبِّهِۦ كَفُورًا ٢٧
“নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার রবের প্রতি খুবই অকৃতজ্ঞ।” [সূরাহ বনি ইসরাইল ১৭:২৭]

তারা শয়তানের আদেশ শোনে ও মানে। "তারা ত্রুটি করে না" অর্থ হলো তারা তাদের খারাপ কাজগুলোকে সুশোভিত করে দেখায়। যেমন এই আয়াতে বলা হয়েছে,

أَلَمْ تَرَ أَنَّآ أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَـٰطِينَ عَلَى ٱلْكَـٰفِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا ٨٣
"তুমি কি লক্ষ্য করোনি যে, আমি কাফিরদের জন্য শয়তানদেরকে ছেড়ে দিয়েছি; ওরা তাদেরকে বিশেষভাবে প্ররোচিত করে?" [সূরাহ মারইয়াম ১৯:৮৩]

শয়তানের প্রবেশপথ সংশয়-সন্দেহগুলো বন্ধ করা

কখনোই সন্দেহজনক বিষয়ে পতিত হবেন না। কখনও এমন কিছু ঘটে গেলে মানুষকে স্পষ্ট করে আসল ঘটনা বুঝিয়ে বলবেন। শয়তানকে মুসলিমদের অন্তরে সন্দেহ সৃষ্টি করতে দেবেন না।

আল্লাহ্ আমাদের আদেশ করেছেন পরস্পরের ব্যাপারে ভালো কথা আলোচনা করার, যাতে শয়তান আমাদের মাঝে শত্রুতা ও হিংসা স্থাপন করতে না পারে। আল্লাহ্ বলেন,

وَقُل لِّعِبَادِى يَقُولُوا۟ ٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ ٱلشَّيْطَـٰنَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّ ٱلشَّيْطَـٰنَ كَانَ لِلْإِنسَـٰنِ عَدُوًّا مُّبِينًا ٥٣

"আর আমার বান্দাদেরকে বলো, তারা যেন এমন কথা বলে, যা অতি সুন্দর। নিশ্চয় শয়তান তাদের মধ্যে বৈরিতা সৃষ্টি করে; নিশ্চয় শয়তান মানুষের স্পষ্ট শত্রু।" [সূরাহ বনি ইসরাইল ১৭:৫৩]

কিছু মানুষ আল্লাহর এই হুকুমের প্রতি বড় উদাসীন। তারা তাদের ভাইদের ব্যাপারে দ্ব্যর্থবোধক কথা বলে বা তাদের অপছন্দনীয় কোনো নাম ধরে ডাকে। ফলে সমাজে সম্প্রীতির বদলে কলহ দানা বাঁধে।

সবসময় ঈমানের সাথে থাকা

'মুমিনের মাঝে বসবাসকারী শয়তান সব সময় পরাস্ত হয়।'

শয়তান সৃষ্টির পেছনে হিকমাহ

শয়তান সকল ক্ষতি ও খারাবির মূল উৎস। এই জীবন ও আখিরাতের জীবন ধ্বংসের মূল হোতা সে। সে প্রতি যুগে ও প্রত্যেক স্থানে তার পতাকা উঁচিয়ে ধরে। সে মানুষকে আর-রহমানের প্রতি অবিশ্বাস ও অবাধ্যতার দিকে ডাকে। তার সৃষ্টির পেছনে কি কোনো প্রজ্ঞা আছে তা নিম্নে আলোচনা করা হলো ।

শয়তান ও তার মিত্রদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মাধ্যমে ইবাদাতে পূর্ণতা আসা

এই হিকমাহগুলোর একটি হলো, আল্লাহর নবি ও বান্দাগণ কর্তৃক শয়তান ও তার দলবলের বিরুদ্ধে লড়াই করার মাধ্যমে ইবাদাতের পূর্ণতা হাসিল করা। শয়তান ও তার দলবলকে রাগিয়ে দেওয়াও এর অন্তর্ভুক্ত। আরেকটি প্রজ্ঞা হলো শয়তান থেকে বাঁচার জন্য বান্দাদের আল্লাহর কাছে আশ্রয় গ্রহণ। দুনিয়া ও আখিরাতের যত কল্যাণ, এই একটি বিষয় ছাড়া তা সম্ভব ছিল না। এর ফলে ইবাদাতের যে উঁচু মাকামে আরোহণ করা যায়, শয়তানের অস্তিত্ব ছাড়া তা কখনওই সম্ভব ছিল না।

শয়তানের অস্তিত্বের ফলে আল্লাহর বান্দারা গুনাহের ব্যাপারে ভীত থাকে

ইবলিসের পরিণাম দেখার ফলে ফেরেশতা ও মানুষেরা গুনাহের ব্যাপারে ভীত থাকে। সম্মানজনক স্থান থেকে শয়তানের সারিতে তার অধঃপতন বড় মারাত্মক।

ফেরেশতারা গুনাহ করতে না জানলেও শয়তানের অধঃপতন দেখার পর তাদের ইবাদাত ও আত্মসমর্পণে নতুন মাত্রা যোগ হয়। তারা এক রাজার এমন দাসের মতো, যারা আরেক দাসের মহা অপমান প্রত্যক্ষ করেছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা সেই মহারাজার প্রতি সবচেয়ে বেশি ভীত ও আনুগত্যের ব্যাপারে সতর্ক থাকবে।

আল্লাহ্ তাকে চিন্তাশীলদের জন্য শিক্ষার উপকরণ বানিয়েছেন

যারা অহংকারবশত আল্লাহর হুকুম অমান্য করে, শয়তান তাদের জন্য দৃষ্টান্ত। ঠিক যেমন ভুল করার সাথে সাথে তাওবাহকারীদের জন্য আদম (আ) এক দৃষ্টান্ত। জিন ও মানবজাতির আদিপিতাদের গুনাহের মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়। এক পিতা হলো গুনাহের কাজে লেগে থাকা ব্যক্তিদের উদাহরণ, আরেক পিতা হলেন তাওবাহকারীদের উদাহরণ। এই দুই দৃষ্টান্তের নিদর্শনে রয়েছে শিক্ষার খনি।

আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের জন্য শয়তানকে পরীক্ষার মাধ্যম করেছেন

শয়তান এক ঝগড়াটে মাখলুক। এর মাধ্যমে আল্লাহ্ অন্য মাখলুকদের পরীক্ষা করে থাকেন। ফলে নেককার ও পাপাচারীরা আলাদা হয়ে যায়। আল্লাহ্ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে। কিছু মাটি মসৃণ, কিছু রুক্ষ। কিছু মানুষ ভালো, কিছু খারাপ। তাই এমন কিছু অবশ্যই থাকা উচিৎ, যা এই পার্থক্যকে স্পষ্ট করে তুলবে। নবিজি (স) বলেন,

"আল্লাহ আদমকে এক মুষ্টি মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, যা তিনি পৃথিবীর সকল জায়গা থেকে নিয়েছেন। তাই আদমের সন্তানেরা মাটির মতো। কিছু মসৃণ, কিছু রুক্ষ। কেউ ভালো, কেউ খারাপ।"

আদি উৎসের ছাপ সৃষ্টিতে রয়ে গেছে। এই পার্থক্য থাকা ও প্রদর্শিত হওয়াটা আল্লাহর প্রজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। এই পার্থক্য উঠে আসার কোনো কারণ অবশ্যই থাকতে হবে। শয়তান সেই প্রভাবক, যা স্পষ্ট করে দেয় কোন মাখলুক কেমন। ইবলিস ভালো ও মন্দের পার্থক্য স্পষ্ট করে তোলে, যেভাবে নবি-রাসূলগণের মাধ্যমেও একই পরীক্ষা করা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন,

مَّا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ ۗ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِى مِن رُّسُلِهِۦ مَن يَشَآءُ ۖ فَـَٔامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ ۚ وَإِن تُؤْمِنُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ١٧٩

"সৎকে অসৎ হতে পৃথক না করা পর্যন্ত আল্লাহ মুমিনদেরকে, তারা যে অবস্থায় আছে ঐ অবস্থায় রেখে দিতে পারেন না।" (সূরাহ আলে ইমরান ৩:১৭৯)

নিজ নিজ কাজের জন্য দায়ী মানবজাতির কাছে আল্লাহ্ নবি ও রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন। কিছু মানুষ ভালো, কিছু মানুষ খারাপ। নবি-রাসূলগণ ভালোদেরকে ভালোদের সাথে আর খারাপদেরকে খারাপদের সাথে জুড়ে দেন।

বিপরীতধর্মী জিনিস সৃষ্টি করার ব্যাপারে আল্লাহর সক্ষমতার প্রমাণ

শয়তান সৃষ্টি থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আল্লাহ্ যেমন জিবরিল (আ) ও ফেরেশতাদের সৃষ্টি করতে সক্ষম, তেমনি ইবলিস ও শয়তানদের সৃষ্টি করতে সক্ষম। এটি আল্লাহর ক্ষমতার এক গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন। তিনি আসমান-জমিন, আলো-আঁধার, জান্নাত-জাহান্নাম, আগুন-পানি, গরম-ঠাণ্ডা, ভালো-খারাপ ইত্যাদি বিপরীতধর্মী জিনিসের স্রষ্টা।

বিপরীতধর্মী জিনিসের মাধ্যমে অপরটির গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়

একটি হিকমাহ হলো বিপরীতধর্মী জোড়ার একটির পূর্ণ ভালোত্ব প্রকাশ করা। আঁধার আছে বলেই আলোর কল্যাণ টের পাওয়া যায়। দারিদ্র্য আছে বলেই স্বচ্ছলতার কল্যাণ বুঝে আসে।

পরীক্ষা হলো কৃতজ্ঞতা বাস্তবায়নের মাধ্যম

শয়তান সৃষ্টির আরেকটি হিকমাহ হলো এই যে, আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা বাস্তবায়িত হবে। সন্দেহ নেই যে, ইবলিস ও তার ওয়ালীদের অস্তিত্বের কারণে আল্লাহর ওয়ালীগণ ক্ষতির শিকার হয়। এ ধরনের পরীক্ষার ফলে তারা আল্লাহর প্রতি এমন কৃতজ্ঞ হয়, যা শয়তানের অস্তিত্ব ছাড়া সম্ভব ছিল না। জান্নাতে থাকা অবস্থায় আর জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার পর এর প্রকৃত মূল্য উপলব্ধি করে আদম (আ) কতবার আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া জানিয়েছেন, তা একটু তুলনা করে ভাবুন। জান্নাত থেকে বের হওয়ার পর তিনি এতই নিষ্ঠার সাথে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ও তাওবাহ করেন যে, আল্লাহ্ তা কবুল করে নেন।

ইবলিসের সৃষ্টির মাঝে ইবাদাতের অনেক বিষয় নিহিত

এমন ইবাদাতের অন্তর্ভুক্ত হলো আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা, আস্থা, ধৈর্য, আল্লাহকে পেয়ে সন্তুষ্টি লাভ ইত্যাদি। এ ধরনের ইবাদাত আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয়। এ ধরনের ইবাদাত অর্জিত হয় নিজেকে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ সমর্পণ করা ও আল্লাহর ভালোবাসাকে অন্য সবার ভালোবাসার উপরে স্থান দেওয়ার মাধ্যমে। আর জিহাদ হলো ইবাদাতের চূড়া এবং আল্লাহর সর্বাধিক প্রিয়। এই সকল ধরনের ইবাদাত সম্ভব হয় ইবলিস ও তার দলবলের অস্তিত্বের কারণে। এর সকল ফযিলত আল্লাহ ছাড়া কারো পক্ষে গণনা করা অসম্ভব।

শয়তান সৃষ্টির ফলে আল্লাহর নিদর্শন ও তাঁর ক্ষমতার মাহাত্ম্য স্পষ্ট হয়

নবি-রাসূলগণের বিরোধিতাকারীদের সৃষ্টির মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর নিদর্শন, ক্ষমতা, সূক্ষ্মতা ও সৃষ্টির অসাধারণত্ব প্রকাশ করেছেন। এই সকল নিদর্শনের ফলে ইবলিস ও তার বাহিনীর অনস্তিত্বের চেয়ে অস্তিত্বই আল্লাহর কাছে অধিক পছন্দনীয়। এই সকল মহা নিদর্শনের মধ্যে রয়েছে নূহ (আ) এর প্লাবন, লোহিত সাগরের দ্বিখণ্ডিতকরণ, মূসা (আ) এর লাঠি ও হাত, আগুনের ভেতর ইবরাহিম (আ)-এর বেঁচে থাকা ইত্যাদি।

এসবের মাধ্যমে আল্লাহর ক্ষমতা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা প্রকাশ পায়-যা তাঁর বিরোধিতাকারী মাখলুকদের ছাড়া প্রকাশ পেতো না।

আগুন থেকে ইবলিসের সৃষ্টি একটি নিদর্শন

আগুন ও এর সাথে সম্পৃক্ত জিনিসগুলো পোড়ানো, দমন করা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এতে আরো রয়েছে উজ্জ্বলতা ও আলো। আল্লাহই সেই স্বত্ত্বা, যিনি একই বস্তু থেকে দুইরকম ফলাফল তুলে আনেন। একইভাবে তিনি মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন ভালো ও মন্দ, কোমল ও রুক্ষ, লাল, কালো, সাদা মানুষ। এটি আল্লাহর ক্ষমতার এক স্পষ্ট প্রমাণ। এই সকল নিদর্শন দেখায় যে,

فَاطِرُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَٰمِ أَزْوَٰجًا ۖ يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ ۚ لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ ۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ١١

তিনি আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা, তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং গৃহপালিত জন্তুর মধ্য থেকে সৃষ্টি করেছেন জোড়া। এভাবে তিনি তোমাদের বংশ বিস্তার করেন; কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা [সূরাহ আশ-শুরা ৪২:১১]

আল্লাহর অনেক নামের তাৎপর্য উপলব্ধি করা যায় শয়তান সৃষ্টির বিষয়টি থেকে

আল্লাহর অনেক নাম রয়েছে। যেমন; লাঞ্চিতকারী, সম্মানিতকারী, মর্যাদাদানকারী, বিভ্রান্তকারী, বিচারক, ন্যায়বিচারক, প্রতিশোধগ্রহণকারী ইত্যাদি। এই নামগুলো এমন কিছু সংশ্লিষ্ট বিষয়ের দাবি করে, যেগুলোতে আল্লাহর বিধান কার্যকর হতে পারে। যেমন কল্যাণ, রিযিক দান, রহমত ইত্যাদি। উভয় ধরনের নামের অর্থ দুনিয়ায় প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক।

শয়তান সৃষ্টির মাধ্যমে সকল সৃষ্টির উপর আল্লাহর পূর্ণ ক্ষমতার প্রমাণ মেলে

আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। এর অর্থ হলো তিনি তাঁর সৃষ্টিকে যেভাবে ইচ্ছা তত্ত্বাবধান করতে পারেন। যেমন- শাস্তি দেওয়া, পুরষ্কৃত করা, লাঞ্ছিত করা, ন্যায়বিচার, দয়া, সম্মানিত করা ইত্যাদি। উভয় ধরনের সৃষ্টির (ভালো ও মন্দ) অস্তিত্ব থাকলেই কেবল উভয় ধরনের গুণাবলি প্রকাশিত হতে পারে।

ইবলিসের অস্তিত্ব আল্লাহর প্রজ্ঞার পূর্ণতার প্রমাণ

আল-হাকীম (প্রজ্ঞাময়) আল্লাহর একটি নাম। আর হিকমাহ বা প্রজ্ঞা হলো তাঁর একটি গুণ। তাই তিনি প্রতিটি জিনিস এর সঠিক জায়গায় সঠিক মাত্রায় স্থাপন করেন। এই জায়গায় অন্য কিছুই বা একই জিনিস ভিন্ন মাত্রায় স্থাপন করলে তা সঠিক হতো না। তিনি সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী বস্তু সৃষ্টি করেছেন, যাদের মাঝে সদৃশ কোনো বৈশিষ্ট্যই নেই। অতএব, উভয়রকম সৃষ্টির অস্তিত্ব তাঁর অসীম প্রজ্ঞা ও অসীম ক্ষমতার প্রমাণ।

প্রশংসা আল্লাহর, যিনি বাধা দেন ও অবদমিত করেন

নিজের সকল গুণাবলিতে আল্লাহ্ প্রশংসার যোগ্য। ন্যায়বিচার, দান করা, বাধা দেওয়া, অবদমিত করা, উচ্চ করা, লাঞ্ছিত করা, সম্মানিত করা-সবকিছুতেই। উভয়রকম গুণের জন্যই তিনি নিজের প্রশংসা করেছেন। ফেরেশতাগণ, রাসূলগণ ও বান্দাগণও তাঁর প্রশংসা করেন। তাঁর পরিপূর্ণ প্রশংসা প্রাপ্য। তাঁর প্রজ্ঞা যেমন পূর্ণাঙ্গ, তাঁর প্রশংসাও পূর্ণাঙ্গ। তাঁর প্রজ্ঞাকে অস্বীকার করা যেমন হারাম, তেমনি তাঁর প্রশংসাকেও অস্বীকার করা হারাম।

ইবলিসের সৃষ্টির মাধ্যমে আল্লাহর সহনশীলতা ও ধৈর্যের প্রমাণ মেলে

শয়তান সৃষ্টির আরেকটি হিকমাহ হলো আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের তাঁর সহনশীলতা, ধৈর্য, দয়া, দানশীলতা ইত্যাদি দেখাতে পছন্দ করেন। তা প্রদর্শিত হওয়ার জন্য এমন মাখলুক সৃষ্টি করা জরুরি, যারা তাঁর প্রতি কুফরি করবে, তাঁর অংশীদার সাব্যস্ত করবে, তাঁর অবাধ্য হবে, তাঁকে রাগান্বিত করবে। তবুও আল্লাহ তাদের আয়ু, রিযিক, কল্যাণ ইত্যাদি দিয়ে থাকেন। তিনি তাদেরকে মন্দ পথ ও শির্ক ছেড়ে কল্যাণের দিকে আসতে আদেশ করেন। তাদের কুফরি শির্ক ও পাপাচারের পরও তিনি তাদের অনুগ্রহ করেন, দু'আ কবুল করেন, তাদের ক্ষতি দূর করেন, দয়ালু আচরণ করেন। কতই না প্রশংসনীয় তিনি!

আল্লাহ মাখলুক সৃষ্টি করেছেন তাঁর নাম ও গুণাবলির প্রভাব দেখাতে নিজের নাম ও গুণাবলির প্রতি আল্লাহর ভালোবাসার কারণে তিনি তাঁর প্রজ্ঞা দিয়ে এমন কিছু সৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত নিলেন, যাদের মাঝে এসব নামের মাহাত্ম্য ও ফলাফল প্রকাশিত হবে। ক্ষমাশীলতার প্রতি ভালোবাসার কারণে তিনি ক্ষমার যোগ্যদের সৃষ্টি করলেন। তিনি দ্রুত শাস্তি দেন না। বরং তিনি নিজের অভিভাবকত্ব ও শাস্তি দিতে দেরি করাকে ভালোবাসেন।নিজের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রতি ভালোবাসার কারণে তিনি তাদেরকে সৃষ্টি

করলেন, যাদের উপর ন্যায়বিচার ও প্রজ্ঞা প্রয়োগ করা হয়।দানশীলতা ও দয়ার প্রতি ভালোবাসার কারণে তিনি পাপাচারীদের সৃষ্টি করলেন, যারা পাপ করার পরও তিনি তাদের দয়া করেন ও ক্ষমা করেন। এমন পাপাচারীদের সৃষ্টি না করলে তাঁর দয়া, মাহাত্ম্য ও এর সাথে সম্পর্কিত অনুগ্রহ থেকে মানুষ বঞ্চিত হতো। প্রশংসা আল্লাহর, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক, ন্যায়পরায়ণতম শাসক, অসীম জ্ঞান ও অসংখ্য অনুগ্রহের অধিকারী, যার প্রজ্ঞা তাঁর ক্ষমতার মতোই অসীম। প্রতিটি কাজেই তিনি পূর্ণ ও স্পষ্ট প্রজ্ঞাবান, ঠিক যেভাবে তিনি প্রতিটি কাজে অসীম ক্ষমতার অধিকারী।

এই বিতাড়িত স্বত্ত্বার সৃষ্টি থেকে এমন জ্ঞান আসে, যা আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা জাগ্রত করে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ক্রোধ অর্জনকারী এই মাখলুকের সৃষ্টি থেকেই এমন কত বিষয় যে আসে, যা আল্লাহর কাছে প্রিয়! এর ফলে আল্লাহ্ ভালোবাসার জিনিসই বেশি ঘটে এবং তাঁর অপছন্দনীয় জিনিস কম ঘটে। সর্বজ্ঞ তিনি, যিনি নিজের অপছন্দনীয় জিনিস সহ্য করে নিয়ে সেখান থেকে পছন্দনীয় জিনিস বের করে আনেন ।

তিনি তাঁর ওয়ালীগণের জন্য রক্ষক ও আশ্রয়দাতা হতে ভালোবাসেন

এই বিষয়ে ইবনুল কাইয়িম (রহ) লিখেন,

তাঁর ত্রুটিহীন ও প্রশংসনীয় হওয়ার অন্তর্ভুক্ত হলো এই যে, তিনি উদার, দানশীল ও করুণাময়। একইভাবে, তিনি আশ্রয়দাতা ও সাহায্যকারী। তিনি যেমন তাঁর কাছে আশ্রয় চাওয়াকে ভালোবাসেন, তেমনি আশ্রয় দিতেও তিনি ভালোবাসেন।

শয়তানকে কিয়ামত পর্যন্ত হায়াত দেওয়ার হিকমাহ

বান্দাদের জন্য পরীক্ষা

শয়তানকে আল্লাহ্ বান্দাদের জন্য পরীক্ষার বস্তু বানিয়েছেন। তাদের মাঝে ভালো ও মন্দদের আলাদা করতে সে ব্যবহৃত হয়। তাই তিনি তাকে কিয়ামত পর্যন্ত হায়াত দিয়েছেন। শয়তান মারা গেলে তাকে সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হতো। একইভাবে তিনি চিরকাল পৃথিবীতে কাফিরদের রাখবেন, যাতে তারা নেককার বান্দাদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ হয়। তাদের নিশ্চিহ্ন করে দিলে অনেক প্রজ্ঞাময় বিষয় হারিয়ে যেত। মানবজাতির আদিপিতা যেভাবে পরীক্ষিত হয়েছিলেন, তাঁর সন্তানেরাও পরীক্ষিত হবে। যারা শয়তানের বিরুদ্ধে লড়াই করে তাকে অমান্য করবে, তারা সুখী হবে। আর যারা তাকে অনুসরণ করবে, তারা নিজেই নিজেদের ধ্বংসের জন্য দায়ী।

শয়তান যত বাঁচবে, তার বদ আমল তত বাড়বে

শয়তান কিয়ামত পর্যন্ত হায়াত পেয়ে সম্মানিত হয়নি। বরং সে মরে গেলেই তার জন্য ভালো হতো। এতে তার বদ আমল কম হতো, শাস্তির পরিমাণও কম হতো। কিন্তু মানুষকে কিয়ামত পর্যন্ত পথভ্রষ্ট করতে থাকার কসম করার মাধ্যমে সে তার গুনাহ বাড়িয়েই চলেছে। তাই সে পাবেও সবচেয়ে বেশি শাস্তি। এজন্যই তাকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। তার শাস্তির সমান শাস্তি কেউই পাবে না। সে পাপাচার ও কুফরের নেতা। সে যেহেতু সব পাপের ভিত্তি, আখিরাতে সে সব পাপেরই শাস্তি পাবে। জাহান্নামে সব শাস্তি তাকে দিয়ে শুরু হয়ে ক্রমান্বয়ে তার অনুসারীদের কাছে যাবে। এটাই ন্যায়বিচার এবং অসীম প্রজ্ঞাময় সিদ্ধান্ত।

শয়তানকে কিয়ামত পর্যন্ত হায়াত দেওয়ার একটি কারণ তার নিজের একটি কথা থেকেই স্পষ্ট হয়,

قَالَ أَرَءَيْتَكَ هَٰذَا ٱلَّذِى كَرَّمْتَ عَلَىَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُۥٓ إِلَّا قَلِيلًا ٦٢

"সে বললো, 'দেখুন, এ ব্যক্তি, যাকে আপনি আমার উপর সম্মান দিয়েছেন, যদি আপনি আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত সময় দেন, তবে অতি সামান্য সংখ্যক ছাড়া তার বংশধরদেরকে অবশ্যই পথভ্রষ্ট করে ছাড়বো।" [সূরাহ বনি ইসরাইল ১৭:৬২]

আল্লাহ্‌ জানেন যে, আদামের অনেক সন্তান জান্নাতের যোগ্য নয়। তাই তিনি শয়তানকে অবকাশ দেন। আল্লাহ্‌ জানিয়ে দিয়েছেন যে, এমন পাপাচারীরা শয়তানের বন্ধু হবে আর সে তাদের জন্য অপেক্ষা করতে পারে। তারা শয়তানের শিকার। সেই বান্দা যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির যোগ্য হতো, তাহলে নেক বান্দাদের মতো তাকেও আল্লাহ্‌ শয়তান থেকে রক্ষা করতেন। আল্লাহ্‌ জানিয়েছেন যে, নেককার বান্দারা তাঁর পক্ষ থেকে নিরাপত্তা পাবার যোগ্য। আর শয়তানের জন্য কেবল সেসব পাপাচারীকেই রাখা হবে, যারা আল্লাহর নিরাপত্তা ও সন্তুষ্টিকে প্রত্যাখ্যান করেছে,

إِنَّهُۥ لَيْسَ لَهُۥ سُلْطَـٰنٌ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ٩٩إِنَّمَا سُلْطَـٰنُهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُۥ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِۦ مُشْرِكُونَ ١٠٠

"নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের রবের উপর তাওয়াক্কুল করেছে, তাদের উপর শয়তানের কোনো ক্ষমতা নেই। তার ক্ষমতা তো কেবল তাদের উপর, যারা তাকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে এবং যারা আল্লাহর সাথে শরীক করে।" [সূরাহ আন-নাহল ১৬:৯৯-১০০]

শয়তান কতটুকু সফল হবে?

শয়তান যখন আদমকে (আ) সিজদা করতে অস্বীকৃতি জানালো, আল্লাহ তাকে নিজের রহমত থেকে, জান্নাত ও সুখশান্তি থেকে বের করে দিলেন, তার প্রতি ক্রোধান্বিত হলেন ও তাকে লা'নত করলেন। শয়তান তার প্রতিপালকের সামনে মানবজাতিকে প্ররোচিত ও পথভ্রষ্ট করার শপথ নেয়। সে ওয়াদা করেছে,

لَّعَنَهُ ٱللَّهُ ۘ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ١١٨وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَـَٔامُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ ٱلْأَنْعَـٰمِ وَلَـَٔامُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَـٰنَ وَلِيًّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ١١٩

"অবশ্যই আমি তোমার বান্দাদের এক নির্দিষ্ট অংশকে (অনুসারী হিসেবে) গ্রহণ করবো। আর নিশ্চয় আমি তাদের পথভ্রষ্ট করবো এবং তাদের মাঝে লোভ-লালসা জাগ্রত করবো।" [সূরাহ আন-নিসা ৪:১১৮-১১৯]

قَالَ أَرَءَيْتَكَ هَـٰذَا ٱلَّذِى كَرَّمْتَ عَلَىَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُۥٓ إِلَّا قَلِيلًا ٦٢

"দেখুন, এ ব্যক্তি, যাকে আপনি আমার উপর সম্মান দিয়েছেন, যদি আপনি আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত সময় দেন, তবে অতি সামান্য সংখ্যক ছাড়া তার বংশধরদেরকে অবশ্যই পথভ্রষ্ট করে ছাড়বো।" [সূরাহ বনি ইসরাইল ১৭:৬২]

আদমসন্তানের ব্যাপারে শয়তান তার ওয়াদা কতটুকু পূর্ণ করতে পারবে? মানবজাতির ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে, মানুষ সবসময়ই আল্লাহর কিতাব ও রসূলগণকে অস্বীকার করে এসেছে এবং শিরক করে চলেছে। আল্লাহ্ বলেন,

وَمَآ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ١٠٣

আর আপনি যতই চান না কেন, বেশীর ভাগ লোকই ঈমান গ্রহণকারী নয়।" [সূরাহ ইউসুফ ১২:১০৩]

ফলে তারা আল্লাহর ক্রোধ ও শাস্তি অর্জন করে নিয়েছে।

ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا ۖ كُلَّ مَا جَآءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ ۚ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَـٰهُمْ أَحَادِيثَ ۚ فَبُعْدًا لِّقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ ٤٤

"এরপর আমি আমাদের রাসূলদেরকে ধারাবাহিকভাবে প্রেরণ করেছি। যখনই কোনো জাতির কাছে তাদের রাসূল আসতো, তখনই তারা তাকে অস্বীকার করতো। অতঃপর

আমি এদের এককে অপরের অনুসরণে ধ্বংস করে দিয়েছি এবং তাদেরকে কাহিনীতে পরিণত করেছি। সুতরাং ধ্বংস হোক সে কওম, যারা ঈমান আনে না।" [সূরাহ আল-মুমিনূন ২৩:৪৪]

চিন্তা করলে দেখা যাবে শয়তানের বান্দা আমাদের চারপাশে কিলবিল করছে। তারা তাদের পতাকা উঁচু করে অন্যদেরও সেদিকে ডাকছে। তারা আল্লাহর বান্দাদের শাস্তি দিচ্ছে। এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, শয়তানকে অবকাশ দেওয়া হয়েছে আর সে আদমসন্তানদের জাহান্নামে নিয়ে চলেছে। এর অনুপাত হিসেবে এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, “(প্রতি একশ জনে) নিরানব্বই জন জাহান্নামি এবং একজন জান্নাতি।" আরেক বর্ণনায় এসেছে, “(প্রতি এক হাজারে) নয়শ নিরানব্বই জন জাহান্নামি ও একজন জান্নাতি।"

এ থেকেই বোঝা যায় যেসব আদমসন্তান তাদের পিতার সাথে বা পূর্বেকার জাতিসমূহের সাথে সংঘটিত ঘটনা নিয়ে ভাবেনি, শয়তান তাদের কথা ভেবেছে। এই অভিশপ্ত ইবলিস তাদেরকে জাহান্নামের দিকে ডেকেছে, কখনও তারা নিজেরাই তার দিকে দৌড়ে গেছে। নিজের ব্যাপারে শত্রুর আশা পূরণ হওয়ার চেয়ে খারাপ কিছুই হতে পারে না।

وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُۥ فَٱتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٢٠

"আর নিশ্চয় তাদের ব্যাপারে ইবলিস তার ধারণা সত্য প্রমাণ করলো, ফলে মুমিনদের একটি দল ছাড়া সবাই তার অনুসরণ করলো।” [সূরাহ সাবা ৩৪:২০]

দয়াময় প্রতিপালককে অস্বীকার করে শয়তানের ওয়াদা পূরণ করতে মানবজাতির দৌড়ে যাওয়াটা ভয়াবহ। এ এক অবিশ্বাস্য পরিমাণে পৌঁছেছে। ইরাক সহ বিভিন্ন জায়গায় এমন গ্রুপ আছে, যারা নিজেদের শয়তান পূজারী বলে।

জাহান্নামির বিরাট সংখ্যা নিয়ে দুশ্চিন্তা নিষ্প্রয়োজন

জাহান্নামির বিরাট সংখ্যা নিয়ে পেরেশান হওয়া ঠিক নয়। কারণ আল্লাহর কাছে পরিমাণ গুরুত্বপূর্ণ নয়। সত্য ও ন্যায়ের অনুসারী কম হলেও এটিই আসল কথা।

কাজেই তাদের অন্তর্ভুক্ত হোন, যারা সত্যের অনুসারী; আল্লাহকে রব হিসেবে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে ও মুহাম্মাদ (স) কে নবি ও রাসূল হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট। এরা

শয়তান ও তার অনুসারীদের চিনতে পারে এবং তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে। তাদের প্রতি চিন্তা, কথা, লেখা ও কাজে ঘৃণা প্রকাশ করে। দলীল, প্রমাণ, কথা ও তরবারি দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে এবং সত্যের পক্ষে যুদ্ধ করে। তবে শর্ত হলো আর-রহমানের মনোনীত দ্বীনকে আঁকড়ে থাকতে হবে,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدۡخُلُواْ فِي ٱلسِّلۡمِ كَآفَّةٗ وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ
مُّبِينٞ ٢٠٨فَإِن زَلَلۡتُم مِّنۢ بَعۡدِ مَا جَآءَتۡكُمُ ٱلۡبَيِّنَٰتُ فَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٠٩

"হে মুমিনগণ, তোমরা ইসলামে পূর্ণরূপে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কোরো না। নিশ্চয় সে তোমাদের জন্য স্পষ্ট শত্রু। অতএব তোমরা যদি পদস্খলিত হও, তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ আসার পর, তবে জেনে রাখো যে, আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (সূরাহ আল- বাকারাহ ২:২০৮-২০৯)

আমরা দু'আ করি আল্লাহ যেন দয়া করে আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন, যারা পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ করেন এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন না। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর বান্দা ও রসূল মুহাম্মাদের প্রতি।

কুরআনে শয়তানের ধোঁকাসমূহ

সংক্ষিপ্ত আকারে বলা যেতে পারে কুরআন আমাদের সতর্ক করেছে যে শয়তান কতভাবে আমাদের ওপর জাল ফেলে!

- পথভ্রষ্ট করা
- অলীক স্বপ্ন বা মিথ্যা কামনা জাগানো
- কুসংস্কার
- আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করা
- কুমন্ত্রণা দিয়ে বিভ্রান্ত করা
- মানুষের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করা
- অন্তরে ঘৃণা ও বিদ্বেষ তৈরি করা
- রবের অবাধ্য হতে প্ররোচিত করা
- সিরাতুল মুস্তাকিম থেকে দূরে সরানো
- হৃদয়ে পাপের বীজ বপন করা
- অন্তরে খারাপ বাসনা নিক্ষেপ করা
- মানুষকে পরীক্ষার মুখে ফেলা
- দরিদ্রতার ভয় দেখিয়ে কৃপণ বানানো
- অশ্লীল কাজের উৎসাহ দেওয়া
- জাহান্নামের আগুনের দিকে ডাকা
- পরিবারের সদস্যদের মধ্যে চক্রান্ত করা
- পরনিন্দায় লিপ্ত করা

শয়তান যাদের পরাজিত করতে পারে না

আল্লাহ্ তাআলা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন শয়তানের ক্ষমতা সীমিত—

إِنَّهُۥ لَيْسَ لَهُۥ سُلْطَـٰنٌ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ٩٩إِنَّمَا سُلْطَـٰنُهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُۥ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِۦ مُشْرِكُونَ ١٠٠

"যারা ঈমান আনে ও রবের ওপর ভরসা করে, তাদের ওপর শয়তানের কোনো ক্ষমতা নেই। তার ক্ষমতা কেবল তাদের ওপর, যারা তাকে বন্ধু বানায়।"

[সূরা আন-নাহল ১৬:৯৯-১০০]

আমাদের করণীয়, সতর্কবার্তা

‼ শয়তানের সত্য স্বীকার!
ফেসে যাবো আমরা ‼

বহু যুগ ধরে মানুষ নিজের সব ভুলের দায় শয়তানের ওপর চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকে। বিচার দিবসে এই শয়তানই আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু হিসেবে আবির্ভূত হবে। ভয়, লোভ, অহংকার আর নিষিদ্ধ কামনার মাধ্যমে সে আমাদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে।সেদিন সে নিজের দায় অস্বীকার করে আমাদেরই অভিযুক্ত করবে।
শয়তানের সেই ভয়ংকর স্বীকারোক্তি!

কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী, যখন চূড়ান্ত ফয়সালা হয়ে যাবে, তখন শয়তান বলবে—
وَقَالَ ٱلشَّيْطَـٰنُ لَمَّا قُضِىَ ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ ۖ وَمَا كَانَ لِىَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَـٰنٍ إِلَّآ أَن دَعَوْتُكُمْ فَٱسْتَجَبْتُمْ لِى ۖ فَلَا تَلُومُونِى وَلُومُوٓا۟ أَنفُسَكُم ۖ مَّآ أَنَا۠ بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآ أَنتُم بِمُصْرِخِىَّ ۖ إِنِّى كَفَرْتُ بِمَآ أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ ۗ إِنَّ ٱلظَّـٰلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٢٢

আর যখন বিচারের কাজ সম্পন্ন হবে তখন শয়তান বলবে, ‘আল্লাহ্ তো তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সত্য প্রতিশ্রুতি , আমিও তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, কিন্তু আমি তোমাদেরকে দেয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছি। আমার তো তোমাদের উপর কোনো আধিপত্য ছিল না, আমি শুধু তোমাদেরকে ডাকছিলাম তাতে তোমরা আমার ডাকে সাড়া দিয়েছিলে। কাজেই তোমরা আমাকে তিরস্কার করো না, তোমরা নিজেদেরই তিরস্কার কর। আমি তোমাদের উদ্ধারকারী নই এবং তোমরাও আমার উদ্ধারকারী নও। তোমরা যে আগে আমাকে আল্লাহ্‌র শরীক করেছিলে। আমি তা অস্বীকার করছি। নিশ্চয় যালিমদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।” [সূরা ইবরাহিম ১৪:২২]

আল্লাহ তায়ালা বলেন—
ٱلَّذِى يُوَسْوِسُ فِى صُدُورِ ٱلنَّاسِ ٥
“সে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়।” [সূরা নাস ১১৪:৫]

হাশরের ময়দানে শয়তান আমাদের পাশ থেকে সটকে পড়বে। সে বলবে— “আমি তোমাদের উদ্ধারকারী নই।” সেদিন আমাদের গুনাহের বোঝা আমাদেরই বইতে হবে। শয়তান কেবল প্রস্তাব দেয়, কিন্তু সিদ্ধান্ত নেয় মানুষ নিজে। আল্লাহ আমাদের বিবেক ও পথপ্রদর্শন দিয়েছেন—

إِنَّا هَدَيْنَـٰهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ٣

নিশ্চয় আমরা তাকে পথ নির্দেশ দিয়েছি, হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, না হয় সে অকৃতজ্ঞ হবে। [সূরা আল-ইনসান ৭৬:৩]

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّىٰهَا ٩وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّىٰهَا ١٠

সে-ই সফলকাম হয়েছে, যে নিজেকে পবিত্র করেছে। আর সে-ই ব্যর্থ হয়েছে, যে নিজেকে কলুষিত করেছে ।” (সূরা শামস ৯১:৯-১০)

হে আল্লাহ! শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আপনি আমাদের হেফজাত করুন। আমাদের অন্তরকে আপনার দ্বীনের ওপর অটল রাখুন। আমিন।